আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর, ২০১৯ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর, ২০১৯ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে অক্টোবর, ২০১৯ 5
৩০শে অক্টোবর, ২০১৯ 9
২৯শে অক্টোবর, ২০১৯ 13
২৮শে অক্টোবর, ২০১৯ 20
২৭শে অক্টোবর, ২০১৯ 27
২৬শে অক্টোবর, ২০১৯ 28
২৫শে অক্টোবর, ২০১৯ 32
২২শে অক্টোবর, ২০১৯ 33
২১শে অক্টোবর, ২০১৯ 34
২০শে অক্টোবর, ২০১৯ 39
১৯শে অক্টোবর, ২০১৯ 47
১৮ই অক্টোবর, ২০১৯ 52
১৭ই অক্টোবর, ২০১৯ 58
১৬ই অক্টোবর, ২০১৯ 65
১৫ই অক্টোবর, ২০১৯ 70
১৪ই অক্টোবর, ২০১৯ 77
১২ই অক্টোবর, ২০১৯ 80
১১ই অক্টোবর, ২০১৯ 81
১০ই অক্টোবর, ২০১৯ 88
০৯ই অক্টোবর, ২০১৯ 91
০৮ই অক্টোবর, ২০১৯ 107
০৭ই অক্টোবর, ২০১৯ 115
০৬ই অক্টোবর, ২০১৯ 122
০৫ই অক্টোবর, ২০১৯ 129
০৪ই অক্টোবর, ২০১৯ 137
০৩রা অক্টোবর, ২০১৯ 141

০২রা অক্টোবর, ২০১৯ 147

০১লা অক্টোবর, ২০১৯ 153

৩১শে অক্টোবর, ২০১৯

পাকিস্তানের পাঞ্জাবে লিয়াকতপুর শহরের কাছে চলন্ত ট্রেনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নারী ও শিশুসহ ৬৫ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেকে। এদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারকর্মীরা বলছেন, নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে। করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার সময়, ট্রেনে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর তা বগিতে ছড়িয়ে পড়ে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) জেলা কমিশনার রাহিম ইয়ার খান এমন তথ্য দিয়েছেন।

পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডনের অনলাইন খবরে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, ১০টি মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে।

হতাহতদের লিয়াকতপুরের ডিএইচকিউ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জেলা রেসকিউ সার্ভিসের প্রধান বাকির হোসেন জিয়ো টেলিভিশনকে এই নিহতের খবর নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এছাড়াও ১৫ জন আহত হয়েছেন। আগুন থেকে পালাতে গিয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে অধিকাংশ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, ট্রেনটি দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর করাচি থেকে লাহোরে যাচ্ছিল। তখন এক যাত্রীর গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আগুনের লেলিহান শিখায় ট্রেনের বগিতে থাকা যাত্রীরা দগ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই অনেকে মারা যান। চোখের সামনে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে, প্রাণ বাঁচাতে অনেকে চলন্ত ট্রেন থেকেই ঝাঁপ দেয়। এতে বাড়ে হতাহতের সংখ্যা।

আহতদের উদ্ধারের পরপরই লিয়াকতপুর এবং ভাওয়ালপুরের হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাড়তে পারে নিহতের সংখ্যা বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা।

আগুনে ট্রেনটির তিনটি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, যার মধ্যে দুটি ইকোনমি ও একটি বিজনেস ক্লাস। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বগি তিনটিতে দু'শতাধিক যাত্রী ছিল।

নিহত অনেকের শরীর এতোটাই পুড়ে গেছে যে, শনাক্তের জন্য ডিএনএ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

দুবছর আগে পেহুল খানকে পিটিয়ে মেরেছিল উত্তেজিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতা, তাঁর বিরুদ্ধে গরু পাচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল।

গতকাল বুধবার, পেহলু খানের ছেলের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর খারিজ করে দিল রাজস্থান হাইকোর্ট। গরু পাচারের সন্দেহে ২০১৭-এ পেহলু খানকে পিটিয়ে মারে উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্বঘোষিত গোরক্ষকরা। দুধ ব্যবসায়ী পেহলু খানকে পিটিয়ে মারার ভিডিও করা হয়েছিল।

তিনদিন হাসপাতাল ভর্তি থাকার পর মৃত্যু হয় পেহলু খানের। পরে পেহলু খান, তাঁর ছেলে এবং ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে উগ্রবাদী মালাউনরা। তাঁদের অভিযোগ কোনও অনুমতি ছাড়াই গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন পেহলু খান।

এফআইআরের বিরুদ্ধে আবেদন করেন পেহলু খানের ছেলে, তিনি জানান, তাঁরাই প্রকৃত ভুক্তভোগী। তাঁদের কাছে মেলার রিসিপ্ট কপিও আছে বলে দাবি করেন তিনি। জুন মাসে, পেহলু খান এবং তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার অভিযোগে রাজস্থান সরকার সমালোচনার মুখে পড়ে।

এদিকে পেহলু খানের হত্যার জড়িত৬ জনকে মুক্তি দেয় হিন্দুত্ববাদী নিম্ন আদালত।

ভারতীয় মালাউনরা ভূস্বর্গ খ্যাত জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করায় অঞ্চলটিতে ইতোমধ্যে এক থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গত তিন মাস ধরে সেখানে কোন প্রতিনিধি কিংবা সাংবাদিকদের প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি ভারতীয় মালাউন সরকার।

যা নিয়ে দেশব্যাপী সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে এবার উপত্যকাটি পরিদর্শন করার অনুমতি দিয়েছিল মালাউন মোদির মতই ডানপন্থী ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সংসদীয় দলের প্রতিনিধিদের।

গত মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সফরের শুরুতেই কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইইউ প্রতিনিধিরা। তাদের অভিমত, বর্তমানে উপত্যকাটিতে বসবাসরতরা অনেকাংশেই তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।

বিভিন্ন সূত্রের বরাতে গণমাধ্যম ‘এনডিটিভি’ জানায়, বর্তমানে উপত্যকার বাস্তব পরিস্থিতি স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্য মঙ্গলবার অঞ্চলটিতে ভ্রমণ করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ইইউ একটি প্রতিনিধি দল। যেখানে তারা কাশ্মীরের বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে।

পরবর্তীতে দলটির সদস্য হিসেবে সেখানে যাওয়া ইইউর মানবাধিকার সম্পর্কিত হাই কমিশনার রুপের্ট কোলভিলে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। যেখানে সে বলেছে, ‘আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কাশ্মীরে জনগণ

দীর্ঘদিন যাবত মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা ভারত সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন অবিলম্বে সেখানকার অবরুদ্ধ পরিস্থিতি প্রত্যাহার করে অঞ্চলটির মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।'

প্রেস বিবৃতিতে সে আরও বলেছে, 'জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের একাধিক স্থান থেকে মাত্র কয়েকদিন আগেই কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে আগের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমনকি জনগণের অবাধ চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; জনগণের শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কেবল এসব ক্ষেত্রেই নয় অঞ্চলটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধর্মের স্বাধীনতার ওপরও সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যা কারই কাম্য নয়।

এদিকে, বিশ্লেষকগণ বলছেন, যেহেতু 'ইইউ প্রতিনিধিরা কাশ্মীরে বেসরকারিভাবে ভ্রমণ করতে গেছে। যার অর্থ তারা বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না। যা আমাদের কাম্য নয়।'

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ উল্লেখ করে তার পদত্যাগের দাবিতে সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচী থেকে শুরু হওয়া আযাদি মার্চ আজ বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছবে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান।

পাকিস্তানের লাখ লাখ লোকের এ আযাদি মার্চে কোনো নারীর দেখা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে বিবিসি উর্দু। বিবিসি উর্দু জানায়, আযাদি মার্চের শুরুতেই জমিয়ত প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছিলেন, পুরুষরাই নারীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যথেষ্ট। পুরুষরা আযাদি মার্চে যোগ দেবে। আর নারীরা ঘরে বসে দোয়া করবে এবং রোযা রাখবে।

এদিকে মাওলানা ফজলুর রহমান এখন লাহোরে অবস্থান করছেন বলে জঙ-এর খবরে বলা হয়েছে।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ রোজগান, কান্দাহার, ফারাহ এবং বাঘিস প্রদেশগুলিতে শত্রু ঘাঁটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটের খবরে বলা হয়েছে, গত বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জওয়াই জেলার দোয়াব এলাকায় একটি লেজার বন্দুক হামলায় ৩ সন্ত্রাসী নিহত হয়।

একইভাবে, গত বুধবার রাত ৮ টার দিকে মাইওয়ান্দ জেলার বান্দিমোরে ৪সন্ত্রাসী নিহত হয়।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ফারাহ প্রদেশের সদর দফতরের ফারাহ শহর থেকে জানিয়েছে, যে বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মুজাহিদীন একটি আমেরিকান এয়ারবাসের বাসভবনে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

আলহামদুলিল্লাহ ক্ষেপণাস্ত্রটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানায় শত্রুদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বুধবার দিবাগত রাত আটটার দিকে বাঘিস প্রদেশের আবা কামরায়ী জেলার গুন্ডাব এলাকায় চেকপোস্টে মুজাহিদগণের হামলায় ২ জন সন্ত্রাসী নিহত ও আরও ২ জন আহত হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার রাতে সন্ধ্যা 7 টার দিকে রোজগান প্রদেশের সদর দফতর তিরিনকোট শহরের নিকটে মুজাহিদগণের লেজারগান হামলায় ঘটনাস্থলেই ২ সন্ত্রাসী নিহত হয়।

ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের প্যালেট-গানের গুলিতে অন্ধ হয়ে গেছে কাশ্মীরি ৩ শিশু। তারা এখন নিজেদের স্বাভাবিক কাজ করতে পারছে না। শুধু এই তিনজনই নয়, ভারতীয় মালাউনদের গুলিতে শত শত কাশ্মীরি বাসিন্দা অন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডন।

ডনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতীয় সেনাদের গুলিতে অন্ধ হওয়া কাশ্মীরিদের ছবি নিয়ে ১০৯ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেছে বৈশ্বিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। কাশ্মীরিদের প্রতি ভারতের নিষ্ঠুর আচরণের কিছু চিত্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছে মানবাধিকার সংস্থাটি।

ইতোমধ্যে কাশ্মীরিদের ওপর ভারতীয় সেনাদের এমন নিষ্ঠুরতা নিয়ে বিভিন্ন দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আর অন্ধ হয়ে যাওয়া শিশুদের ছবি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে সারা বিশ্বে। এতে ভারত মালাউন সরকারের বর্বরতার সমালোচনা করছে অনেকেই।

ভারত অবশ্য বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করতে বার বার বলে আসছে, তারা কাশ্মীরে কোনো ধরনের উগ্রতা দেখায়নি।

অথচ মালাউনরা সেখানে সবধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে যেন তাদের অপকর্মগুলো বিশ্ববাসীর সামনে অপ্রকাশিত থাকে।

ফলে তাদের এই দাবি সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

৩০শে অক্টোবর, ২০১৯

আফগানিস্তানে মিদান প্রদেশে আফগান মুরতাদ পুতুল বাহিনীরা ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণের উপর হামলা চালাতে এসেছিল। পরে মুজাহিদগণের প্রতিরোধ হামলায় তাঁদের অভিযান বিফল হয়ে নিজেরাই মুজাহিদগণের শিকারে পরিণত হয়।

আল ইমারাহ সাইটের প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, গত পাঁচ দিন আগে, আফগান পুতুল সেনা ও কমান্ডোরা চক জেলা, মিদানের বিভিন্ন স্থানে অভিযান শুরু করে। পরে মুজাহিদিন তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ হামলা শুরু করেন।

মুজাহিদগণের বিস্ফোরণ হামলায় ১২ টি ট্যাঙ্ক ও গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও ৪০ আফগান সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। অন্যান্যরা আহত হযে পালাতে সক্ষম হয়।

পরে সন্ত্রাসীদের চিরাচরিত কাপুরুষোচিত বদঅভ্যাস অনুযায়ী সাধারণ মানুষের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি করে।

অন্যদিকে, ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ জাবুল, হেলমান্দ, হেরাত, ফারাহ প্রদেশে সন্ত্রাসীদের চৌকি ও ঘাটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন।

বরকতময় হামলাসমূহে ৫২ কুফ্ফার সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ সামরিক অস্ত্র শস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে এক সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে রাস্তার পাশের সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে। সে নাগবাড়ী ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি আয়নাল হক মেম্বার।

জানা গেছে, উপজেলার তেজপুর থেকে গান্ধিনা পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার এবং গান্ধিনা থেকে দড়িখরশিলা পর্যন্ত ৬শ' মিটার রাস্তার দু'পাশের সরকারি গাছ ২ লাখ ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। গাছগুলো কিনেছে কাঠ ব্যবসায়ী মালেক মেম্বার ও ফজলুল হক।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি আয়নাল হকের নেতৃত্বে এ কাজ হয়েছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বিনা টেন্ডারে গাছ কেটে বিক্রি করলেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত পায়নি।

আয়নালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ এবং একাধিক মামলা চলমান রয়েছে।

গাছের ক্রেতা আব্দুল মালেক মেম্বার গাছগুলো কেনার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তবে কার নিকট থেকে গাছ কিনেছেন এমন প্রশ্নে তিনি গাছ কর্তনকারী ও বিক্রেতাদের নাম প্রকাশ করতে অপারগতা জানিয়েছেন।

নাগবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যান মাকছুদুর রহমান মিল্টন সিদ্দিকী বলেছে, স্থানীয় সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা আয়নাল হক মেম্বারসহ কয়েকজনে ঠিকাদারের সহযোগিতায় গাছ কেটে বিক্রি করেছে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে কালিহাতী উপজেলা এলজিইডি'র প্রকৌশলী মোখলেছুর রহমান গাছ কেটে বিক্রির ঘটনা স্বীকার করে বলেন, তেজপুর থেকে গান্ধিনা ও গান্ধিনা থেকে দড়িখরশিলা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ কাজ চলছে।

এ সুযোগে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল রাতের আধাঁরে রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো অবৈধভাবে কেটে বিক্রি করেছে। আমরা গাছ কাটা ও বিক্রির কোন টেন্ডার দেয়নি।

খবর: বিডি প্রতিদিন

আবরার ফাহাদকে হত্যা করে সন্ত্রাসী আ'লীগের সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের গ্যাং বাহিনী। এর কারনে সারা দেশে আন্দোলন হয়ছিল। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু কথিত প্রসাশন তেমন কোন অগ্রগতি করতে পারছে না। তাই আবার কঠোর অবস্থানে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যা ঘটনায় আন্দোলন চালিয়ে আসা সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

তারা বলেন, প্রশাসন তৎপর না হলে আমরা কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য হব।

মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে বুয়েটে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

ইনসাফ ২৪ এর বরাতে জানা যায়, সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা বলেন, এরই মধ্যে সময় অনেক গড়িয়েছে। প্রশাসন তৎপর হলে এই সময়ের মধ্যেই আরও অনেক অগ্রগতি হতো। প্রয়োজনে আমরা সকল সাধারণ শিক্ষার্থী ভিসি স্যারের সঙ্গে আবারও আলোচনায় বসতে তৈরি আছি।

উল্লেখ্য, আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বুয়েটের দাফতরিক কর্মকাণ্ড চললেও একাডেমিক কর্মকাণ্ড স্থবির রয়েছে। মামলার অভিযোগপত্র দাখিল ও সেখানে অভিযুক্তদের বুয়েট থেকে স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত

ক্লাসে না ফেরার ঘোষণা দিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এছাড়া শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বুয়েট ভিসি পদত্যাগের দাবিতে অটল রয়েছে।

কক্সবাজারের উখিয়ায় মাদকের আখড়া থেকে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের মহিলা নেত্রী খুরশিদা করিমকে (৪৮) আটক করা হয়েছে। এ সময় তার ছেলে গিয়াস উদ্দিন সুজনসহ (২৮) তিন মাদকসেবীকেও আটক করা হয়।

সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উখিয়ার কোটবাজার রুমখা মনি মার্কেটে ওই আওয়ামী লীগের মহিলা নেত্রীর বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। অভিযুক্তরা হলো- খুরশিদা করিমের ছেলে উখিয়া উপজেলা সন্ত্রাসী শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন সুজন, রাজাপালং ইউনিয়নের ফলিয়াপাড়া গ্রামের শাহজাহান এবং হলদিয়াপালং ইউনিয়নের রুমখাঁ পালং এলাকার আনোয়ার হোসেন।

অভিযোগ রয়েছে, গত ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর ১৯২৫ পিস ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছিল খুরশিদা করিমকে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবারব ইয়াবা ও মাদক কারবারে জড়িয়ে পড়ে সে।

কাশ্মীরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী মুসলিম জনতার উপর ভারতীয় মালাউন বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে চার জন আহত হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম পার্সটুডের বরাতে জানা যায়, গতকাল (মঙ্গলবার) বিক্ষোভকারী ও সন্ত্রাসী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে শ্রীনগর ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে চার জন আহত হয়।

শ্রীনগর ও রাজ্যের আরও কিছু অংশ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সংঘর্ষের কারণে বিভিন্ন বাজার ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ ছিল। সংঘর্ষ ও বনধের ঘটনা এমন সময় ঘটলো যখন জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণকে কেন্দ্র করে সেখানকার পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কাশ্মীরে পৌঁছেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথিত মানবতাবাদীরাও কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউনদের বর্বরতা দেখে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সেখানে মানবতা চরমভাবে অবহেলিত।

সূত্রে জানা যায়, শ্রীনগরের নাটিপোরা, সৌরা, এইচএমটিসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম মাজলুম প্রতিবাদী জনতা মিছিল বের করার চেষ্টা করে। এসময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ভারতীয় মালাউন পুলিশ সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। ফলে চার জন আহত হয়।

গতকাল, দশম শ্রেণির জন্য বোর্ডের পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার হলের বাইরে নিজেদের সন্তানদের জন্য বাবা-মায়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন। ইকবাল পার্কের একটি পরীক্ষার হলের বাইরে অপেক্ষারত আরশাদ ওয়ানি বলেন, 'পরীক্ষার জন্য পরিস্থিতি এখনও অনুকূল নয়। সরকারের উচিত ছিল আজকের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া।' তিনি বলেন, সমাজের জন্য বাচ্চাদের নিরাপত্তা সর্বোত্তম হওয়া উচিত।

গত তিন মাস ধরে সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় বিদ্যালয় খোলার জন্য প্রশাসনের প্রচেষ্টায় কোনও ফল হয়নি। নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় অভিভাবকরা নিজের সন্তানদের বাড়িতে রেখেছিলেন।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে এবং অধিকাংশ জায়গা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে সরকার বার বার দাবি করলেও সেখানকার অবরুদ্ধ পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। গত ৫ আগস্ট থেকে সমস্ত ইন্টারনেট পরিসেবা একনাগাড়ে বন্ধ রয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ আফগানিস্তানে গত ২৪ ঘন্টায় ২১ টি প্রদেশের শত্রুঘাঁটিতে ৪২ টি হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইট সূত্র মতে জানা যায়, ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ কুন্দুজ, জোজজান, বাগলান, নানগারহাট, পাকিতিয়া, কাবুল, ময়দান , ওরদাক, খোস্ত, লোগার, বলখ, কাপিসা, বদখশান, ফারিয়াব, জাবুল, হেরাত, কান্দাহার, হেলমান্দ, রোজগান, বাঘগিস, নিমরোজ প্রদেশের শত্রুঘাঁটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ৩ কমান্ডারসহ ১৪ মার্কিন হানাদার নিহত হয়েছে, ১৪২ আফগান মুরতাদ নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো ৩৮ সন্ত্রাসী।

উল্লেখ্য যে, মুজাহিদগণের বরকতময় হামলাসমূহে শত্রুদের ৩ টি চৌকি বিজয়ী হয়েছে, ১৪ টি ট্যাঙ্ক, একটি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়েছে, ২ টি ট্যাঙ্ক গণিমত লাভ হয়েছে এবং ১১ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। মুজাহিদিন ২৯ টি হালকা ও ভারী অস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরণের সামরিক সরঞ্জাম গণিমত লাভ করেছেন।

মুজাহিদগণের বরকতময় হামলাসমূহে, শত্রুর গুলিতে পাঁচজন মুজাহিদিন শহীদ ও সাতজন আহত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন।

উক্ত সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ

1 / রবি-উল-আওয়াল / 1441 হি. মোতাবেক 29 / অক্টোবর / 2019ইং

আফগানিস্তানে মিদান প্রদেশে আফগান মুরতাদ পুতুল বাহিনীরা ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণের উপর হামলা চালাতে এসেছিল। পরে মুজাহিদগণের প্রতিরোধ হামলায় তাঁদের অভিযান বিফল হয়ে নিজেরাই মুজাহিদগণের শিকারে পরিণত হয়।

আল ইমারাহ সাইটের প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, গত পাঁচ দিন আগে, আফগান পুতুল সেনা ও কমান্ডোরা চক জেলা, মিদানের বিভিন্ন স্থানে অভিযান শুরু করে। পরে মুজাহিদিন তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ হামলা শুরু করেন।

মুজাহিদগণের বিস্ফোরণ হামলায় ১২ টি ট্যাঙ্ক ও গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও ৪০ আফগান সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। অন্যান্যরা আহত হযে পালাতে সক্ষম হয়।

পরে সন্ত্রাসীদের চিরাচরিত কাপুরুষোচিত বদঅভ্যাস অনুযায়ী সাধারণ মানুষের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি করে।

অন্যদিকে, ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ জাবুল, হেলমান্দ, হেরাত, ফারাহ প্রদেশে সন্ত্রাসীদের চৌকি ও ঘাটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন।

বরকতময় হামলাসমূহে ৫২ কুফ্ফার সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ সামরিক অস্ত্র শস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।

২৯শে অক্টোবর, ২০১৯

পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে উল্লেখ করে এ সংক্রান্ত একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা।

মঙ্গলবার পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবামাধ্যম ডেইলি জং-এর খবরে বলা হয়, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এবং আফগান গোয়েন্দা সংস্থা ‘এনডিএস’ মাওলানা ফজলুর রহমানের উপর মারাত্মক আক্রমণ চালাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

থ্রেট অ্যালার্টে বলা হয়েছে, মাওলানা ফজলুর রহমানের উপর হামলার জন্য টার্গেট কিলারদের সাথে র ও এনডিএস যোগাযোগ করেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে।

হুমকি সতর্কতায় মাওলানা ফজলুর রহমানকেও সতর্ক করা হয়েছে, অন্যদিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুরতাদ শাসক ইমরান খানকে হটাতে ইসলামাবাদ অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে জমিয়তের আজাদি মার্চ। সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে আজাদি মার্চের গাড়ীবহর পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে ।

রোববার করাচির সোহরাব গোথ অঞ্চল থেকে ইসলামাবাদ অভিমুখে আজাদি পদযাত্রা শুরু হয়। রাতে সিকর এলাকায় অবস্থান করে সোমবার রাতে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে লাখো জনতার এ বহর।

জমিয়ত প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় পথসভার মধ্য দিয়ে ইসলামাবাদ এগিয়ে যাচ্ছে সরকারবিরোধী এ পদযাত্রা। আগামী ৩১ অক্টোবর বহরটি ইসলামাবাদ পৌঁছার কথা রয়েছে।

করাচি, কোয়েটাসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হাজারো কর্মী-সমর্থক এতে অংশ নিয়েছে। সরকার পতনের আগ পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে জমিয়ত প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন।

তবে, অন্যান্য ইসলামিক বিশ্লেষকগণ বলছেন অনৈসলামিক পদ্ধতিতে আজাদি মার্চ করে কখনোই মুরতাদ শাসকদেরকে হটানো সম্ভব নয়। তাঁদের সরিয়ে ইসলামি খেলাফত কায়েমের একমাত্র উপায় হয় আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় পন্থা কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ।

সূত্র: ডেইলি জং

আল ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ কুন্দুজ ও বালখ প্রদেশ মুরতাদ সন্ত্রাসীদের উপর হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীন রবিবার ও সোমবারের মধ্যবর্তী সময়ে কুন্দুজ প্রদেশের চারদারাহ জেলায় সন্ত্রাসীদের চৌকিতে আক্রমণ শুরু করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে একটি চৌকি সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয় এবং ১৩ সন্ত্রাসী নিহত হয়। এছাড়া আহত হয় আরো ৮ সন্ত্রাসী।

মুজাহিদগণ উক্ত হামলায় একটি মার্কিন ভারী মেশিনগান, দুটি রাশিয়ান ভারী মেশিনগান, দুটি মার্কিন রাইফেল এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

আর শত্রুদের গুলিতে মুজাহিদদের একজন শহীদ হয়েছেন।

এদিকে, দার্চ-আর্চি জেলার ক্লোপের নিকটবর্তী নহর খানাহ অঞ্চলে মুজাহিদিন সন্ত্রাসীদের সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং সেখানে মোতায়েন করা ২০ সন্ত্রাসী নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

মুসলিমদের সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি। তাই অসমে দুটির বেশি সন্তান হলেই সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ এআইইউডিএফ নেতা বদরুদ্দিন আজমলের। বিজেপি–র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ তোলেন আজমল। সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আজমল বলেছেন, মুসলিমরা নিজেদের মর্জিতেই সন্তান জন্ম দেবে। তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

দুটির বেশি সন্তান হলে অসমে মিলবে না সরকারি চাকরি— বিজেপি মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এআইইউডিএফ সুপ্রিমো, আজমলের অভিযোগ, মুসলিমদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করার ষড়য ন্ত্র।

তিনি একে আমল না দিয়ে নিজেদের সন্তান মানুষ করার বিষয়টি মাথায় রেখে পুরো বিষয়টি মুসলিমদের হাতেই ছেড়ে দেন। আজমলের মতে, ‘প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ’ করতে সরকার কাউকে বাধ্য করতে পারে ।

আফগানিস্তানের কুন্দুজ, বাগলান এবং নানগারহার প্রদেশে হানাদার আমেরিকান এবং পুতুল কমান্ডারদের উপর ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটের সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, হানাদার মার্কিন ও পুতুল কমান্ডাররা রোববার ও সোমবারের মধ্যে কুন্দুজ প্রদেশের খানাবাদ জেলার ইশান টপ, মেহফালি সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। তখন মুজাহিদগণও পাল্টা প্রতিরোধ হামলা চালায়। ফলে মুজাহিদগণের মাইন বিস্ফোরণ হামলায় ৪ আমেরিকান হানাদার সন্ত্রাসী এবং ৫ আফগান মুরতাদ পুতুল কমাণ্ডার সন্ত্রাসী নিহত হয়। এছাড়া আহত হয়েছে আরো অনেক সন্ত্রাসী।

এদিকে, সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন মুজাহিদও শহীদ হয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে কবুল করুক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার বাগলান প্রদেশের জলগা জেলার আহঙ্গরান গ্রামে মুজাহিদীন দু' সন্ত্রাসীকে হত্যা করে এবং দুটি কালাশনিকোভসহ অস্ত্রশস্ত্র গণিমত লাভ করেন।

এদিকে পুল খুমরি জেলার দন্ডঘোরি জেলার ওয়ার্ডা এলাকায় রবিবার মুজাহিদগণের বোমা হামলায় সন্ত্রাসী অফিসার আমিদ সাফি নিহত হয়েছে এছাড়া আহত হয়েছে আরো ৩ আফগান সন্ত্রাসী।

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের সুযোগ দেয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন দেশের ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি, বন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এমনিতেই প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। কনটেইনার জটে পড়ে পণ্য নিয়ে খালাসের অপেক্ষায় বন্দরে অপেক্ষা থাকতে হচ্ছে দিনের পর দিন। নতুন করে ভারতীয় পণ্য খালাসে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করা হলে শত শত দেশী ব্যবসায়ী পথে বসবেন এবং নিত্যপণ্যের দাম আরো বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। সাধারণ ব্যবসায়ীদের অনুমান, একই বন্দর ব্যবহার করা হলেও ভারতীয় ব্যবহারকারীরা ভিআইপি মর্যাদা পাবেন এবং এর মাধ্যমে দেশী ব্যবহারকারীদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হবে। এমতাবস্থায় অবকাঠামো যথাযথ মানে উন্নীত করার পর ভারতকে বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার দাবি জানান তারা।

দালাল হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরকালে যে সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার অন্যতম বন্দর ব্যবহারের অনুমতিদান। সফরকালে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের বিষয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) সই হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের কুফরি মন্ত্রিসভায় এ-সংক্রান্ত খসড়া অনুমোদিত হয় এক বছর আগে। তারও আগে ২০১১ সালে ট্রান্সশিপমেন্টের আওতায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্যের ‘পালটানা বিদ্যুৎকেন্দ্র’ নির্মাণের মালামালের চালান বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। দালাল প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চলমান ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদীর্ঘ করার উদ্দেশে’ ‘এগ্রিমেন্ট অন দ্যা ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মংলা পোর্ট ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফর্ম ইন্ডিয়া বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া’ চূড়ান্ত করা হয়।

চুক্তিতে কয়েকটি রুটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে আগরতলা ভায়া আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে ডাউকি ভায়া তামাবিল (সিলেট), চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে সুতারকান্দি ভায়া শেওলা (সিলেট), চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে বিবিরবাজার ভায়া শ্রীমন্তপুর (কুমিল্লা)। বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে ওই সব রাজ্যে পণ্য নিতে ভারত বরাবরই আগ্রহী ছিল। দালাল প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের মাধ্যমে ভারতের সে প্রত্যাশা চূড়ান্তভাবে পূরণ হলো।

বিভিন্ন পর্যায়ের আমদানি-রফতানিকারক এবং বন্দর সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, এমনিতেই বন্দরের বহির্নোঙরে জাহাজজট, পণ্য নিয়ে আসা জাহাজের বার্থিং পেতে সময়ক্ষেপণ, পণ্য হ্যান্ডলিং ও ডেলিভারিতে ধীরগতি, লাইটার জাহাজ ও জেটি সঙ্কটসহ বিভিন্ন কারণে দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাসহ নানা কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে

তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না চট্টগ্রাম বন্দর। এর খেসারত দিতে হচ্ছে শুধু ব্যবসায়ীদের নয়, রাষ্ট্রকেও। এমতাবস্থায় ভারতীয় পণ্য পরিবহনের অনুমতি দেয়া হলে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ মন্তব্য করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এফবিসিসিআইর একজন সাবেক সভাপতি বলেন, মোট আমদানি-রফতানির প্রায় ৯২ শতাংশ পণ্য পরিবাহিত হয় এ বন্দর দিয়ে। এ বন্দর থেকে ট্রানজিট পণ্য পরিবহন উপযোগী কোনো অবকাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি। ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেয়ার মাধ্যমে কী পরিমাণ অর্থনৈতিক লাভ হবে এবং বিপরীতে বাংলাদেশের সামগ্রিক রফতানি খাতের ওপর এর কেমন প্রভাব পড়বে সেটি বিবেচনায় নেয়া না হলে দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থাতেই অতিরিক্ত লোডিং-আনলোডিং চার্জ, কাস্টমসের পর্যাপ্ত জনবল সঙ্কটে রফতানিতে হিমশিম অবস্থা। এমতাবস্থায় এ বন্দর দিয়ে বিদেশী পণ্য আনা-নেয়া শুরু হলে আরো নতুন পণ্য বেসরকারি আইসিডিতে পাঠাতে হবে। এতে দেশের রফতানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে রফতানি বাণিজ্যে ৮৪ শতাংশ অবদান রক্ষাকারী দেশের তৈরী পোশাক শিল্পখাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

জানা যায়, ২০০৭ সালের পর সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য আর কোনো জেটি নির্মাণ করা হয়নি। বর্তমানে মাত্র ১৯টি জেটি আছে। এসব জেটিতে স্বাভাবিকভাবে যেখানে ১৫ লাখ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যায়, সেখানে হ্যান্ডলিং হচ্ছে ৩০ লাখ টিইইউএস কনটেইনার। তা ছাড়া দেশে যে হারে আমদানি-রফতানি বাড়ছে, সে হারে ১০ বছর পর অন্তত ৬০টি জেটির প্রয়োজন হবে। বে-টার্মিনাল নির্মাণ করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। তাই আগামী দুই বছরের মধ্যে বে-টার্মিনালের আওতায় ট্রাক টার্মিনাল ও কনটেইনার টার্মিনাল বা ডেলিভারি ইয়ার্ড নির্মাণ জরুরি বলে মনে করছেন ব্যবহারকারীরা। তাদের ধারণা, বন্দর থেকে সরাসরি কনটেইনার বে-টার্মিনালে চলে গেলে বন্দরের ওপর চাপ কমবে। গভীর সমুদ্রবন্দরের সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আগামী ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রায় তিন মিলিয়ন বা ৩০ লাখ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করতে হবে। তখন চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান সুবিধাদি দিয়ে দেড় মিলিয়ন এবং মংলা বন্দর দশমিক ০৪৭ মিলিয়ন কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে। বাকি ১.৪৫৪ মিলিয়ন কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে না বলে ওই সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়। এর সাথে ভারতীয় পণ্য যুক্ত হলে কী পরিণতি হবে, তা ভাবতেই আঁতকে উঠছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ দিকে ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগদানের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি ও চট্টগ্রাম পোর্ট ইউজার্স ফোরামের চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম।
ভারতকে বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বন্দর ব্যবহারে দেশীয় ব্যবহারকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিষয় বর্তমানে রয়েছে। নিজেদের সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণেও এটা হতে পারে। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর প্রতি উদারতা দেখাতে গিয়ে নিজেদের প্রতি উদাসীনতার ব্যাপারটি যাতে না আসে। তার মতে, সক্ষম বন্দর হলে দেশীয় ব্যবহারকারীদের কাছ থেকেও মাশুল আদায় বাড়ানো যায়। এতে অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা যায়।

ফেসবুকে নবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে ভোলার বোরহানউদ্দিনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত এবং কয়েক শ' লোক আহত হওয়ার ঘটনা বড়ই বেদনাদায়ক। পেটুয়া বাহিনীর দাবি, আত্মরক্ষার্থে তারা গুলি চালিয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের অনেকে মনে করেন, সন্ত্রাসী পুলিশ পরিস্থিতির গভীরতা বিবেচনায় নিয়ে আরো সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে এগোলে এত বড় অঘটন এড়ানো অসম্ভব হতো।

ফেসবুকে কটূক্তি করে স্ট্যাটাস দেয়ায় মাঝে মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়া এখন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগমাধ্যম। সম্প্রতি ফেসবুক স্ট্যাটাসের কারণে শহীদ হন বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ। ভোলার বোরহানউদ্দিনের ঘটনা দেশের সচেতন মহলকে উদ্বিগ্ন করেছে।

ভোলার বোরহানউদ্দিনে সম্প্রতি যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তা ভুলে যাওয়ার নয়। সন্ত্রাসী পুলিশের ভূমিকা ও আচরণ এবং তাদের ব্যর্থতা কোথায় তা তদন্তের দাবি রাখে। এদিকে ভোলার ঘটনায় কোনো কোনো মিডিয়া যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। 'তৌহিদি জনতা' নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কিছু নেই। তৌহিদি জনতা কোনো দল নয়। এর মানে ধর্মপ্রাণ মানুষের সমষ্টি। বোরহানউদ্দিনে যা হয়েছে, তা তারা ঈমানি চেতনায় করেছেন। এর আগেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল সা: সম্পর্কে একই ধরনের কুৎসা ও কটূবাক্য করা হয়েছে। এর স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রতিবাদ তারা করতে চেয়েছেন।

লেখক: খালিদ ইকবাল

---

১৩২ বছরের পুরনো টাঙ্গাইল পৌরসভায় আজও গড়ে উঠেনি আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনও ভাগাড়। শহরে প্রবেশের তিনটি পথেই রাস্তার পাশে ফেলা হচ্ছে ময়লা-আবর্জনা। ময়লার দুর্গন্ধে নাক চেপে শহরে ঢুকতে হয়। এই দুর্গন্ধ দিয়েই যেন স্বাগত জানানো হয় শহরবাসী ও শহরে আগত অতিথিদের।

বিডি প্রতিদিনের রিপোর্টে জানা যায়, দিনের পর দিন রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এলাকাবাসী এবং ওই পথে চলাচলকারী হাজার হাজার মানুষ। আজও আবর্জনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেই পৌর কর্তৃপক্ষের। শহরের প্রবেশমুখে ময়লা আবর্জনা না ফেলার আহ্বান পৌরবাসীর।

পৌরসভা সূত্র জানা যায়, ১৮৮৭ সালের ১ জুলাই টাঙ্গাইল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৯ দশমিক ৪৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ পৌরসভায় প্রায় দুই লাখ লোকের বসবাস। ১৩২ বছরের পুরনো এই পৌরসভায় আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা তো দূরের কথা, আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট ভাগাড় নির্মাণ হয়নি আজও। শহরের সব আবর্জনা ফেলা হচ্ছে শহরে প্রবেশের বিভিন্ন সড়কের পাশে।

বিগত ৭/৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে উত্তর দিক দিয়ে শহরের প্রবেশমুখে রাবনা এলাকার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের পাশে।

আর দক্ষিণ অংশের ময়লা ফেলা হচ্ছে শহরের আরেক প্রবেশমুখ কাগমারি বেবিস্ট্যান্ড এলাকায়। এছাড়াও শহরের আশেকপুর এলায়কায় ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। দিনের পর দিন ময়লা-আবর্জনা ফেলায় ওই এলাকায় বসবাসকারী ও এ পথ দিয়ে চলাচলকারীরা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ।

টাঙ্গাইল নতুন বাস টার্মিনালের উত্তরে বৈল্লা সেতুর পর থেকে বিশাল এলাকাজুড়ে রাস্তার পাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এছাড়া, মৃত জীবজন্তু, গরু-ছাগল, কুকুরও এই ময়লা আবর্জনার সঙ্গে ফেলা হচ্ছে। এতে করে দুর্গন্ধে ওই এলাকায় দাঁড়ানো যায় না। বাসাবাড়িতে বসবাস করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। এই এলাকা দিয়ে মানুষ হেঁটে বা অন্য কোনও যানবাহনে অতিক্রম করার সময় নাক চেপে পার হচ্ছে।

এদিকে, প্রায়ই আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তখন ধোঁয়া ও গন্ধে আশপাশের ঘরবাড়ি ও দোকানদারদের পোহাতে হয় চরম কষ্ট। একই চিত্র দেখা যায় বেবিস্ট্যান্ড ও আশেকপুর এলাকায়। সেখানে আবর্জনার ভাগাড় অতিক্রম করে দক্ষিণাংশের মানুষকে মূল শহরে ঢুকতে হয়। বেবিস্ট্যান্ড এলাকায় ময়লা আবর্জনার ভাগাড় পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয় মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমএম আলী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইএফআরএম বিভাগর শিক্ষার্থী মানিক শীল জানান, আসা-যাওয়ার পথে কাগমারি ব্রিজ ও বেবিস্ট্যান্ড এলাকায় পৌরসভার ভাগাড়ের দুর্গন্ধে অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। নাক চেপে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের চলাফেরা করতে হচ্ছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই ময়লা আবর্জনার ভাগাড় পেরিয়ে চলাচল করে থাকে। এ বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

বেবিস্ট্যান্ড গোরস্থান মাদ্রাসাছাত্র আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোরস্থান মাদ্রাসা ও এতিম খানায় কয়েক হাজার ছাত্রের বসবাস। ময়লা আবর্জনার গন্ধে আমারদের অনেক সমস্যা হচ্ছে।

নাগরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ মো. রওশন আলম জানান, বেবিস্ট্যান্ড কাগমারি এলাকায় যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে এখানেই আমার বাসা। পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক দুর্গন্ধের মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে। আমরা এলাকাবাসী খুবই সমস্যার মধ্যে আছি। বারবার পৌর কর্তৃপক্ষকে ময়লার ভাগাড় সরিয়ে নেওয়ার বা ময়লা ফেলতে নিষেধ করা হলেও তারা কোন কর্ণপাত করছে না।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) টাঙ্গাইল অঞ্চলের গবেষণা এক কর্মকর্তা জানান, রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় এভাবে ময়লা-আবর্জনা ফেলা পরিবেশ সংরক্ষণ আইনবিরোধী কাজ। পৌরবাসীর সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার সকল কাজ করা উচিত।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের বক্ষব্যাধি বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান জানান, ময়লা-আবর্জনার এই দুর্গন্ধ থেকে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসসহ ফুসফুসের নানা জটিল রোগ দেখা দিতে পারে।

২৮শে অক্টোবর, ২০১৯

জম্মু-কাশ্মীর থেকে গত ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে সেখানে প্রশাসনিক নানা বিধি-নিষেধের জেরে এ পর্যন্ত ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে।

গত (রোববার) গণমাধ্যমে প্রকাশ, কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি শেখ আশিক আহমদ সংবাদ সংস্থাকে ওই তথ্য জানিয়েছেন।

শেখ আশিক বলেন, 'কাশ্মীরে ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রভাব পড়েছে। তিন মাস হতে চললেও, এখনও উপত্যকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সেজন্য ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

আগামী ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মালাউন সরকারশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ।

শেখ আশিক বলেন, 'আজকের দিনে যেকোনও ব্যবসার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট পরিসেবা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদেরই ক্ষতি হবে না, বরং কাশ্মীরের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এর ফল ভুগতে হবে সকলকেই।'

কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি শেখ আশিকের মতে, ইউরোপ, আমেরিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাশ্মীরি হস্তশিল্পের রফতানি হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় মালাউন সরকার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখায়, প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদই বিদেশ থেকে অর্ডার এসে যায়। বড়দিন এবং নতুন বছরের আগে তা সরবরাহ করতে হয়। কিন্তু অর্ডার হাতে পেলে তবে তো সরবরাহের কথা ভাবা যাবে! যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাই নেই, সেখানে অর্ডার আসবে কোথা থেকে? এর ফলে প্রায় ৫০ হাজার হস্তশিল্পী এবং তাঁতশিল্পী কাজ হারিয়েছেন।'

শুধুমাত্র কাজ হারানোই নয়, ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ থাকায় পণ্য ও পরিসেবা কর জিএসটিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিস্থিতির দায় এড়াতে পারে না বলেও শেখ আশিক মন্তব্য করেন।

জম্মু-কাশ্মীর থেকে গত ৫ আগস্ট থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করার পর থেকে সেখানে বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল হওয়ায় মানুষজন ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে মিথ্যাচার করলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথা বলছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের মুজাহিদীন বাগলান, বালখ, পাকতিয়া, কাবিল, কাপিসা, লোগার, ময়দান, পাক্তিকা এবং খোজ প্রদেশগুলিতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটে প্রকাশিত সংবাদের বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, গত শনি ও রবিবার মাঝামাঝি সময়ে বাগলান জেলার পাল খমরী শহরের নিকটবর্তী স্থানে ইন্টেলিজেন্স সোর্সের একটি ইউনিটের উপর মুজাহিদীন হামলা চালিয়েছেন। হামলায় ইন্টেলিজেন্স সোর্সের পাঁচ মুরতাদ নিহত হয়েছে।

এদিকে, বালখ প্রদেশ থেকে জানা গেছে, যে নগরীর তুরকমানী জেলার নহরশাহী জেলার একটি চৌকিতে মুজাহিদগণের হামলায় ১ সন্ত্রাসী নিহত ২ জন আহত হয়েছে। সেখানে রাখা একটি ট্যাঙ্কও মুজাহিদগণের হামলায় নষ্ট হয়ে যায় এবং সকালে মুজাহিদীন আবার একই পোষ্টে আক্রমণ করেন।

খাস বালখ জেলার হাওয়াদ ও বাবা ইউসুফ এলাকায় সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্ট হামলার সময় এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত রবিবার ময়দান প্রদেশের সৈয়দাবাদ জেলার আজিজকালিয়া এলাকায় মুজাহিদিনের বোমা বিস্ফোরণে দু'জন সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয় এবং পরে নূরখ জেলার মাহদী গুন্দি এলাকায় মুজাহিদিনের হাতে একজন নিহত হয়।

এমনিভাবে, হেরত, হেলমান্দ, কান্দাহার, রোজগান, ফারাহ, ফরিয়াব এবং বাঘিস প্রদেশগুলিতে চেকপোস্ট, আমেরিকান এবং তাদের পুতুল সন্ত্রাসীদের উপর মুজাহিদীন আক্রমণ চালিয়েছেন।

এছাড়াও মুজাহিদগণ আরো বিভিন্ন জেলায় হামলা চালিয়ে আফগান মুরতাদ বাহিনীর জান মালের অনেক ক্ষয় ক্ষতি করেছেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপ মুজাহিদগণ পাকিস্তানের বাজৌর এজেন্সির দান্দে সর স্থানে সফল অভিযান চালিয়ে দুই মুরতাদ সন্ত্রাসী সেনাকে হত্যা করেছেন।

বরকতময় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ

২৭ সফর / ২৬ শে অক্টোবর ২০১৯

দুর্নীতি এখন বাংলাদেশের সর্বত্র। পত্রিকার পাতা খুললেই কোটি কোটি টাকা লোপাট হওয়ার খবর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাধের সঙ্গে রয়েছে ক্ষমতার অতি-নিকট সম্পর্ক। টাকা লোপাটের এই ব্যাপারটা সর্বনাশের কারণ নয়। ব্যাপারটাকে যে আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি, সেটাই আমার চোখে সর্বনাশের বড় কারণ। কয়েক সপ্তাহ ধরে পত্রপত্রিকায় ভয়াবহ সব খবর পড়েছি। সন্ত্রাসী পুলিশের প্রহরায়, প্রশাসনের নাকের ডগায় হাজার কোটি টাকার ক্যাসিনো ব্যবসা চলেছে বছরের পর বছর। তার বখরা পেয়েছে দালাল সরকারি নেতা থেকে সন্ত্রাসী পুলিশের বড় কর্তা। জুয়ার টাকা কাছে রাখতে নেই, পাচার করে দিয়েছে বিদেশে। এসব খবর বাসি হতে না–হতেই ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান বলল, ক্রিকেট খেলাও আসলে একরকমের জুয়া খেলা। যে খেলা রুদ্ধশ্বাসে দেখতে দেখতে আমরা নিজ দলের জয়ের জন্য প্রার্থনা করি, তার সবই নাকি পাতানো। কে জিতবে, কে হারবে; সেসব আগেই ঠিক করা থাকে। ক্যাসিনো ব্যবসার চেয়ে কম রমরমা নয় ক্রিকেট–বাণিজ্য। হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় এই খেলা নিয়ে। ক্যাসিনো ব্যবসায় যেমন প্রশাসনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সম্রাট সাহেবরা জুয়ার টাকা ঘরে তোলে, ক্রিকেটেও বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার ক্রিকেট পরিচালনা পরিষদ। এই অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক প্রধান সাবের হোসেন চৌধুরী। সে টুইটারে মন্তব্য করেছে, বিশ্বে বিসিবি একমাত্র ক্রিকেট বোর্ড, যারা ম্যাচ ফিক্সিংকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এই খবর পড়ে কেউ কি বিস্মিত হয়েছেন? পত্রপত্রিকায় ব্যাপারটা তেমন পাত্তাই পায়নি। এমন ভয়াবহ কথা শোনার পরও আমাদের মাথায় আগুন ধরেনি, কারণ, ব্যাপারটা আমাদের কাছে এতটাই 'নরমাল'। এটাই হলো আমাদের সর্বনাশের প্রধান কারণ। অপরাধের প্রতিবাদ না করে তা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে অপরাধ শুধু বাড়েই। দুর্নীতি মানে শুধু টাকা এহাত-ওহাত করা নয়। দুর্নীতির মানে ক্ষমতার অপব্যবহার। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বাংলাদেশে কিছু লোক হাজার কোটি টাকার ব্যাংকঋণ নিয়ে ফেরত দিচ্ছেন না। তাঁদের হাত দিয়েই হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় ভয়াবহ মাদক ব্যবসা করে দেশের মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। কোনো অর্থপূর্ণ প্রতিবাদ নেই, কোনো কার্যকর প্রতিকার নেই। কারা এই সব কাজে জড়িত, তা খুব ভালো করে জানা। ক্যাসিনো ব্যবসার ক্ষেত্রেই তো দেখেছি, সবকিছু ঘটছে সন্ত্রাসী পুলিশ প্রহরায়। কিন্তু এদের কারও বিরুদ্ধে কুটোটাও তোলা যাবে না। দু-চারটি ছোট মাছ হয়তো জালে ধরা পড়বে, ধরা পড়ছেও, কিন্তু রাঘববোয়ালরা ঠিকই জলকেলি করে বেড়াবেন। মুখে তাঁদের নাম নেওয়াও যেন অপরাধ, পত্রিকার খবর পড়ে সে কথাই মনে হয়। সবাই বলছে 'গডফাদার'দের কথা, কিন্তু কারা এই গডফাদার, তাঁদের নাম আকারে-ইঙ্গিতে বলতেও আপত্তি। কে বলবে এই দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে! ক্ষমতার অপব্যবহার এখন কতটা সর্বব্যাপী ও নির্লজ্জ, তার সর্বশেষ প্রমাণ দিয়েছেন নরসিংদী থেকে নির্বাচিত সাংসদ তামান্না নুসরাত বুবলি। সে ঢাকায়, অথচ তাঁর হয়ে নরসিংদীতে পরপর আটটি পরীক্ষা দিতে বসল সম্পূর্ণ ভিন্ন আট নারী। আইন–কানুন বা নীতি-নিয়মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হলেই মানুষ এমন কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে এমন ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে, এত ঘন ঘন ঘটছে যে আমরা প্রায় অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি। পত্রিকায় এই খবর পড়ে বলেছি, এমন কাজ বাংলাদেশেই সম্ভব। কিন্তু কেউ ক্রোধে ফেটে পড়েছি, তা মনে হয় না। রাজনীতিক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের ছাতার নিচে থেকে একদল লোক দেশটাকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, তা নিয়ে বিক্ষোভ নেই, অর্থপূর্ণ প্রতিবাদ নেই, তার

কারণ কি এই যে এতে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই? আমাদের অনুভূতি এতটাই ভোঁতা হয়ে গেছে? এই দুর্নীতির সংস্কৃতির কেন্দ্রে রয়েছে ক্ষমতা ও অর্থের নৈকট্য। যারা ক্ষমতাহীন ও দুর্বল, দুর্নীতি থেকে ফায়দা লোটার সুযোগ তাদের নেই। দুর্নীতি এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার, যার সঙ্গে রাজনীতিক থেকে পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন থেকে আদালত পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে জড়িত। ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্যবস্থার সাক্ষী ও শিকার হওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। এই অপরাধের সংস্কৃতি এক দিনে সৃষ্টি হয়নি, এক দিনে তা শেষও হবে না। কিন্তু অবস্থা বদলাতে হলে তা কোথাও না কোথাও শুরু করতে হবে। আমরা যদি এই কথায় সম্মত হই যে ক্ষমতা ও অর্থের নৈকট্যের কারণেই দুর্নীতি, তাহলে লক্ষ্য হওয়া উচিত এই দুইকে বিযুক্ত করা। ব্যাপারটা সহজ নয়, আমাদের কর্তাব্যক্তিরা আলুটা-মুলোটা-মার্সিডিজটা হাতাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর তা করতে গিয়ে ক্যাসিনো ব্যবসা দেখেও দেখেন না, ম্যাচ ফিক্সিং হচ্ছে জেনেও না জানার ভান করেন, টাকা পাচার হচ্ছে জেনেও সে পাচারের ফাঁকফোকর খোলা রাখেন।

লোকমান বাহিনীর বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে অতীষ্ঠ রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীরা। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে যেন জিম্মি হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। এমন পরিস্থিতিতে কেবল টাকা পরিশোধ করেই সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে মুক্তি মিলছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কারওয়ান বাজারের প্রগতি ক্লাব থেকেই চাঁদাবাজির ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে। পুরো এলাকায় সরকার দলের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে মো. লোকমান হোসেন ও তার বাহিনী। সে প্রগতি ক্লাবের সহ-সভাপতি। চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করা যাচ্ছে না জানিয়ে কারওয়ান বাজার ওয়াসা গলি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ফারুক প্রধানিয়া বলেন, অনেকবার লোকমান বাহিনীকে চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করেছি। কোনও ফল হয়নি। দেখা যায়, আড়ৎ থেকে মালামাল চুরি হয়ে গেছে, অথবা দোকানের কর্মচারীকে ধরে মারধর করেছে। এমন বহু ঝামেলা হয়। চাঁদাবাজির বিষয়ে বহুবার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কোনও লাভ হয়নি। উল্টো বিপদে পড়তে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কারওয়ান বাজারের প্রায় সব ব্যবসায়ীই গোপন চাঁদাবাজির শিকার। কোনও কোনও ব্যবসায়ী প্রাণের ভয়ে গোপনে চাঁদা দেন। কিন্তু প্রকাশ করেন না। নানাভাবে চাঁদাবাজির শিকার হওয়াদের মধ্যে জসিমসহ মোট ৯২ জন ব্যবসায়ী অভিযোগটি করেছেন। পুরো এলাকায় সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে মো. লোকমান হোসেন। তার পিতার নাম মো. ইসমাইল হোসেন। বাড়ি নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন কড়িহাটি গ্রামে। সে কাওরানবাজার কিচেন মার্কেট চতুর্থ তলার ছাদে বসে। তার বিশাল এক বাহিনী পুরো কারওয়ান বাজারের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে কাঁচামাল কারওয়ান বাজারে আসে। প্রতিদিন এখানে কমপক্ষে এক হাজার কাঁচামালের ট্রাক আসে। প্রতি ট্রাক থেকে পাঁচশ’ টাকা করে চাঁদা আদায় করা হয়। সে হিসেবে প্রতি রাতে কারওয়ান বাজারে শুধু কাঁচামালের ট্রাক থেকেই পাঁচ লাখ টাকা চাঁদায় করে চাঁদাবাজরা। আর প্রতিমাসে শুধু কাঁচামালের ট্রাক থেকেই দেড় কোটি টাকা চাঁদা তুলে চাঁদাবাজরা। পুরো কারওয়ান বাজার থেকে শুধু লোকমান বাহিনীই পাঁচ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে। গত ১৭ আগস্ট রাতে এরশাদ পার্কের ভিতর থেকে জসিম পাটোওয়ারীকে তুলে নিয়ে যায় লোকমান বাহিনী। জসিমের অপরাধ, তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছেন। তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া হয় কিচেন মার্কেটের ছাদে। সেখানে তাকে মারধরের পর ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। ব্যবসায়ী জসিম পাটোয়ারী ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, লোকমান বাহিনীর

লোকমানের কথাই যেন শেষ কথা। তার কথার বাইরে কেউ গেলে তাকে চরম খেসারত দিতে হয়। কারওয়ানবাজারে বহুদিন ধরেই চাঁদাবাজির অভিযোগ আছে। কারওয়ান বাজারে দু'টি গ্রুপ চাঁদাবাজি করত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নোয়াখালী গ্রুপ। এই গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছে লোকমান বাহিনী।

ময়লা-আবর্জনার ডাম্পিং জোনে পরিণত হয়েছে সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক। এ সড়কে চলাচলকারী হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। এ মহাসড়কের পাশে সাভার উপজেলার অবস্থান। এ কারণে রাজধানীর উপকণ্ঠের সাভার পৌরসভা ও উপজেলা যেন ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে ময়লা-আবর্জনা। ময়লা ফেলার নির্ধারিত জায়গা ও ডাস্টবিনের অভাবে আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছে সেসব জায়গায়। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ সাভারবাসী।

এ অঞ্চলের মানুষকে নাকে রুমাল দিয়ে চলাচল করতে হয়। এভাবে সাভারের ঢাকা-আরিচা, নবীনগর-চন্দ্রা ও আবদুল্লাহপুর-বাইপাইল মহাসড়কের পাশে গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক ময়লার ভাগাড়। দিন যত যাচ্ছে মহাসড়কের দুই পাশে ময়লার স্তূপ তত বড় হচ্ছে। স্থানীয় হাটবাজার, পাড়া-মহল্লা, এমনকি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলার স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মহাসড়ককে। ফলে সড়কের দুই পাশের বাতাস হয়ে উঠছে বিষাক্ত।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে উৎকট গন্ধে। এতে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাসহ পথচারীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সাভার পৌরসভার অব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ওপর। এ অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও ময়লা-আবর্জনা সরানোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রথম শ্রেণির মর্যাদাপ্রাপ্ত সাভার পৌরসভা। খবর বিডি প্রতিদিন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, প্রতিদিন সকালে পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং বাসাবাড়ির লোকজন বিভিন্ন এলাকার মার্কেট ও মহল্লা থেকে এসব ময়লা-আবর্জনা এনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের দুই পাশ কর্ণপাড়া, উলাইল, ডিপজল ফুডের সামনে, সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডের রাজ্জাকের কাঁচাবাজারের সামনে মহাসড়কের ওপর, রাজালাক ফার্মের পুকুরে, ব্যাংক টাউন ব্রিজের গোড়ায়, গেন্ডা, পাকিজা, শিমুলতলা, রেডিও কলোনি, সিএনবি এলাকায় মহাসড়কের ওপর ফেলছে ময়লা। এ ছাড়া বিরুলিয়া রোডের আইচা-নোয়াদ্দা ব্রিজের গোড়ার দুই পাশসহ পৌর এলাকার ভিতরের আরও বিভিন্ন সড়কের পাশে এসব আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ফলে ওই সব এলাকাসহ মহাসড়কের ওপরে এসব ময়লা-আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন পথচারীসহ বিভিন্ন যানবাহনে চলাচলরত যাত্রী এবং এসব এলাকার বসবাসকারী ও গার্মেন্টস শ্রমিকরা। দুর্গন্ধের কারণে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পেটের পীড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আমজাদুল হক।

সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডের দিলখুশা সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম তালুকদার জানান, এ মার্কেটের পাশে রাজ্জাক মিয়া কাঁচাবাজারের সামনে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ রয়েছে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ আগত নারী-পুরুষ সবাই। ফলে ক্রেতারা মার্কেটে প্রবেশ করতে চান না। কমে গেছে বেচা-বিক্রি। তিনি সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার রাখার অনুরোধ জানান। পোশাকশ্রমিক বেগম জোছনা বানু বলেন, চৌরঙ্গী মার্কেটের সামনে সড়কে স্তূপ করে রাখা ময়লা-আবর্জনা ও মরা মুরগির গন্ধে চলাচল করতে কষ্ট হয়। মুখ চেপে শ্বাস বন্ধ করে হাঁটতে হয়। তিনি বলেন, 'সকালে হাজার হাজার পোশাকশ্রমিক এখান দিয়ে চলাচল করে। আমরা দুর্গন্ধ থেকে পরিত্রাণ চাই। আবর্জনার পাশে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, আবাসিক এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকলেও এটা নিয়ে পৌরসভার সংশ্লিষ্টদের কোনো মাথাব্যথা নেই। '

পৌরবাসীরা জানান, এসব সরানোর জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে পৌর কর্তৃপক্ষের কোনো সাড়া বা অপসারণের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তবে মহাসড়ক দিয়ে যখন কোনো মন্ত্রী যাতায়াত করেন তখন অথবা বিশেষ বিশেষ দিনে ময়লা-আবর্জনা অন্যত্র সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, যারা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত আছেন, তাদের নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলতে বলা হয়েছে। কিন্তু তারা সব আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলে মহাসড়কের পাশে স্তূপ করছেন। প্রতিদিন যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে সড়কে চলাচল করতে অনেক সমস্যা হয় এলাকাবাসীর। গাড়িতে চলাচল করতে হলেও নাক-মুখ চেপে রাখতে হয়। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন পৌর ও উপজেলার বাসিন্দারা।

লোকমান বাহিনীর বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে অতীষ্ঠ রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীরা। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে যেন জিম্মি হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। এমন পরিস্থিতিতে কেবল টাকা পরিশোধ করেই সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে মুক্তি মিলছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কারওয়ান বাজারের প্রগতি ক্লাব থেকেই চাঁদাবাজির ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে। পুরো এলাকায় সরকার দলের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে মো. লোকমান হোসেন ও তার বাহিনী। সে প্রগতি ক্লাবের সহ-সভাপতি। চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করা যাচ্ছে না জানিয়ে কারওয়ান বাজার ওয়াসা গলি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ফারুক প্রধানিয়া বলেন, অনেকবার লোকমান বাহিনীকে চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করেছি। কোনও ফল হয়নি। দেখা যায়, আড়ৎ থেকে মালামাল চুরি হয়ে গেছে, অথবা দোকানের কর্মচারীকে ধরে মারধর করেছে। এমন বহু ঝামেলা হয়। চাঁদাবাজির বিষয়ে বহুবার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কোনও লাভ হয়নি। উল্টো বিপদে পড়তে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কারওয়ান বাজারের প্রায় সব ব্যবসায়ীই গোপন চাঁদাবাজির শিকার। কোনও কোনও ব্যবসায়ী প্রাণের ভয়ে গোপনে চাঁদা দেন। কিন্তু প্রকাশ করেন না। নানাভাবে চাঁদাবাজির শিকার হওয়াদের মধ্যে জসিমসহ মোট ৯২ জন ব্যবসায়ী অভিযোগটি করেছেন। পুরো এলাকায় সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে মো. লোকমান হোসেন। তার পিতার নাম মো. ইসমাইল হোসেন। বাড়ি নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন কড়িহাটি গ্রামে। সে কাওরানবাজার কিচেন মার্কেট চতুর্থ তলার ছাদে বসে। তার বিশাল এক বাহিনী পুরো কারওয়ান বাজারের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে কাঁচামাল কারওয়ান বাজারে আসে। প্রতিদিন এখানে কমপক্ষে এক হাজার কাঁচামালের ট্রাক আসে। প্রতি ট্রাক থেকে পাঁচশ' টাকা

করে চাঁদা আদায় করা হয়। সে হিসেবে প্রতি রাতে কারওয়ান বাজারে শুধু কাঁচামালের ট্রাক থেকেই পাঁচ লাখ টাকা চাঁদায় করে চাঁদাবাজরা। আর প্রতিমাসে শুধু কাঁচামালের ট্রাক থেকেই দেড় কোটি টাকা চাঁদা তুলে চাঁদাবাজরা। পুরো কারওয়ান বাজার থেকে শুধু লোকমান বাহিনীই পাঁচ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে। গত ১৭ আগস্ট রাতে এরশাদ পার্কের ভিতর থেকে জসিম পাটোওয়ারীকে তুলে নিয়ে যায় লোকমান বাহিনী। জসিমের অপরাধ, তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছেন। তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া হয় কিচেন মার্কেটের ছাদে। সেখানে তাকে মারধরের পর ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। ব্যবসায়ী জসিম পাটোয়ারী ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, লোকমান বাহিনীর লোকমানের কথাই যেন শেষ কথা। তার কথার বাইরে কেউ গেলে তাকে চরম খেসারত দিতে হয়। কারওয়ানবাজারে বহুদিন ধরেই চাঁদাবাজির অভিযোগ আছে। কারওয়ান বাজারে দু'টি গ্রুপ চাঁদাবাজি করত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নোয়াখালী গ্রুপ। এই গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছে লোকমান বাহিনী।

ময়লা-আবর্জনার ডাম্পিং জোনে পরিণত হয়েছে সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক। এ সড়কে চলাচলকারী হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। এ মহাসড়কের পাশে সাভার উপজেলার অবস্থান। এ কারণে রাজধানীর উপকণ্ঠের সাভার পৌরসভা ও উপজেলা যেন ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে ময়লা-আবর্জনা। ময়লা ফেলার নির্ধারিত জায়গা ও ডাস্টবিনের অভাবে আবর্জনার স্তূপ তৈরি হয়েছে সেসব জায়গায়। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ সাভারবাসী।

এ অঞ্চলের মানুষকে নাকে রুমাল দিয়ে চলাচল করতে হয়। এভাবে সাভারের ঢাকা-আরিচা, নবীনগর-চন্দ্রা ও আবদুল্লাহপুর-বাইপাইল মহাসড়কের পাশে গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক ময়লার ভাগাড়। দিন যত যাচ্ছে মহাসড়কের দুই পাশে ময়লার স্তূপ তত বড় হচ্ছে। স্থানীয় হাটবাজার, পাড়া-মহল্লা, এমনকি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলার স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মহাসড়ককে। ফলে সড়কের দুই পাশের বাতাস হয়ে উঠছে বিষাক্ত।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে উৎকট গন্ধে। এতে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাসহ পথচারীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সাভার পৌরসভার অব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ওপর। এ অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও ময়লা-আবর্জনা সরানোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রথম শ্রেণির মর্যাদাপ্রাপ্ত সাভার পৌরসভা। খবর বিডি প্রতিদিন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, প্রতিদিন সকালে পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং বাসাবাড়ির লোকজন বিভিন্ন এলাকার মার্কেট ও মহল্লা থেকে এসব ময়লা-আবর্জনা এনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের দুই পাশ কর্ণপাড়া, উলাইল, ডিপজল ফুডের সামনে, সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডের রাজ্জাকের কাঁচাবাজারের সামনে মহাসড়কের ওপর, রাজালাক ফার্মের পুকুরে, ব্যাংক টাউন ব্রিজের গোড়ায়, গেন্ডা, পাকিজা, শিমুলতলা, রেডিও কলোনি,

সিএনবি এলাকায় মহাসড়কের ওপর ফেলছে ময়লা। এ ছাড়া বিরুলিয়া রোডের আইচা-নোয়াদ্দা ব্রিজের গোড়ার দুই পাশসহ পৌর এলাকার ভিতরের আরও বিভিন্ন সড়কের পাশে এসব আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ফলে ওই সব এলাকাসহ মহাসড়কের ওপরে এসব ময়লা-আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন পথচারীসহ বিভিন্ন যানবাহনে চলাচলরত যাত্রী এবং এসব এলাকার বসবাসকারী ও গার্মেন্টস শ্রমিকরা। দুর্গন্ধের কারণে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পেটের পীড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আমজাদুল হক।

সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডের দিলখুশা সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম তালুকদার জানান, এ মার্কেটের পাশে রাজ্জাক মিয়া কাঁচাবাজারের সামনে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ রয়েছে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ আগত নারী-পুরুষ সবাই। ফলে ক্রেতারা মার্কেটে প্রবেশ করতে চান না। কমে গেছে বেচা-বিক্রি। তিনি সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার রাখার অনুরোধ জানান। পোশাকশ্রমিক বেগম জোছনা বানু বলেন, চৌরঙ্গী মার্কেটের সামনে সড়কে স্তূপ করে রাখা ময়লা-আবর্জনা ও মরা মুরগির গন্ধে চলাচল করতে কষ্ট হয়। মুখ চেপে শ্বাস বন্ধ করে হাঁটতে হয়। তিনি বলেন, 'সকালে হাজার হাজার পোশাকশ্রমিক এখান দিয়ে চলাচল করে। আমরা দুর্গন্ধ থেকে পরিত্রাণ চাই। আবর্জনার পাশে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, আবাসিক এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকলেও এটা নিয়ে পৌরসভার সংশ্লিষ্টদের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

পৌরবাসীরা জানান, এসব সরানোর জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে পৌর কর্তৃপক্ষের কোনো সাড়া বা অপসারণের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তবে মহাসড়ক দিয়ে যখন কোনো মন্ত্রী যাতায়াত করেন তখন অথবা বিশেষ বিশেষ দিনে ময়লা-আবর্জনা অন্যত্র সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, যারা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত আছেন, তাদের নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলতে বলা হয়েছে। কিন্তু তারা সব আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলে মহাসড়কের পাশে স্তূপ করছেন। প্রতিদিন যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে সড়কে চলাচল করতে অনেক সমস্যা হয় এলাকাবাসীর। গাড়িতে চলাচল করতে হলেও নাক-মুখ চেপে রাখতে হয়। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন পৌর ও উপজেলার বাসিন্দারা।

২৭শে অক্টোবর, ২০১৯

আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত সপ্তাহে, হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকারের মিলিশিয়া বাহিনী, আফ্রিকান ইউনিয়নের (এইউ) মিশন অ্যামিসম এবং তাদের আন্তর্জাতিক মিত্র জাতিসংঘের যৌথ সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি ও নৌযান লক্ষ্য করে সোমালিয়ার স্থল ও সমুদ্রে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ।

মুজাহিদগণের বরকতময় হামলায় কয়েক ডজন সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হওয়ার পাশাপাশি যৌথ সন্ত্রাসী বাহিনীর বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

আফ্রিকার সোমালিয়ান শাখার হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ পরিচালিত শাহাদাহ নিউজ ডট কমে বরকতময় হামলাগুলোর সংবাদ প্রচার করেছেন।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, এই সপ্তাহের শুরুর দিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকারের মিলিশিয়া বাহিনী উপর সোমালিয়ার দক্ষিণ শ্যাবেলী রাজ্যের উপকূলীয় শহর মার্কার সমুদ্র উপকূলে ভারি সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। উক্ত বরকতময় হামলায় ১০ জনের অধিক সন্ত্রাসী হতাহত হয়েছে।

এদিকে, মধ্য সোমালিয়ার হিরান প্রদেশে মহাস শহরতলিতে গত শুক্রবার , দেশটির সন্ত্রাসী মিলিশিয়ান বাহিনী একটি যাত্রীবাহী গাড়িতে লুটপাট করা অবস্থায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ অভিযান চালিয়ে যাত্রীদেরকে তাঁদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন।

উক্ত অভিযানে ১ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ সেখান থেকে সন্ত্রাসীদের অস্ত্র শস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।

এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ মধ্য সোমালিয়ার হিরান প্রদেশের জালাকায়ী ও জুবা প্রদেশে যৌথ সন্ত্রসী বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন।

উক্ত হামলাগুলোতে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হওয়ার পাশাপাশি যৌথ সন্ত্রাসী বাহিনীর বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

সূত্রটি আরো জানিয়েছে, গত শনিবারে, রাজধানী মোগাদিশুর সিপিয়ানো পাড়ার নিকটে তারা "মুসা আবুবকর নুরু" নামে একটি সোমালি বিশেষ সন্ত্রাসী বাহিনীর কর্মকর্তার উপর সফল অভিযান চালিয়েছেন পরে তার বন্দুকটি মুজাহিদগণ গণিমত হিসেবে নিয়ে এসেছেন।

এ ছাড়া গত সোমবার রাজধানীর মোগাদিশুর আইলশা জেলায় মুজাহিদগণ সোমালি সরকারের ফোলি অধিদপ্তরের এক অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা ইমান মোহাম্মদ আদোর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি গাড়ি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হামলায় চালিয়েছেন। হামলায় গাড়িটি ধ্বংস হয়ে ইমান মোহাম্মদ আদো তার এক দেহরক্ষীসহ গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে, গত মঙ্গলবার রাজধানী মোগাদিশুর হিডেন জেলায় মুজাহিদিন সরকারী সন্ত্রাসী মিলিশিয়া বাহিনীরি একটি সামরিক ব্যারাকে হামলা চালিয়েছেন। হামলায় তিন সন্ত্রাসী নিহত ও অন্যান্যরা আহত হয়েছে।

২৬শে অক্টোবর, ২০১৯

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের সারডোব এলাকায় ২০১৭ সালে ভয়াবহ বন্যায় ভেঙে যাওয়া বেড়িবাঁধ ও সড়ক দুই বছরেও সংস্কার হয়নি। ফলে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিন হাজার শিক্ষার্থীসহ দশটি গ্রামের ৩০ হাজার মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

এ নিয়ে গ্রামবাসীসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেও কোনো লাভ হয়নি। বর্ষা নামলেই শিক্ষার্থীরা স্কুল-মাদরাসায় যেতে পারেন না। বন্ধ হয়ে যায় গ্রামবাসীর হাট-বাজারে যাওয়ার সুবিধা।

এলাকাবাসী জানায়, ২০১৭ সালের বন্যার তাণ্ডবে সদরের হলোখানা ইউনিয়নের আরডিআরএস বাজার থেকে কাগজিপাড়া সড়কের ৭০০ মিটার অংশ ভেঙে যায়। এছাড়াও এই বাজারের পূর্ব দিকের বেড়িবাঁধের ১২০ মিটার অংশ ভেঙে যায়। বাংলাবাজার টু প্যাড্ডার মোড় বেড়িবাঁধের পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ৩০ হাজার মানুষের এই রাস্তা ও বেড়িবাঁধটি ফুলবাড়ী ও কুড়িগ্রামের সাথে যোগাযোগের একমাত্র পথ।

তারা জানান, কয়েক জায়গায় গভীর খাল হওয়ায় বর্ষাকালে তাদের সীমাহীন কষ্ট করে যাতায়াত করতে হয়। অথচ গত দুবছরেও ক্ষতিগ্রস্ত এই সড়ক ও বাঁধটি মেরামত করা হয়নি। এবারের বন্যায় বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে পানি ঢুকে বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এই বাঁধ ও রাস্তার ওপর দিয়ে হলোখানা ইউনিয়নের কাগজিপাড়া, সারডোব, লক্ষ্মীকান্ত, ছাটকালুয়া, ফুলবাড়ি উপজেলার বড়লইসহ ১০টি গ্রামের ৩০ হাজার মানুষ এবং চর সারডোব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর কাগজিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সারডোব উচ্চ বিদ্যালয়, সারডোব ইমদাদিয়া আলিম মাদরাসাসহ ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার শিক্ষার্থী চলাচল করে। খবর নয়া দিগন্তের।

হলোখানা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য মোক্তার হোসেন বলেন, ‘নৌকাও নেই, রাস্তাও নেই, রোগী নিয়ে আমরা প্রায়ই বিপদে পড়ি।’

আরডিআরএস বাজারের ব্যবসায়ী জুয়েল ইসলাম বলেন, ‘বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নেমেছে। এখন সারাদিনে ২০০ টাকা আয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে।’

হলোখানা ইমদাদিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী জুয়েল রানা জানান, বর্ষার সময় তারা বাড়িতেই বসে থাকেন, মাদরাসায় আসতে পারে না।

স্থানীয় বাসিন্দা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কোনো লাভ হয়নি। এখন যদি বাঁধ ও আর রাস্তা মেরামত না হয়, সামনের বর্ষায় আমাদের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না।’

তাদের অপরাধ, আমাদের প্রতিবাদ, আমাদেরকে হত্যা, তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা, বিচার করার আশ্বাস, আমাদের সন্তুষ্টি, তাদের প্রতারণা। এটা একটা কমন প্যাটার্ন। তাদের সাথে আমাদের এমনই একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতেও এ প্যাটার্নের বাস্তবতা লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের বিরুদ্ধে পোস্ট দেওয়ায় বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে হত্যা করা হয়। আমরা প্রতিবাদ করে সরকারের কাছে তথা যাদের মদদে হত্যা করা হয়েছে তাদেরই কাছে বিচার প্রার্থনা করেছি। আমাদের দাবি তারা মেনে নিয়েছে কি নেয়নি, পরে আর সেটার কোন খোঁজ নেই! আবার, ভোলায় মুসলিমদের প্রাণাধিক প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে এক হিন্দু কটুক্তি করেছে। আর, তার শাস্তির দাবি আমরা বহু শাতিমে রাসূলের হেফাজতকারী সরকারের কাছে প্রার্থনা করে বিক্ষোভ করেছি। ইসলামবিদ্বেষী সরকার তার নীতি ও বন্ধুর স্বার্থ রক্ষার্থে নিরীহ মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী দিয়ে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। আমাদের খুনে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ। তারপরও আমাদের হুশ ফিরেনি। বিচারের দাবি নিয়ে গিয়েছি সেই সরকারেরই কাছে! যেন তারা প্রকৃত অর্থেই আমাদের শাসক! কর্তৃত্বের সুরে তাই তারা আমাদের বিচার করার আশ্বাস দেয় এবং দাবি মেনে নিয়েছে বলে নীতি বাক্য শোনায়। আর আমরাও সন্তুষ্ট চিত্তে ভেবে নিয়েছি যে তারা আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে! অথচ, তারা যে আমাদের সাথে প্রতারণা করছে সে বিষয়টি বুঝতে পারিনি! বিষয়টি সহজে বুঝতে, ভোলার ঘটনাটার উপর চলুন আবার নজর দিই।

ভোলাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটুক্তি করেছে এক হিন্দু। এর প্রতিবাদে নবী প্রেমিক তাওহিদী মুসলিমরা ভোলায় বিক্ষোভ করেন। আর, এসময় তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায় হিন্দুত্ববাদের দালাল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনী পুলিশ। এতে অন্তত 5জন মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো প্রায় দেড় শতাধিক। মুসলিমদের উপর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের কাছে ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়েছে। আর, সরকারও সে দাবি মেনে নিয়েছে বলে মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণ জেনেছে।

এ হলো ভোলা ঘটনার সারসংক্ষেপ। এখানে ঘটনা ঘটেছে দুটি।

এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করা।

দুই. কটুক্তির প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে পুলিশের নৃশংস হামলা।

এ দুটির মধ্যে মূল ঘটনা কোনটি? নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়ার ঘটনা। এর প্রতিবাদেই মুসলিমরা রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে, আমাদের ভাইয়েরা শহীদ (ইনশাআল্লাহ) হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহিদী জনতার মৌলিক দাবি ছিল আল্লাহর রাসূলের শানে কটুক্তিকারীকে ফাঁসি দেওয়া। যে ৬ দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করা হয় সেটিতেও ছিল কটুক্তিকারী ও তার সহযোগিদের ফাঁসি দিতে হবে। কিন্তু, সরকার যে বললো দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে! তার মানে কি কটুক্তিকারী মুশরিক হিন্দুকে ফাঁসি দেওয়া হবে? আমি-আপনি এমনি হয়তো ভেবে নিবো। মিডিয়া যে আমাদের এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছে। প্রতিটা মিডিয়া এ শিরোনামে খবর করেছে যে, সরকার দাবি মেনে নিয়েছে। অথচ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারীকে ফাঁসি দেওয়ার যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরকার বলেছে তাদের প্রচলিত আইন অনুযায়ীই শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, কটুক্তিকারীকে সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল প্রদান করা হতে পারে। মূল দাবিই তো ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটুক্তিকারীকে ফাঁসি দেওয়া, আর এ দাবিতেই তো আমাদের ভাইয়েরা রক্ত ঝরালো। রক্ত ঝরানোর বিষয়টা তো ছিল এখানে গৌন। সরকার যদি সব পুলিশকে মুসলিমদের উপর হামলা করার কারণে ফাঁসিও দেয় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করা ঐ মুশরিক হিন্দুকে ছেড়ে দেয়, তবুও তো আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হলো না।

তাহলে মূল দাবি মেনে না নিয়েই সরকার যে বলছে তারা দাবি মেনে নিয়েছে, সেটা আমরা কীভাবে মেনে

নিতে পারি? আর, তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেই আমরা কী পেলাম? হিসাব মিলিয়ে দেখুন। তারা আমাদের রক্ত ঝরিয়েছে, আমাদের হত্যা করেছে, আমাদের দাবিও মেনে নেয়নি। অথচ, মুশরিক শাতিমে রাসূলের পক্ষ নিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। তারপরও, তাদের সিস্টেমে আবদ্ধ থাকবো? তাদের কাছেই বিচার চাইবো? তাদের উপরই আস্থা রাখবো? যদি মেনে নেই, তাহলে মুমিনের যে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে এবং পড়বে তার মূল্য কে দিবে? আমাদের ভাইদের রক্তমূল্য কি এতই সস্তা? এ রক্তের বদলা কে নিবে? কীভাবে নিবে? আবারো খুনী সরকারের কাছে বিচার প্রার্থনা করেই? নাকি অন্য কোন পথ-পদ্ধতি আছে?

ভারতে নারী নিগ্রহে শীর্ষে রয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তর প্রদেশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সন্ত্রাসী দল বিজেপি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। তৃতীয় স্থানে রয়েছে তৃণমূল শাসিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবির প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়।
গত শুক্রবার কলকাতার গণমাধ্যমে এ–সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, সর্বশেষ ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই বছর সারা ভারতে নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৮৪৯টি। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশেই ঘটেছে ৫৬ হাজার ১১টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে ৩১ হাজার ৯৭৯টি। আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে ৩০ হাজার ২টি।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ নারীর ওপর অত্যাচার করেছে স্বামী ও নিকটাত্মীয়রা। হিন্দু রীতি অনুযায়ী গর্ভকালীন ও পিরিয়ড চলাকালীন নারীদের উপর চলে ব্যাপক নির্যাতন।আবার এই নারী নিগ্রহের ঘটনার মধ্যে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ২১ দশমিক ৭ শতাংশ। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ২০ দশমিক ৫ ।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হওয়া মুসলমানদের ঘাড় ধরে বের করা হবে বলে মন্তব্য করেছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

কলকাতার একটি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষারকারে সে বলেছে, পশ্চিমবঙ্গে বহু অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। এরা হল পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান সহ অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায়।

সে বলেছে, যারা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে এবং বহাল তবিয়তে এখানে রেশন কার্ড ও ভোটার লিস্টে নাম তুলে ভারতীয় সেজে রয়েছেন, তাদেরকে চিহ্নিত করে এবার এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

সম্প্রতি আসামের নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ হয়েছে। তাতে নাম বাদ পড়েছে ১৭ লাখ মানুষের। ভারতের দাবি, এসব লোকা বাংলাদেশি। এরপরই বাংলার নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের জন্য উঠেপড়ে লাগে বিজেপি।

২৫শে অক্টোবর, ২০১৯

ইমারতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তানের বিশেষ শাখা 'প্রচার ও গাইডেন্স' সম্প্রতি মাদকাসক্তদের জন্য লাগমান প্রদেশে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করেছেন। যারা সমাজকে কুফলের দিকে পরিচালিত করে, নিজেরা সমাজের বোঝায় পরিণত হয়েছে, তাদের জন্যই এ কর্মসূচী।

মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য এই পদক্ষেপটি লাগামানে অবস্থিত ইসলামিক ইমারতের সামরিক ও বেসামরিক শাখার কর্মকর্তা, আলেম ও বেসামরিক নাগরিকদের অনুরোধে করা হয়েছে। আর উক্ত পদক্ষেপটিকে একটি সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করার মতো আরেকটি বিষয় হল যে, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের পর থেকে ৩৫০০০০০(সাড়ে তিন মিলিয়ন) মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে যা আফগান সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় বিপর্যয় এবং সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

কর্মসূচিটির মধ্যে ওযু, গোসল, নিজে নামাজ পড়া ও মুসল্লিদের নামাজের ইমামতির প্রশিক্ষক, সংশোধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিনোদনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসক্তিগুলি কাটিয়ে উঠতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি যথাসময়ে গ্রহণ করা হবে ইনশা আল্লাহ।

১. সালাতুল ফজরের পর ইশরাক (সুর্যোদয়ের পরের সলাত) পর্যন্ত কুরআনের মৌলিক শিক্ষা।
২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা,
৩. সালাতুল ইশরাক (সূর্যোদয় এর পরের সলাত) সম্পাদন করা।
৪. সকালের খাবার পরিবেশন করা।
৫. সকালের খাবারের পর এক ঘন্টা দীর্ঘ খেলাধুলা এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম,
৬. ফরজ (অবশ্য করনীয়) বিষয়ে শেখা,
৭. ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক কাজ) বিষয়ে শেখা,
৮. সুন্নাহ (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজের পদ্ধতি) শেখা,
৯. নামাজে মোস্তাহাব বিষয়গুলো শেখা,
১০. এরপর অবসর সময় এর জন্য এক ঘন্টার একটি বিরতি,
১১. মধ্যাহ্নভোজের আগে কাইলুলাহ (মধ্যাহ্নে অল্পসময়ে ঘুম),
১২. দুপুরের খাবারের পরে সালাতুয যোহর (দুপুরের নামাজ),
১৩. হাদিসের পাঠ (হাদীস ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত পড়ালেখা),
১৪. সালাতুল আছর (আসরের নামায) অবধি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকৃত শিক্ষার পড়াশুনা,

১৫. নফল নামাজ পড়ে অবসরকালীন কার্যক্রম, সালাতুল মাগরিব (মাগরিবের নামায) এর আগ পর্যন্ত,
১৬. সালাতুল ইশার (এশার নামায) এর আগে রাতের খাবার খাওয়া এবং বিছানায় শুয়ে যাওয়া।

আশা করি, কর্মসূচির পর্যবেক্ষণকালীন সময় সাফল্যের সাথে শেষ হবে এবং দেশের অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও এটি পরিচালিত হবে ইনশা আল্লাহ।

২২শে অক্টোবর, ২০১৯

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে। নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতের গোলাবর্ষণে পাকিস্তানের কমপক্ষে ছয় বেসামরিক এবং এক সেনা নিহত হয়েছে। পাক সংবাদ মাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজাদ জম্মু-কাশ্মীরে ভারত নির্বিচার ও নির্মম হামলা চালিয়েছে।

গত রোববার সকালের দিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তাঙধর সেক্টরের বিপরীত পাশে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদেরএই হামলায় ব্যাপক হতাহত হয়েছে বলে দাবি করেছে নয়াদিল্লি।

ভারতীয় সংবাদসংস্থা এএনআই বলছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিলাম ঘাট উপত্যকায় ঘাঁটি ও চৌকিতে হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী। এতে পাক সেনাবাহিনীর চার থেকে পাঁচ সদস্যসহ অনেকে হতাহত হয়েছে বলে দাবি করেছে।

গত ৫ আগস্ট ভারত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরের ওপর থেকে বিশেষ মর্যাদা তুলে নেয়। তারপর থেকেই সীমান্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে দু'দেশের সেনাবাহিনী। একে অপরের বিরুদ্ধে বার বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। দু'পক্ষের সংঘর্ষে দু'দেশের সেনাবাহিনী ছাড়াও বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে

গত রোববার স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছে, ভারতের হামলায় আরও নয় বেসামরিক আহত হয়েছেন। চলতি বছর নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতের গোলাবর্ষণে একদিনে এটাই সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইএসপিআর-এর তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, সীমান্তের জুরা, শাহকোট এবং নওসেরি সেক্টরে বিনা উসকানিতে ভারতের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জবাব দিয়েছে পাক

সেনাবাহিনী। এতে ভারতের ৯ সন্ত্রাসী মালাউন নিহত হয়েছে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতের দুটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

২১শে অক্টোবর, ২০১৯

মাগুরায় রাতে কলেজ হোস্টেলে প্রায়শই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন মেয়েরা। দলবল সহকারে ঢুকে যাচ্ছে কারও কক্ষে। রান্না করে খাওয়াতে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের।

অনেকদিন ধরেই এমন অরাজকতা চলে আসলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কলেজ প্রশাসন কোনো ব্যবস্থায় নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন আবাসিক ছাত্রীরা।

মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের হোস্টেলে বসবাসরত বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সোমবার সকালে কলেজ অধ্যক্ষ দেবব্রত ঘোষের কাছে অভিযোগ জানালেও সে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ছাত্রীদের অভিযোগ, কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি ফাহিম ফয়সাল রাব্বিসহ ছাত্রলীগ পরিচয়ে বেশ কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে নির্বিঘ্নে হোস্টেলে যাওয়া আসা করছে। তাদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে কেউ কেউ। অথচ বিষয়টি জানার পরও কলেজ প্রশাসন এ বিষয়ে একেবারেই নিশ্চুপ রয়েছে।

সর্বশেষ রোববার রাতের ঘটনায় হোস্টেলের প্রায় সবাই নিরাপত্তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন বলে তারা জানান।

হোস্টেলে বসবাসরত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রী জানান, ‘রাত সাড়ে ৯টায় রাতের খাবার শেষ করে অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিচ থেকে রুমে ফেরার সময় দেখি হোস্টেলের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে ছাত্রলীগ নেতা সন্ত্রাসী রাব্বি একটি মেয়েকে খুব খারাপ অবস্থায় জড়িয়ে ধরে রেখেছে। বেশ সুন্দর দেখতে ওই মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও পারছে না। কাঁদছে কিন্তু চিৎকার করতে পারছে না।’

তিনি বলেন, ‘একটু দূরে আরও তিন-চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সময় আমি সঙ্গে থাকা অন্যদের সহযোগিতায় ওই মেয়েটিকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো আমাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সিঁড়ির রেলিয়ে পড়ে গিয়ে একটি মেয়ের হাতও কেটে যায়। ওই মেয়েটির হাতের ওপর জামার একটি অংশ ছিঁড়ে যায় তখন।’

আহত ওই মেয়েটি জানান, ঘটনার পর পুরো বিষয়টি হোস্টেলের মেট্রন (তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত) নাসরিন আপাকে জানানো হলেও তিনি আমাদের চুপ থাকার জন্য নির্দেশ দেয়। কিছুক্ষণ পরই হোস্টেলে পুলিশ আসে। কিন্তু নাসরিন ম্যাডামের ভয়ে কেউ তাদের কাছে কিছু জানায়নি।

এদিকে সোমবার দুপুর ১২টার দিকে হোস্টেল মেট্রন নাসরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সে শিক্ষার্থী লাঞ্ছনার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। সে বলে, রোববার রাত ৮টার দিকে কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের পরিচয়ে বেশ কয়েকজন পোলাওয়ের চাল আর মুরগি নিয়ে হোস্টেলে আসে। তারা রাঁধুনি রাজিয়াকে ১৫ জনের খাবার রান্না করে দিতে বলে। পরে রান্না শেষ হলে রাত সাড়ে ৯টার দিকে কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সন্ত্রাসী ফাহিম ফয়সাল রাব্বি ১০ থেকে ১৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে খাবার নিতে আসলেও কিছুক্ষণ পর তারা চলে যায়।

হোস্টেলের রাঁধুনি রাজিয়া বেগম বলেন, সারা দিনে অনেক কাজ করতে হয়। তার পরও তারা রাঁন্না করে দিতে বললে তো কিছুই করার নেই। মুখ বুঝে কাজ করতে হয়।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি ফাহিম ফয়সাল রাব্বির মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ দেবব্রত ঘোষ বলেন, দায়িত্বে অবহেলার কারণে সোমবার দুপুরে হোস্টেলের মেট্রন নাসরিন আকতার, নৈশ প্রহরি আবদুস সালাম এবং রাঁধুনি রাজিয়াকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নিয়ম নীতির কোন তোয়াক্কা না করে একের পর এক বাংলাদেশী নাগরিকদের সীমান্তে হত্যা করে চলছে ভারতীয় মালাউন বাহিনী বিএসএফ। তারই ধারাবাহিকতায়
ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার কান্দাল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
নিহত বাংলাদেশি যুবক শীকান্ত রায় (৩০) হরিপুর উপজেলার আমগাঁও কালচা গ্রামের খেলুরামের ছেলে।

রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় এ ঘটনা ঘটলেও সোমবার দুপুরে খবর জানিয়েছে নিহতের পরিবারের লোকজন। তবে বিজিবি'র পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এখন পর্যন্ত মালাউন সন্ত্রাসী বিএসএফ এ বিষয়ে কোনো ধরনের মেসেজ দেয়নি। খবর বিডি প্রতিদিন।

মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে শ্রীকান্তের ভাই কালুকান্ত মুঠোফোনে জানান, রবিবার সন্ধ্যার সময় ভারতের পাঞ্জাবে ইট ভাটায় কাজ করার উদ্দেশে কান্দাল সীমান্ত দিয়ে খোচাবাড়ীর সন্নিকটে পৌঁছালে বিএসএফ গুলি করে। এতে নিহত হয় শ্রীকান্ত।

তিনি আরও বলেন, সারারাত শ্রীকান্তের মরদেহ পড়ে ছিল।

সকালে খোচাবাড়ী সীমান্তের বিএসএফ সদস্যরা লাশ তুলে নিয়ে গেছে। আমরা সকাল থেকে বিজিবি'র মাধ্যমে মুশরিক বিএসএফ'র সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ'র পক্ষ থেকে কোনো পত্র কিংবা জবাব দেয়নি।

হরিপুর উপজেলার আমগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পাভেল সরকার মুঠোফোনে বলেন, নিহতের পরিবারের লোকজন বলার পর আমি কান্দাল বিজিবি ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। তবে বিজিবির সদস্যরা এ বিষয়ে তেমন কিছু বলতে পারেনি।

তবে পরিবারের লোকজন লাশ ফেরত নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বেড়েছে যৌন নির্যাতনের সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল-মে মাসে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে ৭৮ দশমিক ০৭ শতাংশ। ওই সময় নির্যাতনের শিকার হওয়া ২২৫ জনের মধ্যে নিহত হয় ৬ জন এবং আহত হয় ১১৯ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনোসাইড স্টাডিজ সেন্টারের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে (পিস রিপোর্ট) এ চিত্র উঠে এসেছে। আজ সোমবার এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনের সম্পাদক ও জেনোসাইড স্টাডিজ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'হঠাৎ করে এই দুই মাসে কেন যৌন নির্যাতন কেন এত বেড়ে গেল তা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। যেখানে দেশে দিনে গড়পড়তা এক দশমিক ৫ থেকে ২ শতাংশ সেখানে এই দুই মাসে গড়ে প্রতিদিন চারটি ঘটনা ঘটে।'

দেখা যায় এই বছরের এপ্রিল-মে মাসে সহিংস এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ২৬০০ টি। এসব ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৮১২ জন, আহত হয়েছে ২৫৬৬ জন। এ সময় যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২২৫ টি। জাতীয় দৈনিক গুলোতে প্রকাশিত সংবাদসমূহ পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম আলোর রিপোর্টে জানা যায়, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সহিংস এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ২৭৫৭ টি। এসব ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৮০০ জন, আহত হয়েছে ৩১৪৫ জন। এ সময় যৌন নির্যাতন ঘটনা ঘটেছে ১১৪ টি।

ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ঘটা সহিংস এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ৩০৫০টি।

সহিংস এবং সন্ত্রাসী ঘটনার ঘটনাস্থল হিসেবে শীর্ষে রয়েছে ঢাকা। এপ্রিল-মে মাসে ঢাকায় এসব ঘটনায় নিহত হয়েছ ২২৯ জন। এরপরের আবস্থানে রয়েছ চট্টগ্রাম, নিহতের সংখ্যা ২০৮ জন। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী, নিহতের সংখ্যা ১১১ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, এপ্রিল-মে মাসে যৌন নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াটা শংকাজনক।

অন্যান্য অপরাধের তুলনায় যৌন নির্যাতন বা সহিংসতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষকে উদ্বিগ্ন করছে। নূর খান নামে একজন সমাজসেবক প্রথম আলোকে বলে, সামাজিক অস্থিরতা ও বিচারহীনতার কারণেই যৌন সহিংসতা বাড়ছে। অপরাধ করে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি সংস্কৃতি চলছে। এর পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয়ও একটা কারণ।'

সাম্প্রতি রাজশাহীর পদ্মায় ভারতীয় জেলে ও বিএসএফ সদস্যদের বেপরোয়া আচরণে বিএসএফ এর এক সন্ত্রাসী সদস্য মৃত্যুর পর ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রে বাংলাদেশি জলসীমায় ঢুকে মা ইলিশ ধরা অব্যাহত রেখেছে অবৈধ ভারতীয় মালাউন জেলেরা।

ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞার কারণে বাংলাদেশি জেলেরা চরম দরিদ্র্যতা উপেক্ষা করে দেশের উন্নয়নে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করলেও অবৈধভাবে ভারতীয়রা ইলিশ ধরছে নির্দ্বিধায় ।বাংলাদেশি জেলেদের অনুপস্থিতিতে সমুদ্রে অবাধে দেশের জলসীমায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভারতীয় জেলেরা।

ইলিশ প্রজনন মৌসুম উপলক্ষে নিষেধাজ্ঞার শুরু থেকে বাংলাদেশি জেলেরা চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে মাছ ধরা বন্ধ করে ট্রলারগুলো নোঙর করে রেখেছেন উপকূলের বিভিন্ন নদী ও সমুদ্র মোহনায়। তাদের অভিযোগ, সারা বছরই গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশি জলসীমায় দাপিয়ে বেড়ায় ভারতীয় জেলেরা। আর এখন সমুদ্রে অবাধে বাংলাদেশি জলসীমায় ঢুকে মা ইলিশ ধরছে তারা।

সম্প্রতি রাজশাহীর পদ্মায় ভারতীয় জেলে ও বিএসএফ সদস্যদের বেপরোয়া আচরণ, গত ৬৫ দিনের অবরোধে পায়রা বন্দরে আশ্রয় নেয়া ৩২টি ভারতীয় ট্রলার আসাই প্রমাণ করে নিষেধাজ্ঞার সময় বাংলাদেশি জলসীমায় ভারতীয় জেলেদের অবাধে মাছ ধরা।

উল্লেখ্য, গত ৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশের প্রজনন মৌসুম উপলক্ষে নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেঙ্গুরা সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে (৩৫) ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)।

প্রথম আলোর সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যার দিকে কাউবাড়ি এলাকায় সীমান্ত পিলার ১১৭১-এ এই ঘটনা ঘটে।

ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে সাংমা প্রু নামে ওই যুবককে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে লেঙ্গুরা বিজিবি ক্যাম্পের সুবেদার আবুল কাশেম।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যার দিকে কাউবাড়ি এলাকার সাংমা প্রুর এক আত্মীয়ের একটি গরু ভারতীয় সীমান্তে চলে যায়। তিনি ওই গরু আনতে ১১৭১ নম্বর সীমান্ত পিলার অতিক্রম করে। এ সময় বিএসএফ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।

চল্লিশ দিন টানা চলার পর শেষ হয়েছে অযোধ্যার বিতর্কিত জমি মামলার শুনানি।
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বেরোতে পারে রায়। অযোধ্যার মন্দির হবে, না মসজিদ হবে, নাকি পৃথক পৃথক জমিতে কাছাকাছি দুটিই সম্ভব? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য গোটা দেশ অপেক্ষায় আছে। আবার লখনউয়ের আদালতেও চলছে আর এক মামলা। বাবরি মসজিদ ধ্বংসে অভিযুক্তদের শাস্তির মামলা।

এদিকে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বরাতে জানা যায়, যখন অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ, ঠিক সেই আবহে রাম মন্দির নিয়ে মন্তব্য করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে মোদীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী বিজয় রুপানি। আত্মবিশ্বাসের সুরে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, শীঘ্রই রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি রুপানি এও বলেছে, পাক অকাশ্মীর শীঘ্রই অধিগ্রহণ করবে হানাদার মোদী সরকার।

পঞ্চমহল জেলায় একটি সভায় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বলেছে, ‘‘যেভাবে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে সন্ত্রাসী বিজেপি, তেমনই রাম মন্দিরের স্বপ্নও পূরণ করা হবে’’।

এসবের মধ্যেই গোটা দেশজুড়ে, বিশেষত উত্তর প্রদেশের সাধু-সন্ত তথা সংঘ পরিবার, বিজেপি সমর্থক, হিন্দুত্ববাদী রামভক্ত জনসমাজ, নিশ্চিত হয়ে বসে আছে যে সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষেই রায় দিতে চলেছে। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য রাজস্থান ও গুজরাট থেকে পাথর আনা শুরু হয়ে গেছে। করসেবকপুরমে এক মডেল রাম মন্দির নির্মাণ হয়ে গেছে। অযোধ্যার কাছেই এই এলাকায় কাতারে কাতারে মানুষ আসছে এই মন্দির দেখার জন্য।

মোদী ও বিজেপির প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শুধু তাই নয়, এই গুরু-শিষ্যের মধ্যে কিন্তু একটা ‘কারেজ অফ কনভিকশন’ আছে। মোদী যা মনে করে, তাই করে। একটা মত আছে, এভাবে স্টিমরোলার দিয়ে মতামত চাপানোর চেষ্টা গোটা দেশের ওপর, এটা কথিত গণতন্ত্রের নৈরাজ্য। মোদী দেশের আর্থিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কাশ্মীর বা অযোধ্যা, হিন্দুত্ব বা পাক স্বাধীনতাকামী বিষয় নিয়েই ব্যস্ত। এর ফলে কী হচ্ছে? এর ফলে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে না। দেশের মানুষকে হিন্দুত্বর অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হচ্ছে। চিরকাল এভাবে চলতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে একদিন না একদিন এই কৃত্রিম কর্তৃত্বের সৌধ তাসের ঘরের মতোই ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়বে।

২০শে অক্টোবর, ২০১৯

কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন সন্ত্রাসী দল ভারতীয় জনতা পার্টি বলছে— সব ঠিকই আছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ভারতের আর্থিক বিকাশ নিয়ে, বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে এ দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পর্যন্ত যে হিসেব দিচ্ছে তা যথেষ্টই উদ্বেগজনক।

আনন্দ বাজার পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ, কয়েক মাস আগে পর্যন্তও যে সব বড় বড় আর্থিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এ দেশের উন্নয়নের গতি নিয়ে প্রবল আশাবাদী ছিল, তারা হঠাত্ উল্টো সুর গাইতে শুরু করে দিয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের শুরুতে, অর্থাত্ গত এপ্রিল মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছিল— শেষ দু'বছরের নিম্নগতি সামলে এ বছর ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার হতে যাচ্ছে ৭.৫ শতাংশ। কিন্তু ছ'মাস কাটতে না কাটতে সেই হিসেব তারা নামিয়ে এনেছে ৬ শতাংশে।

একা বিশ্বব্যাঙ্কই নয়— আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি), ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) থেকে শুরু করে মুডি'জ ইনভেস্টরস সার্ভিস, ফিচ রেটিংস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েক মাস আগে ভারতের বৃদ্ধির যে সম্ভাব্য হার ঘোষণা করেছিল, তা ঝপ করে অনেকটাই নীচে নামিয়ে এনেছে সম্প্রতি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ফেব্রুয়ারিতে বলেছিল, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার হবে ৭.৪ শতাংশ। এপ্রিলে এই হার তারা কমিয়ে আনে ৭.২ শতাংশে। আর গত ৪ অক্টোবর এক লাফে এটা নেমে এসেছে ৬.১ শতাংশে। প্রসঙ্গত, এর কিছু দিন আগেই, গত ২৬ অগস্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে পৌনে দুই লক্ষ কোটি টাকারও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। অতীতে এত বিশাল অঙ্কের অর্থ কখনই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চয় থেকে কেন্দ্রের তহবিলে যায়নি।

আইএমএফ মাস তিনেক আগে বলেছিল, এ বছর ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হবে। কিন্তু গত ১৫ অক্টোবর তারা বলে দেয়, এই হার ৬.১ শতাংশের বেশি হওয়া মুশকিল। সারা বিশ্বে আর্থিক মন্দা দেখা দিলেও, ভারতের সমস্যা তুলনায় বেশি প্রকট বলেও মন্তব্য করেছে আইএমএফের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অবশ্য ভারতীয় অর্থনীতির আর একটু বেশি বৃদ্ধির আশা দেখছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর দেওয়া হিসেবে তারা বলেছে, ৬.৫ শতাংশের মতো হবে এ বছর ভারতের বৃদ্ধির হার। জুলাইতে এডিবি বলেছিল ৭.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধির কথা।

মুডি'জ ইনভেস্টর্স সার্ভিস আবার ভারতের বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশেরও কম হবে বলে মনে করছে। আগে তারা ৬.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা বলেছিল। গত ১০ অক্টোবর তাদের দেওয়া হিসেবে এই হার ৫.৮ শতাংশ।

ফিচ রেটিংস গত জুনে ৬.৬ শতাংশের প্রোজেকশন দিয়েছে। আগে বলেছিল ৬.৮ শতাংশ। অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) মনে করছে, ৫.৯ শতাংশ হবে ভারতের এ বছরের বৃদ্ধির হার। চার মাস আগে তাদের হিসেব ছিল ৭.২ শতাংশ। স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস-এর আগের হিসেব ছিল ৭.১ শতাংশ। অক্টোবরে এসে তারা বলছে এটা ৬.৩ শতাংশ হবে।

মোদী সরকার এবং বৃদ্ধির হার

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথম যখন দেশের ক্ষমতায় বসছে, ঠিক সেই ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৮.০২ শতাংশ। আর ২০১৯ সালের ৩০ মে সে যখন দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছে, সেই ত্রৈমাসিকে দেশের বৃদ্ধির হার ৫.০১ শতাংশ। ফারাকটা চেখে পড়ার মতো। যদিও মাঝে অনেক ওঠানামা রয়েছে, কিন্তু গত আর্থিক বছরটা (২০১৮-১৯) যদি দেখা যায়— প্রত্যেকটা ত্রৈমাসিকেই কমেছে বৃদ্ধির হার। এবং চলতি অর্থবর্ষের শুরুর ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন ২০১৯) তা আরও কমেছে, এবং এই ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার গত ৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

আশঙ্কার মেঘটা ঘনীভূত হচ্ছিল নোটবন্দির পর থেকে। এ দেশের দুই নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ (একজন অবশ্য তখনও নোবেল পাননি) থেকে শুরু করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর এবং আরও অনেকে, ভারতীয় অর্থনীতির আকাশে অশনি সঙ্কেত দেখতে পেয়েছিল। ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর রাত ৮টা ১৫ মিনিটে আচমকাই নোটবন্দির ঘোষণা করেছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাতারাতি বাতিল করে দেওয়া হয় পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট। সারা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এই পদক্ষেপ। অমর্ত্য সেন, মনমোহন সিংহ, অভিজিত্ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য ছিল— এই সিদ্ধান্ত কালো টাকা উদ্ধারেও উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারবে না, উল্টে ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রেখে যাবে। সরকার পক্ষের অর্থনীতিবিদরা অবশ্য এই তত্ত্ব আমল দেয়নি। এমনকি বিশ্বব্যাঙ্ক বা আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাও ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে কোনও উদ্বেগ তো প্রকাশ করেইনি, উল্টে আশু এবং পরবর্তী ভবিষ্যত্ কমবেশি উজ্জ্বল বলেই মনে করছিল।

নোটবন্দির মাস আটেক পরে, ২০১৭ সালের ১ জুলাই পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। যে ভাবে, যে কাঠামোয় এই নতুন করব্যবস্থা চালু হয়, তাও দেশের অর্থনীতির পক্ষে ভাল হবে না বলে মনে করেছিল অনেকেই। নোটবন্দি আর জিএসটির প্রভাব কোথায়, কী ভাবে, কতটা পড়েছে তা নিয়ে এখনও বিস্তর আলোচনা, তর্কবিতর্ক অব্যাহত। কিন্তু কাঠখোট্টা তথ্যটা হল এই যে— এই দুটো পদক্ষেপের পরে ভারতীয় অর্থনীতিতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার আর বাড়েনি, কমেছে।

২০১৪-১৫ সালে, নরেন্দ্র মোদী জমানার প্রথম বছরে বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৪১ শতাংশ। পরের বছর বেড়ে হয় ৮ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে আরও একটু বেড়ে ৮.১৭ শতাংশ। এই বছরের তৃতীয় কোয়ার্টারেই নোটবন্দির ঘোষণা হয়। পরের বছর অর্থাত্ ২০১৭-১৮ সালে বৃদ্ধির হার এক শতাংশ কমে হয় ৭.১৭। গত অর্থবর্ষে তা সাতেরও নীচে নেমে এসে হয় ৬.৮১ শতাংশ। এ বছরের সম্ভাব্য ছবিটা আরও খারাপ।

'অচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল নরেন্দ্র মোদী। যদিও পরের ভোট জয়ে তাঁর প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল উগ্র দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদ। শিল্প থেকে কৃষি, কোনও ক্ষেত্রেই অচ্ছে দিনের আলো দেখানোর মতো তথ্য নেই। এ কথা সত্যি যে— জিডিপি, বৃদ্ধির হার ইত্যাদি দিয়ে সব সময় দেশের অর্থনীতির বা দেশের মানুষের প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যায় না। কিন্তু বর্তমান সঙ্কট তো শুধু পরিসংখ্যানের পাতায় নয়, বাস্তবের মাঠঘাট-কলকারখানাতেও তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়ি শিল্পের অবস্থা খুব খারাপ। মন্দার ছবি আরও অনেক শিল্পেই। কাজ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। গত বছর আগস্টের তুলনায় এ বছর আগস্টে দেশের শিল্পোৎপাদন সূচক নেমে গিয়েছে ১ শতাংশের বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকই সেটা জানিয়েছে। গত অর্থবর্ষের প্রথম পাঁচ মাস (এপ্রিল-অগস্ট) মিলিয়ে শিল্পোৎপাদন সূচকের বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩ শতাংশ। এ বছরের প্রথম পাঁচ মাসে সেই হার নেমে এসেছে ২.৪ শতাংশে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা কিন্তু একেবারেই 'অচ্ছে' বলার মতো নয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক উগ্র হিন্দু মহান আল্লাহ এবং মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মেসেজ দিয়েছে। তার এ নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশের ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিনে সমবেত হওয়া তাওহীদবাদী মুসলিমদের উপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিংস্র মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। পুলিশের ঐ নৃশংস হামলায় চারজন তাওহীদবাদী মুসলিম নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ঢাকা টাইমস নামক বার্তাসংস্থা। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো প্রায় শতাধিক মুসলিম।

ভোলার সন্ত্রাসী পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার গণমাধ্যমকে তিনজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। তবে হাসপাতাল সূত্রে চারজনের খবর নিশ্চিত করেছেন ঢাকা টাইমসের ভোলা প্রতিনিধি।

নিহতরা হলেন, শাহিন, মাহবুব, মাহফুজ ও মিজান। এদের মধ্যে একজন কলেজছাত্র এবং একজন মাদ্রাসাছাত্র বলে জানা গেছে।

তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৫জন নিহত হয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। আরো বেশ কয়েকজনের অবস্থাও আশংকাজনক।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের বরাত দিয়ে বার্তাসংস্থা মানবজমিন জানায়, উগ্র হিন্দু বিপ্লব চন্দ্র তার ফেসবুক আইডি থেকে বন্ধু তালিকার বেশ কয়েকজনের কাছে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালি দিয়ে মেসেজ পাঠায়।

শাতিমে রাসূল উগ্র হিন্দু বিপ্লব চন্দ্র শুভ বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের চন্দ্র মোহন বৈদ্দের ছেলে। মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তার করা কটুক্তিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসুল্লিদের ব্যানারে আজ সকাল ১০টায় বিক্ষোভের ডাক দেয়া হয়। সকাল থেকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার গ্রামগঞ্জ থেকে মুসুল্লিরা শহর অভিমুখে আসতে থাকেন।

আর এ অবস্থাতেই হিন্দুত্ববাদের দালাল আল্লাহর দুশমন ভোলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাওহীদী মুসলিম জনতার উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। এসময় পুলিশের নৃশংসতা মনে করিয়ে দেয় ৫ই মের কালোরাতে নবী প্রেমিক তাওহীদী জনতার উপর শাপলা চত্বরে চালানো গণহত্যার কথা।

এবারে বাংলাদেশের ভোলা জেলায় এক উগ্র হিন্দু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটুক্তি করেছে। আর, এর প্রতিবাদে রাজপথে মিছিলে বের হলে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী নবীপ্রেমিক মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। পুলিশের এ নৃশংস হামলায় তাওহীদবাদী এক কিশোর নিহত হয়েছেন, এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো প্রায় শতাধিক তাওহীদী মুসলিম জনতা।

বার্তাসংস্থা মানবজমিন সূত্রে জানা যায়, ভোলায় এক উগ্র হিন্দু আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে। এর প্রতিবাদে সাধারণ মুসল্লিদের ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হিন্দুত্ববাদের দালাল সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় পুলিশ সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে এক নবীপ্রেমিক তাওহীদী মুসলিম কিশোরকে হত্যা করে। ঐ কিশোরের নাম গনি বলে জানা গেছে।

উক্ত ঘটনায় পুলিশসহ আহত শতাধিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আহত পুলিশকে হাসপাতালে নিলেও সাধারণ মুসলিমরা বিভিন্ন ঘরে আটকা পড়েছেন। নবীকে কটুক্তি করায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আশেপাশের সকল এলাকা। এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামেগঞ্জেও। গুরুতর গুলিবিদ্ধ ৮ জনকে ভোলা সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা *মানবজমিন* ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের বরাত দিয়ে বার্তাসংস্থা মানবজমিন জানায়, উগ্র হিন্দু বিপ্লব চন্দ্র তার ফেসবুক আইডি থেকে বন্ধু তালিকার বেশ কয়েকজনের কাছে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালি দিয়ে মেসেজ পাঠায়।

শাতিমে রাসূল উগ্র হিন্দু বিপ্লব চন্দ্র শুভ বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের চন্দ্র মোহন বৈদ্দের ছেলে। মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তার করা কটুক্তিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসুল্লিদের ব্যানারে আজ সকাল ১০টায় বিক্ষোভের ডাক দেয়া হয়। সকাল থেকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার গ্রামগঞ্জ থেকে মুসুল্লিরা শহর অভিমুখে আসতে থাকেন।

আর এ অবস্থাতেই হিন্দুত্ববাদের দালাল আল্লাহর দুশমন ভোলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাওহীদী মুসলিম জনতার উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। এসময় পুলিশের নৃশংসতা মনে করিয়ে দেয় ৫ই মের কালোরাতে

নবী প্রেমিক তাওহীদী জনতার উপর শাপলা চত্বরে চালানো গণহত্যার কথা। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, এই ইসলামবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদের গোলাম সরকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে যারা কটুক্তি করে তাদের রক্ষক এবং ঐ উগ্রদের রক্ষার্থে মুসলিম জনতার উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এর প্রমাণ আমরা বার বার পেয়েছি।

ভোলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তির আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে সাধারণ মুসল্লিদের ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে একজন নবী প্রেমী কিশোর নিহতসহ আহত হয়েছে শতাধিক তৌহিদী জনতা।

সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ঘরে আটকা পড়েছেন, এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামেগঞ্জেও। গুরুতর গুলিবিদ্ধ ৮ জনকে ভোলা সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিপ্লব চন্দ্রের ফেসবুক আইডি থেকে তার বন্ধু তালিকার বেশ কয়েকজনের কাছে আল্লাহ এবং মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালির ম্যাসেজ আসে।

বিপ্লব চন্দ্র শুভ বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের চন্দ্র মোহন বৈদ্দের ছেলের আইডি থেকে এই ম্যাসেজ আসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসুল্লিদের ব্যানারে আজ সকাল ১০টায় বিক্ষোভের ডাক দেয়া হয়। সকাল থেকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার গ্রামগঞ্জ থেকে মুসুল্লিরা শহর অভিমুখে আসতে থাকে। কিন্তু তৌহিদী জনতার এই আন্দোলনে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী বাধা দেয় এরপরই তৌহিদী জনতার সাথে সন্ত্রাসী পুলিশবাহিনীর সংঘর্ষ হয়, এতে একজন নবী প্রেমী কিশোর নিহত হয় আর আহত হয় শতাধিক।

অযোধ্যায় বিতর্কিত বাবরি মসজিদ - রাম জন্মভূমি মামলা ঘিরে মতবিরোধ অব্যাহত। জমির দাবি ছাড়ার প্রস্তাবে তাদের সায় নেই বলে শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছে মামলায় অংশ নেওয়া মুসলিম পক্ষের একাংশ। এ বার ওই মুসলিম পক্ষকেই জমির অংশীদার বানানো যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল রাম লাল্লা বিরাজমান। তাদের যুক্তি, বাবরি মসজিদের অস্তিত্ব আর নেই। তাই বিতর্কিত ওই জায়গায় মুসলিম আবেদনকারীদের জমির ভাগ দেওয়া যাবে না। কোনও রকম সুরাহা বা স্বস্তিও দেওয়া যাবে না তাদের।

আনন্দ বাজার' পত্রিকার খবরে জানা গেছে, গত শনিবার শীর্ষ আদালতে ওই এফিডেভিটটি জমা দেয় রাম লাল্লা বিরাজমান সংগঠনের হিন্দুত্ববাদী আইনজীবীরা। তাতে বলা হয়, 'অযোধ্যা একটি পবিত্র তীর্থ স্থান। মন্দির বা মূর্তি না থাকলেও, হিন্দুদের কাছে অযোধ্যার ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। বিতর্কিত ওই জায়গায় মসজিদের পুনর্নির্মাণ অন্যায়, অনুচিত। তা হিন্দু ধর্ম, এবং ন্যয় বিচারের পরিপন্থী। ওই জায়গা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। রাম জন্মস্থান হিসাবেই ওই জায়গায় আরাধনা হওয়া উচিত।'

মুসলিমদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পক্ষে আদালতে আবেদন জমা দিয়েছে রাম জন্মভূমি পুনরুদ্ধার সমিতিও।

এদিকে টানা ৪০ দিন পর গত বুধবার অযোধ্যা মামলার শুনানি শেষ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আগামী ১৭ নভেম্বর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে রায় ঘোষণা করতে পারে শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ। ওই দিনই প্রধান বিচারপতি হিসাবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে রঞ্জন গগৈয়ের।

এই টানাপড়েনের মধ্যেই কয়েক জন মুসলিম মামলাকারী জানিয়েছেন, যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় তাঁদের পক্ষে যায়, তা হলে অযোধ্যায় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিতর্কিত জমিতে মসজিদ নির্মাণের কাজ পিছিয়ে দেওয়া উচিত। হাজি মেহবুব নামে এক মামলাকারীর কথায়, "দেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখা। রায় আমাদের পক্ষে গেলে ওই জমিতে আমাদের এখনই মসজিদ নির্মাণ করা উচিত নয়। শুধু একটি সীমানা প্রাচীর গড়েই ছেড়ে দেওয়া উচিত।" তবে হাজি জানিয়েছেন, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। বিষয়টি নিয়ে তিনি অন্য মামলাকারীদের সঙ্গেও কথা বলবেন। হাজির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন আর এক মামলাকারী মুফতি হাসবুল্লাহ বাদশা খান। তিনি বলেছেন, "বিষয়টি নিয়ে প্রবীণ ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলব।"

অবৈধ অভিবাসীদের জন্য বিশাল আকারে নতুন আটক কেন্দ্র বা ডিটেনশন সেন্টার তৈরি হয়েছে কর্ণাটকের নেলামঙ্গলায়! বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে, অবৈধ অভিবাসী বা বিদেশি নাগরিকদের রাখার জন্য এই নতুন আটক কেন্দ্রটির প্রায় প্রস্তুত। এই আটক কেন্দ্রের অভ্যন্তরেই ঢুকে পড়েছিল এনডিটিভি। প্রাথমিকভাবে একটি ছাত্রাবাস ভবন হিসাবেই এটির নির্মাণ কার্য শুরু হয়। ৮ টি প্রকাণ্ড ঘর, তাতে লোহার বিশালাকার দরজা। ভবনের সামনে একটি ছোট্ট বাগানও রয়েছে। অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় তৈরি হওয়া আটক কেন্দ্রের থেকে আকারে ছোট এটি, অসমের কেন্দ্রটি আড়াই হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত, আর এটি কয়েকশ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তবে কাঁটাতারের বেড়া ও বিশাল লোহার দরজা বুঝিয়ে দিয়েছে ছাত্রাবাস নয় আদতে মানুষকে আটকে রাখার জন্যই এই প্রভূত আয়োজন।

কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছে কেন্দ্রটি শীঘ্রই চালু হবে এবং এটি যদি অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের বসবাসের পক্ষে অপ্রতুল প্রমাণিত হয়, তবে বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও জানিয়েছে যে রাজ্য আরও জায়গা চাইবে। গত বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই সাংবাদিকদের বলেছে, "নাগমঙ্গলার কাছে একটি আটক কেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে, এটি পরিচালিত হওয়া দরকার। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এটির পরিচালনায় আর কোনও বিলম্ব হবে না।"

এই হোস্টেলকে একটি ডিটেনশন সেন্টারে রূপান্তরিত করার বিষয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে রাজ্যবাসীর কপালেও। বিশেষত অগাস্টে আসামে বিতর্কিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের ফলে ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার পর থেকে আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে। কর্ণাটকেও এনআরসি হবে কিনা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যে এখন বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে এবং এই মাসের শুরুর দিকে বাসভরাজ বোম্মাই স্বীকার করেছে যে, সরকার রাজ্যে এনআরসি প্রয়োগের বিষয়ে বিবেচনা করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সম্প্রতি বলেছে যে এনআরসি সারা দেশেই পরিচালিত হবে এবং অবৈধ অভিবাসীদের "দেশের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া" হবে

কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ পিসি মোহন এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করেছে যে বাংলাদেশি অভিবাসীরা "অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য হুমকি।" "এটি মুখ্যমন্ত্রীর একটি খুব ভাল সিদ্ধান্ত...বেঙ্গালুরুতে প্রচুর অবৈধ অভিবাসী... বিশেষত বাংলাদেশি, যাদের কাছে আধার কার্ডও রয়েছে। এরা অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য হুমকি," বেঙ্গালুরু (কেন্দ্রীয়) সাংসদ পিসি মোহন এনডিটিভিকে জানিয়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদীন ১৯ অক্টোবর সোমালিয়ার যুবা প্রদেশের "আফমাদো" শহরে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটো সামরিক ঘাঁটিকে অবরুদ্ধ করে তীব্র হামলা চালান।

যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর উক্ত সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস হয়ে যায়, এতে অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়, ক্ষয়ক্ষতি হয় মুরতাদ বাহিনীর অনেক সামরিক সরঞ্জামাদির।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুতে অন্য একটি সফল অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। যার ফলে ক্রুসেডার আমেরিকার লালিত কুকুর সোমালিয় বিষেশ ফোর্সের "মুসা আবু বকর নূরু" নামক এক উচ্চপদস্থ কমান্ডার নিহত হয়।

ইতিপূর্বে এই মুরতাদ কমান্ডার বেশ কিছু বার ক্রুসেডার আমেরিকার সাথে মিলে শাবেলি সুফলা প্রদেশে আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বও দিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ্, অবশেষে মুজাহিদগণ এই মুরতাদ কমান্ডারকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন।

মধ্য সোমালিয়ায় মাদাক রাজ্যের জালকায়ো শহরের উত্তরে ১৯ অক্টোবর "হাসান উইনি" নামে পুটল্যান্ড প্রশাসনের অর্থ মন্ত্রনালয়ের এক কর্মকর্তার উপর হামলা চালালে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

পরে উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" (JNIM) এর মুজাহিদগণ গত ১৮ অক্টোবর রাতে বুর্কিনা-ফাসোতে পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেন।

বুর্কিনা-ফাসোর "বাহন" এবং "ওয়ানসী" এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত পৃথক দুটি হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর ৪ সেনা এবং ১ পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ প্রতিনিয়ত ক্রুসেডার ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালিয়ে আসছেন, আর ধীরে ধীরে তাদের জন্য আফগানের ভূমীকে সংকির্ণ করে ফেলছেন মুজাহিদগণ।

এরি ধারাবাহিকতায় ১৯ অক্টোবর আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচারনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ, এতে ১ মার্কিন ক্রুসেডারসহ ৪ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

এদিকে নুরিস্তান প্রদেশের "নূরগ্রাম" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করেনেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৯ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশের "শিন্দাদ" জেলাতেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচারনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ১০ মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

ওদিকে গত ১৮ অক্টোবর উত্তরাঞ্চলীয় বাগলান প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা তাদের মিডিয়া শাখা "আল-মালাহিম" ফাউন্ডেশন হতে তাদের সিনিয়র দায়িত্বশীল ও আলিম শাইখ খুবাইব আস-সুদানি হাফি. এর পক্ষহতে একটি ভয়েস বার্তা প্রকাশ করেছে। বার্তাটি প্রকাশ করা হয় মূলত, সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়ায় আল-কায়েদার শাখা আল-শাবাব মুজাহিদদের হাতে ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইসরায়েলি সৈন্যদের লজ্জাকর পরাজয়ের প্রেক্ষিতে। উক্ত বার্তায় তিনি মুজাহিদদের বিজয় নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং মুজাহিদদের প্রশংসা করেন।

মূল বক্তব্য শুরুর পূর্বে উক্ত ভিডিওতে আল-শাবাব যোদ্ধাদের হামলার কিছু অন্তর প্রসান্তিকর ফুটেজ দেখানো হয়, পরে শাইখ খুবাইব আস-সুদানি হাফি. সোমালিয়ান জনসাধারণ ও মুজাহিদদের বুদ্ধিমত্বা ও সাহসীকতার প্রশংসার মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করেন। 10 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলা উক্ত ভিডিওতে তিনি মুজাহিদদের প্রশংসার পাশাপাশি তাদেরকে এধরণের বরকতময়ী সফল হামলা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন, কেনানা এধরণের হামলা মুমিনদের হৃদয়কে প্রসান্ত করে এবং কুফ্ফার বাহিনীর অন্তরকে ঝালিয়ে দেয়।

তিনি তাঁর বার্তায় আল-শাবাব মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বলেন- সুতরাং আপনারা সোমালিয়ায় ক্রুসেডারদেরকে স্বাগত জানান আপনাদের দৃঢ়তা ও মজবুত হাতের কঠোর হামলার মাধ্যমে, তাদেরকে পরাজিত করুন এবং যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করান। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা তাদেরকে লাঞ্চনকার অবস্থায় সোমালিয় থেকে বের করবে, যেমনিভাবে তারা অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে এখানে প্রবেশ করেছিল। আর মহান আল্লাহ্ তা'আলাও আপনাদের এধরণের হামলায় সন্তুষ্ট হন, কেনানা মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের হাতে কাফেরদেকে শাস্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

মুজাহিদদেরকে প্রশংসা ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

এর মধ্যে রয়েছে সোমালিয়ার ভৌগলিক অবস্থান! কেননা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সোমালিয়ার ভৌগলিক অবস্থান ক্রুসেডার আমেরিকা, আফ্রিকান কুফ্ফার জোট ও সোমালিয় মুরতাদদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল।

যার বিস্তীর্ণ সীমানা জুড়ে রয়েছে আফ্রিকা ও ভারত মহাসাগর। (যেখান দিয়ে ক্রুসেডাররা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে হামলর জন্য তাদের সামরিক জাহাজগুলো আনা নেওয়া করে থাকে।) এছাড়াও এই মহাসাগর কুফ্ফারদের অর্থনিতীর এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর অন্য পাশেই আছে আরব রাষ্ট্রগুলো। আর বিশ্বব্যাপী নেভিগেশনে এর প্রধান প্রভাব সম্পর্কে আপনারা ভাল জানেন।

এভাবেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদদের বিজয় ও কুফ্ফার বাহিনীর পরাজয়ের দোআ'র মধ্যদিয়ে শাইখ খুবাইব আস-সুদানি হাফি. তার দীর্ঘ ১০ মিনিটের ভিডিও ভয়েস বার্তাটি সমাপ্ত করেন।

১৯শে অক্টোবর, ২০১৯

বিশ্ব সন্ত্রাসের মূলহোতা ক্রুসেডার আমেরিকার সন্ত্রাসবাদের শিকার পৃথিবী নামক এই গ্রহের লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমেরিকার সন্ত্রাসী হামলা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না বৃদ্ধ থেকে শিশু, নারী, মাদরাসার তালিবুল ইলম তথা কেউই। ক্রুসেডার আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার এমনই একটি দেশের নাম হচ্ছে আফগানিস্তান। দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ এই ভূখণ্ডে তারা চালিয়ে আসছে সকল ধরণের সন্ত্রাসী তাণ্ডব, যাতে প্রাণ হারিয়েছেন লাখো নিরপরাধ আফগানী। এর মধ্যে, বিগত ৯ মাসেই ক্রুসেডারদের হামলার শিকার হয়েছেন ৮২৩৯জন নিরপরাধ আফগানী।

এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যে, ২০১৯ সালের বিগত ৯মাসেই ক্রুসেডার আমেরিকার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন ৮২৩৯ জন নিরপরাধ আফগান জনসাধারণ। যাদের মাঝে নিহত হয়েছেন ২৫৬৩ জন এবং আহত হয়েছেন ৫৬৭৬ জন। যদিও হতাহতের বাস্তব সংখ্যা আরো অনেক বেশীই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ভাবনার বিষয় হলো, যদি ৯ মাসেই তারা এত হাজার নিরপরাধ আফগানীকে হতাহত করে থাকে, তাহলে গত ১৮ বছরে তাদের রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে কত লাখ আফগানী নিহত ও আহত হয়েছেন!

এ পরিসংখ্যান কেবল আফগানিস্তানে আমেরিকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খণ্ডিত চিত্র, যার বাস্তবতা আরো অনেক ভয়াবহ। বিশ্বের আরো অনেক রাষ্ট্রে সন্ত্রাসী আমেরিকার হামলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ও হারাচ্ছেন।

কাশ্মীরের শাবির আহমেদ প্রতিদিন তার দোকান মাত্র দুই ঘন্টা খোলা রাখার পর সকাল সাড়ে নয়টায় বন্ধ করে দেন। ভারত মালাউন সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন বাতিলের পর এর প্রতিবাদে 'নাগরিক অসহযোগিতা আন্দোলনের' অংশ হিসেবে এই কাজ করছেন তিনি।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানা যায়, শাবির তার দোকানে পর্দা ও বিছানার চাদর বিক্রি করেন। বিগত চার দিনে তার একটি পয়সারও পণ্য বিক্রি হয়নি। কিন্তু ৬০ বছর বয়সী এই দোকানদার তার 'নিরব প্রতিবাদের' উপরও জোর দিচ্ছেন বেশি। তিনি বিশ্বাস করেন, ব্যবসায়ীদের এই প্রতিবাদ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আল জাজিরাকে বলেন, "আমাদের জীবন এখন শেষ হয়ে গেছে। আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পাই"। তার দোকানটি পুরনো শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল নওহাট্টাতে অবস্থিত, যেটা তরুণ কাশ্মীরী আর ভারতের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সজ্ঘাতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

"আমাদের প্রতিবাদের সকল উপায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং এই একটা উপায়ই শুধু অবশিষ্ট আছে"।

ভারত সরকার ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের মানুষের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করেছে। এর প্রতিবাদে কাশ্মীরের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মাত্র দুই ঘন্টার জন্য তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখে।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও নাগরিক কর্মকাণ্ড প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে থাকায় সরকার বাধ্য হয়েই স্থানীয় পত্রিয়ায় পূর্ণ পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, যেখানে নাগরিকদের প্রতি দোকানপাট খোলা ও তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "বন্ধ দোকান, নেই সরকারী যানবাহন, কার লাভ হচ্ছে?" এতে মানুষকে তাদের পছন্দ বেছে নিতে বলা হয়েছে। তবে, এতে মানুষের মধ্যে খুব সামান্যই প্রভাব ফেলেছে, এবং মানুষ তাদের 'অসহযোগিতার মাধ্যমে' প্রতিবাদ বজায় রেখেছে।

কর্তৃপক্ষ গত সোমবার পোস্টপেইড মোবাইল খুলে দিয়েছে। এ অঞ্চলের সাত মিলিয়ন মানুষের মধ্যে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন মানুষ এই সুবিধার আওতায় পড়ে।

কিন্তু ইন্টারনেট ও প্রিপেইড ফোনের সংযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ফলে বিশাল একটি জনগোষ্ঠি এই নিয়ে ৭০ দিনেরও বেশি সময় ধরে বাইরের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছে।

শাবির বলেন, ৫ আগস্ট থেকে সব মিলিয়ে ১০০ ডলারের মতো রোজগার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তার দোকানের পাশেই ৪৫ বছর বয়স্ক জালিস আহমেদের মোবাইলের দোকান। মোবাইল সার্ভিস বন্ধ থাকায় এই পুরো সময়টাতে তার কিছুই বিক্রি হয়নি।

৫ আগস্টের সিদ্ধান্তের পর থেকে কর্তৃপক্ষ বহু হাজার স্বাধীনতাকামী নেতা, বিক্ষোভকারী ও এমনকি ভারতপন্থী কাশ্মীরী রাজনীতিবিদদেরকেও আটক করেছে। একইসাথে এই অঞ্চলে বহু হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সামরিকায়িত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এই এলাকা।

ভারতে বাবরী মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্ক নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই এবার মথুরা ও কাশী নিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের সভাপতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা মহন্ত নরেন্দ্র গিরি।

গত (শুক্রবার) গণমাধ্যমে ওই তথ্য প্রকাশ্যে আসায় নয়া বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম *পার্স্টুডের* বরাতে জানা গেছে, আখড়া পরিষদের প্রধান মহন্ত নরেন্দ্র গিরি বলেছে, অযোধ্যা ইস্যু সমাধান হওয়ার পরে মথুরা এবং কাশীতে মন্দির নির্মাণ আন্দোলনে গতি বাড়ানো হবে। তাঁর দাবি, কাশী ও মথুরাতে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কেন্দ্র এবং রাজ্যে হিন্দুদের সরকার থাকায় এই কাজে কোনও বাধা আসা উচিত নয়।

মহন্ত নরেন্দ্র গিরি বলেছে, 'কাশী ও মথুরায় দীর্ঘদিন ধরে মন্দির নির্মাণের জানানো হচ্ছে। আমার আশা অযোধ্যা বিতর্কে সিদ্ধান্ত রাম মন্দিরের পক্ষে আসবে। মুসলমানদের কাশী ও মথুরা নিয়ে নিজেদের দাবি ছেড়ে দেওয়া উচিত।' দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য কাশী ও মথুরায় মন্দির নির্মাণকে সমর্থন করা উচিত বলেও মহন্ত নরেন্দ্র গিরি জঘন্য মন্তব্য করে।

এর আগে ২০১৭ সালে সন্ত্রাসী দল বিজেপি'র সিনিয়র নেতা সুব্রমনিয়াম স্বামী ২০১৯ সালের পরে মথুরা এবং কাশীর মূল মন্দিরের জন্য আন্দোলন শুরু করা হবে বলে মন্তব্য করেছিল।

১৯৯০-এর দশকে যখন বিজেপি'র পক্ষ থেকে প্রথম রাম মন্দির নির্মাণের আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন স্লোগান উঠেছিল, 'অযোধ্যা স্রেফ ঝাকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়।'

স্বামীর দাবি প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্য ও প্রখ্যাত আইনজীবী জাফরইয়াব জিলানী সেই সময় বলেছিলেন, 'সংসদে এর আগে আইন পাস করা হয়েছে যে, অযোধ্যার বাবরী মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্ক বাদে দেশের অন্যত্র যেসব ধর্মস্থান আছে তাদের স্থিতি সেই রকম থাকবে যেরকম ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে ছিল।'

কিন্তু এবার ভারতীয় আখড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত নরেন্দ্র গিরি কাশী ও মথুরায় মন্দির নির্মাণ ইস্যুতে নতুন করে বির্তক উসকে দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ।

আসামে বিদেশি তকমা দিয়ে বাংলাভাষী মানুষ তাড়ানোর অংশ হিসেবে অনেক বাঙালি হিন্দু-মুসলিমকে বন্দী করা হয়েছে। আসামের ৬টি কারাগারে স্থাপিত বন্দিশিবির বা ডিটেনশন ক্যাম্পে তাদের রাখা হয়েছে। এসব বন্দিশিবিরে এর মধ্যে ২৬ জন বন্দীর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম *প্রথম আলোর* সূত্রে জানা গেছে, আসামের তেজপুর, গোয়ালপাড়া, শিলচর, ডিব্রুগড়, কোকড়াঝাড় ও জোরহাট জেলায় এসব বন্দিশিবির রয়েছে। এর মধ্যে তেজপুর ও গোয়ালপাড়ার বন্দিশিবিরে ১০ জন করে বন্দী মারা গেছে। শিলচর বন্দিশালায় ৩ জন, কোকড়াঝাড়ে ২ জন এবং জোরহাটে ১ জন মারা গেছে। বন্দিশিবিরগুলোতে না খেয়ে ও কারারক্ষীদের জুলুমের শিকার হয়ে বন্দীদের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে আসামের মানবাধিকার সংগঠন 'আমরা বাঙালি'র সচিব এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির সচিব প্রধান সাধন পুরকায়স্থ এ জন্য আসামে সন্ত্রাসী বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সদানন্দ সনোয়ালকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনায় আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা উচিত। কারণ, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে 'বিদেশি' বানিয়ে হত্যা করছে। তিনি জানান, এই মৃতের তালিকায় ৪৫ দিনের শিশু থেকে ৮৬ বছরের প্রবীণ ব্যক্তিরা রয়েছেন।

মৃত লোকজনের মধ্যে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ৩ বছর আগে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের আমলে। এই মৃতের তালিকায় আছে ১২ জন হিন্দু ও ১৩ জন মুসলিম। মৃত অপর ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের। আসামের ৬টি কারাগারে বিদেশিদের, বিশেষ করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বন্দী রাখার জন্য তৈরি হয়েছে বন্দিশিবির।

বন্দীদের মধ্যে সর্বশেষ ১৩ অক্টোবর মারা গেছেন দুলাল চন্দ্র পাল (৬৪)। তাঁর বাড়ি আসামের ঢেকিয়াজুলির আলিসিঙ্গা গ্রামে। তবে দুলাল চন্দ্র পালের পরিজন তাঁর দেহ সৎকারে অস্বীকার করেছে। তাঁদের দাবি, যেহেতু দুলাল পালকে বিদেশি তকমা দিয়ে বন্দিশিবিরে আটক রাখা হয়েছিল, তাই তাঁকে নাগরিকত্ব দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে তাঁর মরদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হোক বাংলাদেশে। তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা এই দেহ নেবেন না। এখনো এই দেহ পড়ে আছে গুয়াহাটির মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

আসামের আমরা বাঙালি, নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি, সারা ভারত বাঙালি যুব ছাত্র সংস্থাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবাধিকার সংস্থা দুলাল পালকে ভারতের নাগরিকত্ব দিয়ে তাঁর দেহের শেষকৃত্য করার দাবি জানিয়েছে। এই দাবিতে

গত বৃহস্পতিবার থেকে দুলাল পালের গ্রাম ঢেকিয়াজুলির আলিসিঙ্গায় শুরু হয়েছে প্রতিবাদ অবস্থান কর্মসূচি।

হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন সরকার, পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে নদীর পানি দিবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক খবরে বলা হয় যে মোদি বলেছে তার সরকার পাকিস্তানে কোন পানি যেতে দেব না এবং নদীর প্রবাহ পথ ঘুরিয়ে হরিয়ানায় নিয়ে যাবে। এই পানির অধিকার নাকি রাজ্যের কৃষকদের।

এদিকে কাশ্মীর অঞ্চলের পশ্চিমাঞ্চলীয় তিনটি নদীর পানিতে পাকিস্তানের 'বিশেষ অধিকার' থাকার কথা উল্লেখ করে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ড. মোহাম্মদ ফয়সাল বলেছে যে ভারত যদি এসব নদীর পানিপ্রবাহ পরিবর্তনে চেষ্টা করে তাহলে তা 'আগ্রাসী কর্মকাণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ড. ফয়সাল বলেন: দুই মাসের বেশি সময় ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় দমনমূলক কারফিউ জারি করে রেখে, এলাকাটিকে সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পর ভারতীয় নেতাদের কাছ থেকে যেসব মন্তব্য আসছে তাতে প্রমাণিত হয় যে তারা ভারতকে একটি দায়িত্বহীন, আগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করছে। মানবাধিকার বা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কোন তোয়াক্কা তারা করে না।

পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডনের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে, পাকিস্তানে পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ড. ফয়সাল এসব কথা বলেন।

মুখপাত্র আরো বলেন, সিন্ধু পানি চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলীয় তিনটি নদীর পানিতে পাকিস্তানের 'এক্সক্লুভিস রাইট' রয়েছে। এই নদীগুলোর প্রবাহ পরিবর্তনের কোনরকম চেষ্টা ভারত করলে পাকিস্তান তাকে আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করবে। এবং সে অনুযায়ী জবাব দেয়ার অধিকার পাকিস্তানের থাকবে বলেও হুঁশিয়ার করে দেন তিনি।

গত ১৮ অক্টোবর মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশের "মাহাস" জেলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা মুসাফিরদের একটি গাড়ি আটক করে তাদের আসবাব পত্র লুট-পাট করার চেষ্টা করে। পরে পার্শবর্তি এলাকায় অবস্থানরত হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তারা তাতক্ষনিকভাবে মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান এবং উক্ত মুসাফির দলটিকে মুরতাদ বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করেন।

এসময় মুরতাদ বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে মুজাহিদদের হামলায় ১ মুরতাদ সেনা নিহত হয়, বাকি সেনারা আহত অবস্থায় পালায়ন করে।

একই প্রদেশের "জালাক্সী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এতে ২ মুরতাদ সেনা নিহত হয়, এবং ধ্বংস হয়ে যাঢ মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি।

১৮ই অক্টোবর, ২০১৯

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে ইসলামবিদ্বেষের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে মুসলিমদের উপর চলছে আক্রমণ, অপরদিকে চলছে মুসলিমদের দ্বীন ইসলামকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা। আবার, মুসলিমদের চোখের শীতলতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও কুৎসা রটানো হচ্ছে। এমন মুহূর্তেও মুসলিমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না। তাই, হয়তো জেগেই উঠেছেন মুহাম্মদ বিন মাসলামার উত্তরসূরীরা। বাংলাদেশের পর এবারে ভারতে এক হিন্দু সন্ত্রাসী শাতিমে রাসূলকে হত্যা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

শুক্রবার সকালে বরকতময়ী এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ে। হত্যার শিকার "কমলেশ তিওয়ারি" ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ভারতীয় সন্ত্রাসী হিন্দু সংগঠন "হিন্দু মহাসভার" প্রাক্তন স্থানীয় প্রধান হওয়ার পাশাপাশি "হিন্দু সমাজ পার্টি" নামে মুসলিম বিদ্বেষী একটি রাজনৈতিক দলের নেতাও ছিল।

[caption id="" align="alignright" width="265"] নিহত কমলেশ তেওয়ারীর গলাকাটা দেহ[/caption]

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে লখনউয়ের খুরশিদ বাগ অফিসে বসেছিল কমলেশ তিওয়ারি। সেসময় অজ্ঞাত পরিচয়ের কয়েকজন বীর হামলাকারী তার অফিস আসেন। প্রথমে তার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে অফিসে বসে চা খান তারা। পরে আচমকা ওই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান তারা। এরপর একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে উক্ত শাতীমে রাসূল (সা.) এর গলা কেটে এলাকা থেকে সরে পড়েন তারা। কমলেশের চিৎকারে ছুটে আসে আশপাশের লোকেরা। তারপর তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই জাহান্নামের টিকিট নিশ্চিত করে কমলেশ। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি দেশীয় পিস্তল ও কয়েকটি কার্তুজ উদ্ধার করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী।

নিহত কমলেশ ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ লালন করতো। এমনকি জাহান্নামের এই কীট মুসলিমদের চোখের শীতলতা, জীবনের চেয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটুক্তি করে। তাই, বাংলাদেশে যেভাবে অভিজিত, ওয়াশিকুর বাবুসহ আরো কতিপয় শাতিমে রাসূলকে আল্লাহর সিংহরা হত্যা করেছিলেন, সেভাবেই হত্যা করা হয়েছে ভারতের ঐ শাতিমে রাসূল হিন্দুনেতাকে।

[caption id="" align="alignleft" width="461"]

শাতিমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যাকারী বীরদের সিসিটিভি ফুটেজ[/caption]

২০১৫ সালে বিশ্ব মুসলিমদের প্রাণের স্পন্দন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহম্মদ (সা.) এর নামে কুরুচি ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে কমলেশ নামের এই শাতিমে রাসূল। পরে মুসলিমদের আন্দোলনের মুখে সাময়িক সময়ের জন্য লোক দেখানো বন্দী করা হয় তাকে। সম্প্রতি জামিন পায় এই শাতিমে রাসূল ও ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু সন্ত্রাসী নেতা। এলাহাবাদ হাই কোর্টের তরফে তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জাতীয় নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলিও খারিজ করে দেয়।

ভারতীয় মিডিয়ার তথ্য মতে, এই মাসে কমলেশ তিওয়ারি হত্যাকাণ্ড হল ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু নেতার চতুর্থ হত্যা। এর আগে চরম ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বিজেপির নেতা চৌধুরী যশপাল সিংকে একইভাবে ৮ ই অক্টোবর দেওবন্দে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এছাড়াও, ১০ ই অক্টোবর, আরেক বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন ছাত্রনেতা কবির তিওয়ারিওকে বস্তিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ১৩ ই অক্টোবর বিজেপির কাউন্সিলর ধারা সিংহ (৪)) সাহারানপুরের দেওবন্দে অজ্ঞাত হামলাকারীরা গুলি করে হত্যা করেছিলেন। হামলাগুলো কারা করছেন তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি কেউ।

তবে, ইতিপূর্বে ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক ও শাতিমে রাসূলদের উপর এই ধরণের হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখার মুজাহিদগণ। বাংলাদেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে চালানো ঐসকল বরকতময়ী হামলার পরে ইসলামবিদ্বেষীরা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার ভারতেও ইসলামবিদ্বেষী ও শাতিমে রাসূলদের উপর একই ধরণের হামলা চালানো শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। বিগত কিছুদিনের মধ্যেই ৪ ইসলামবিদ্বেষী নেতার নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, কমলেশ তেওয়ারীর উপর চালানো হামলাটির দায়ভার এখনো কেউ গ্রহণ করেননি। হতে পারে লোন উলফ হামলার শিকার হয়েছে ঐ সন্ত্রাসী হিন্দু নেতা। এদিকে, গত মার্চ মাসেই লোন-উলফ হামলা কীভাবে চালাতে হবে এ বিষয়ে বিস্তারিত একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখার বালাকোট মিডিয়া। এরপরই ভারতে লোন-উলফ প্রকারের বেশ কিছু হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা বাকি এখনও। তার আগেই অন্য মোড় নিল বাবরি মসজিদ তথা অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মামলা। জমির দাবি ছাড়ার প্রস্তাবে একেবারেই সায় নেই বলে এ বার জানিয়ে দিল অযোধ্যা মামলায় মুসলিম পক্ষের একাংশ। তাদের দাবি, সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড যে প্রস্তাব দিয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তাতে হতবাক তারা।

বিডি জার্নাল সূত্রে জানা গেছে, মুসলিম পক্ষের প্রতিনিধিদের দাবি, শীর্ষ আদালত নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী কমিটির সঙ্গে তাদের কোনও সমঝোতাই হয়নি। যদি হয়ে থাকে তা একমাত্র সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে বোর্ডের কোনও সমঝোতা হলেও, তা সংবাদমাধ্যমে কীভাবে ফাঁস হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিষয়টি ফাঁস করা হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি তাদের।

এর আগে, গত বুধবার বন্ধ খামে একটি রিপোর্ট জমা দেয় সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত মধ্যস্থতা কমিটি। ওই রিপোর্টে বিতর্কিত জমির দাবি ছাড়তে রাজি হয়েছে সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড। মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরাম পঞ্চুর মাধ্যমে একটি চিঠি দিয়ে নিজেদের মতামত জানিয়েছে তারা। কিন্তু এ দিন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে সেই দাবি খারিজ করেন অযোধ্যা মামলায় মুসলিম পক্ষের আবেদনকারী এম সিদ্দিকের আইনজীবী এজাজ মকবুল। তিনি বলেন, ‘সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হওয়া রিপোর্টে সমঝোতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের কোনও প্রস্তাবে আমরা রাজি নই। যে পদ্ধতিতে মধ্যস্থতা হয়েছে এবং মীমাংসার মাধ্যমে জমির দাবি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতেও তাতেও একমত নই আমরা।’

সমঝোতার খবর ইচ্ছাকৃত ভাবে সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করা হয়েছে বলেও দাবি করেন এজাজ মকুবল। তার কথায়, উত্তরপ্রদেশের সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড জমির দাবি তুলে নিতে রাজি হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমঝোতার বিষয়টি জানাজানি হল কী ভাবে? কারণ সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি চলাকালীনই সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাণী আখড়ার ধর্ম দাস, সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের জাফর ফারুকি এবং হিন্দু মহাসভার চক্রপাণি-সহ হাতেগোনা কয়েক জনের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়েছে। তাই হয় মধ্যস্থতাকারী কমিটিই বিষয়টি ফাঁস করেছে, নয়ত বা নির্বাণী আখড়া।

সন্ত্রাসী মোদির দেশ ভারতের আগ্রাসনের পর, কাশ্মীরে ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। মালাউন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ কাশ্মীরের ব্যবসায়ীরা শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধরত মুজাহিদগণের পক্ষে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আপেল ব্যবসায়ীরা আপেলে মুজাহিদগণের নাম লিখে এবং বিভিন্ন লেখা লিখে এ প্রতিবাদ জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরের আপেল বিক্রেতারা কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলার আপেল চাষী ও আপেলের পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আপেল কেনেন। সেই আপেল তাঁরা কেজি দরে বিক্রি করেন জম্মু, পাঞ্জাব, দিল্লি, হরিয়ানায়। সেই আপেলগুলি সবচেয়ে বেশি কেনে কাশ্মীর ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা। এবার সেই অপেলকেই প্রতিবাদের অভিনব উপায় হিসেবে অবলম্বন করে ব্যবসায়ীরা তাদের মনের কথা প্রকাশ করেছেন। আর একাত্মতা প্রকাশ করেছেন আল কায়েদা কাশ্মীর শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদগণের সাথেও।

সংবাদ প্রতিদিন নামে একটি অনলাইন বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত তিন-চার দিন ধরে দেখা গেছে, আপেলের বাক্স বা পেটি খুললেই তাতে নীল বা কালো রংয়ের পেন দিয়ে লেখা রয়েছে, ‘আজাদি চাই’, ‘আমি বুরহান ওয়ানিকে ভালবাসি’, ‘জাকির মুসা কাম ব্যাক’, ‘হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ’, ‘ভারতীয় সেনা দূর হটো’-র মতো নানা প্রতিবাদী স্লোগান। কোন পেটিতে বা কোন বাক্সে এসব লেখা আছে তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। এই কথাগুলো কোথাও খোদাই করা রয়েছে। কোথাও স্টিকার হিসাবে সেলোটেপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

কাঠুয়ার পাইকারি বাজারের সভাপতি রোহিত গুপ্তা জানিয়েছে, যে সব বাক্সের আপেলে ওই সব লেখা ছিল, সেগুলো কাশ্মীর থেকে এসেছে। কথাগুলি লেখা ছিল ইংরেজি ও উর্দুতে।

শরিয়াহ বাস্তবায়নের লক্ষে যুদ্ধরত আল-কায়েদার কাশ্মীর শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার জাকির মুসা রহিমাহুল্লাহ এর নামও রয়েছে ঐসকল আপেলগুলোতে। আপেলে নাম থাকা বুরহান ওয়ানি রহিমাহুল্লাহও ছিলেন এক স্বাধীনচেতা কাশ্মীরি মুজাহিদ, ইসলামী শরীয়াত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি লড়াই করেছিলেন দখলদার হিন্দু সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। আল-কায়েদাপন্থী এ দু’জন কাশ্মীরি নেতা উপমহাদেশে বেশ জনপ্রিয়।

জম্মু-কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে এক ভারতীয় মালাউন নিহত হয়েছে।

গত বুধবার সন্ধ্যায় চরণজিৎ সিং নামের ওই ভারতীয় মালাউন নিহত হয়।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ানে।

স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে আরও এক ভারতীয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে পুলওয়ামা সরকারি হাসপাতাল ও পরে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর জম্মু-কাশ্মীরে থেমে থেমে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে।

নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থিত মদিনাতুল উলুম তালিমুল কুরআন মাদরাসার ভবন নির্মাণ করলো হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইসকন।

ইমান টুয়েন্টিফোর ডট কমের বরাতে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ভবনটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিল নরসিংদী জেলা ইসকনের প্রধান শ্রীমান প্রহ্লাদ কৃষ্ণ দাস। অনুষ্ঠানে এই ইসকন নেতা শতাধিক ওলামা-তালাবা ও মুসল্লিদের সামনে আলোচনা রাখে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে, এরপর পাঠ করা হয় গীতা থেকেও। এসময় ইসকনের আরও একাধিক নেতা উপস্থিত ছিল। নির্মাণকাজ চলাকালীন নির্মাণব্যয়ের উৎস গোপন রাখা হয়।

পরে হিন্দু ব্যক্তির নামে ভবনের নামকরণের ফলে আসল রহস্য বেরিয়ে আসে। ভবনটির নামকরণ করা হয় ‘মুক্তিযোদ্ধা রাখাল ভট্টাচার্য স্মৃতি এতিম ছাত্রাবাস’।

নরসিংদীর রায়পুরা এলাকাটি আলেম-ওলামাদের চারণভূমি হিসেবে খ্যাত। সেইখানে এধরনের কর্মকান্ড সত্যিই আমাদের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ বলে মনে করছেন আলেমওলামাগণ।

আর এই মাদরাসাটির পরিচালক ফজলুল হক সাহেব চট্টগ্রামের নানুপুরী হুজুরের খলিফা এবং অত্র অঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব। ওরা আমাদের আস্থার জায়গাগুলোতে আঘাত হানছে।

আমাদের আকাবিরদের সাইনবোর্ডধারী বড় বড় মাথাগুলোকে সুকৌশলে হাত করে নিচ্ছে। মসজিদ-মাদরাসায় হিন্দুদের ডোনেশন গ্রহণ জায়েয না নাজায়েয সেই প্রশ্ন এখানে নয়, এটা তো হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরাসরি আলেম-ওলামাদের অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশের দু’টি সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার পর দ্বিপক্ষীয় মোটর ভেহিক্যাল অ্যাগ্রিমেন্টের (এমভিএ) মাধ্যমে ট্রানজিট চায় ভারত।

(১৭ অক্টোবর)এরিপোর্ট প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা *দৈনিক নয়া দিগন্ত।*

এদিকে, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের বিধিবিধান বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ী পণ্য আমদানি-রফতানি ক্ষেত্রে ভারতকে বাংলাদেশের যানবাহন ও নৌযান ব্যবহার করতে হবে। তবে দ্বিপক্ষীয় এমভিএ’র মাধ্যমে দুই দেশের যানবাহন পরস্পরের সড়ক ব্যবহার করে চলাচল করতে পারবে। বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় এমভিএ বাস্তবায়নে স্থবিরতার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিপক্ষীয় এ উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় এই দেশটি। ভারতের এ উদ্যোগের

ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান নেতিবাচক নয়। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত দুই দেশের শীর্ষ বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তবে দ্বিপক্ষীয় এমভিএতে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের আগ্রহই বেশি। কেননা এর মাধ্যমে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে মূল ভূখণ্ডের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। ভূমিবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভাবকে দায়ী করা হয়।

নিয়মিত যাত্রীবাহী, ব্যক্তিগত ও পণ্যবাহী যান চলাচলের জন্য ২০১৫ সালের ১৫ জুন ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে চার দেশের পরিবহনমন্ত্রীরা বিবিআইএন এমভিএ সই করেছিলেন। এ চুক্তি সইয়ের পর ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে ভারত শত কোটি ডলারের প্রকল্প অনুমোদন করে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের সাথে ভারতের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে ৫৫৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের পরিকল্পনা হতে নেয়া হয়েছে। উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য ৬০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক বিভাগ অনুমোদন করেছে। এতে ৫০ শতাংশ অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

প্রকল্পের আওতায় ১৩ কোটি ডলার ব্যয়ে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁও পর্যন্ত সড়ক প্রশস্থ, দেড় কোটি ডলার ব্যয়ে শিলিগুড়ি-মিরিক-দার্জিলিং সড়ক উন্নয়ন এবং ২৫ কোটি ডলার ব্যয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ডায়মন্ড হারবার থেকে ১২৩ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ৫১ কোটি ডলার ব্যয়ে মনিপুর রাজ্যের দু'টি মহাসড়ক উন্নয়নও এর আওতায় রয়েছে। চার দেশের সবাই এ চুক্তি অনুসমর্থন করার পর বিবিআইএন এমভিএ কার্যকর হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ভুটানের পার্লামেন্ট চুক্তিটি অনুসমর্থনে সায় দেয়নি। তাই বিবিআইএন এমভিএ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়েছে।

রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত ভুটানের ভয়, এমভিএ বাস্তবায়ন হলে এ অঞ্চলের ভারী যানবাহনগুলোর চলাচল তাদের দেশে বেড়ে যাবে। এটি ভুটানের নাজুক অবকাঠামোকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। এ ছাড়া ভুটানে অন্য দেশের নাগরিকদের যাতায়াতও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে যাবে। এটি ভুটানের জনগণ পছন্দ করবে না। এ কারণে ভুটান তাদেরকে বাদ দিয়েই বিবিআইএনের অন্যান্য দেশকে এমভিএ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছে। কিন্তু বিবিআইএনের বাকি দেশগুলো ভুটানের এই প্রস্তাব পছন্দ করেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত গতি না পেলে বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় এমভিএ সই করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে ভারত। দিল্লিতে শীর্ষ বৈঠকের পর ঢাকায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত ৫ অক্টোবর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে পণ্য আমদানি-রফতানির এসওপি সই হয়েছে। এসওপির আওতায় বাংলাদেশের নদীপথ, রেল, সড়ক বা মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট (নদী, রেল বা সড়ক) ব্যবহার করে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য আনা-নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের রামগড় ও ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুম-ফেনী নদীর ওপর নির্মাণাধীন

মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ত্রিপুরার সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। বর্তমানে এক হাজার ৫০০ কিলোমিটার পথ ঘুরে ত্রিপুরাকে কলকাতা বন্দর ব্যবহার করতে হয়। এখন মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে পারবে রাজ্যটি।

এসওপি অনুযায়ী আটটি রুট হচ্ছে চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর থেকে আখাউড়া হয়ে আগরতলা (ত্রিপুরা), চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর থেকে তামাবিল হয়ে ডাউকি (মেঘালয়), চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর থেকে শ্যাওলা হয়ে সুতারকান্দি (আসাম), চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর থেকে বিবিরবাজার হয়ে শ্রীমন্তপুর (ত্রিপুরা), আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে আখাউড়া হয়ে চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর, ডাউকি (মেঘালয়) থেকে তামাবিল হয়ে চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর, সুতারকান্দি (আসাম) থেকে শ্যাওলা হয়ে চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর এবং শ্রীমন্তপুর (ত্রিপুরা) থেকে বিবিরবাজার হয়ে চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর।

১৭ই অক্টোবর, ২০১৯

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১৭ অক্টোবর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশটির বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন। শুধু রাজধানীতেই মুজাহিদগণ ৪টি অভিযান চালান।

মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল সফল অভিযানের ফলে রাজধানী মোগাদিশুর আফজাওয়ী শহরে ২ মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

রাজধানীর দার্কিনলী শহরে নিহত হয় মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ১ কমান্ডার।

মোগাদিশুর "ওয়াবারী" শহরে মুজাহিদদের অন্য এক হামলায় দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা বিভেগের আরো ৩ সদস্য নিহত হয়, এসময় তাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে মোগাদিশুর "বাকারাহ" নামক বাজারে মুজাহিদদের অপর হামলায় নিহত হয় মুরতাদ বাহিনীর ১ সদস্য।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত ১৭ দিন যাবত আফগানিস্তানের দাইকান্দী প্রদেশের সবাচাই বড় জেলা "গিজাব" অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। আল-ফাতাহ অপারেশনের

ধারাবাহিকতায় মুজাহিদগণ প্রথম দিকের অভিযানগুলোর মাধ্যমেই জেলাটির ৩৯টি চেকপোস্ট ও ৯টি সামরিক ঘাঁটি বিজয় করে নিতে সক্ষম হন।

এভাবে ধীরে ধীরে আফগান মুরতাদ বাহিনীর জন্য জেলাটিকে সংকির্ণ করে ফেলেন তালেবান মুজাহিদগণ।

সর্বশেষ গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে আরো ২৮টি চেকপোস্ট ও সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় আফগান মুরতাদ বাহিনী। এসকল অভিযানে তালেবান মুজাহিদদের হাতে অনেক আফগান মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

এদিকে গত ১৬ অক্টোবরের অভিযান হতে মুজাহিদগণ ১২টি মোটরসাইকেল, ২টি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন। এছাড়াও মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর অনেক সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।আলহামদুলিল্লাহ্।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দেশপ্রেমিক মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ রাব্বীকে তার রুম থেকে ডেকে আনার নির্দেশ দেয় বুয়েটের পাঁচ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা। আর এর নেতৃত্বে ছিল হিন্দু সন্ত্রাসী অমিত সাহা।

আবরারকে যখন তার রুম থেকে ডেকে ২০১১ নম্বর কক্ষে নেয়া হয় তখন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের আরও কয়েকজন ছিল। তাদের নিষ্ঠুর পাশবিক নির্যাতনের কারণেই আবরারের মৃত্যু হয়।

কালের কণ্ঠের বরাতে জানা গেছে গত ৬ অক্টোবর রাত ৮টার দিকে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরারকে শেরে বাংলা হলের তার রুম (নম্বর ১০১১) থেকে হত্যার উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যায়। ৭ অক্টোবর রাত আড়াইটা পর্যন্ত ওই হলের ২০১১ ও ২০০৫ নম্বর রুমে আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ক্রিকেট স্টাম্প ও লাঠিসোটা এবং রশি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নির্মম নির্যাতন চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই আবরার মারা যায়।

পরে আসামিরা ওই ভবনের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে আবরারের মৃতদেহ ফেলে রাখে। কিছু ছাত্র আবরারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তদন্তকালে সাক্ষ্য-প্রমাণে, ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের অংশগ্রহণ পাওয়া গেছে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক সদস্য নাজমুস সাদাত বলেছে, আমি আবরারকে ডেকে নিয়ে আসি। কয়েকজন বড়ভাই আমাদের ডেকে আনতে বলেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাদাত বলে, মারধরের এক পর্যায়ে আবরার পানি খেতে চায়।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের আসামিরা আবরারকে মুখে কাপড় দিয়ে মেরেছে। পানি পর্যন্ত খেতে দেয়নি। সঠিক সময়ে ডাক্তারও দেখায়নি। এমনকি পুলিশও ঢুকতে দেয়নি ভারতের দালাল এই আসামিরা।

চাঁদপুর সদরের ১০নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দুর্নীতিবাজ সেলিম খান। ইউনিয়ন সসন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি। এক সময় রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত সে। এখন প্রাডো ও র‌্যাভ-৪ জিপে চলাফেরা করে। যাপন করে বিলাসী জীবন। আছে বিশাল 'হুন্ডা বাহিনী'।

শুধু চাঁদপুর নয়, ক্যাসিনোর গডফাদার দুর্নীতিবাজ ইসমাইল হোসেন সম্রাটের সহযোগী হিসেবে ঢাকায়ও সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে সে।

যুগান্তরের বরাতে জানা যায় সন্ত্রাসী সেলিম খান আত্মগোপন থেকে ফের প্রকাশ্যে এসেছে। তার দাপটে চাঁদপুরের মানুষ তটস্থ। কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায় না। ফলে তার সব অপকর্ম ঢাকা পড়ে আছে। তবে ভুক্তভোগীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ কৌশলে তার ফুলেফেঁপে ওঠার গল্প গণমাধ্যমে জানাচ্ছেন।

দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্ট করলে তিনি যুগান্তরের বিরুদ্ধেও মামলার হুমকি দিয়েছে একাধিকবার। তার দুর্নীতি ও অপকর্মের বিষয়ে বক্তব্য নিতে ফোন করলে সে এ প্রতিবেদককেও একাধিকবার হুমকি দেয়।

গত দশ বছরে রিকশাচালক থেকে কীভাবে অঢেল সম্পদের মালিক হল- এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বুধবার সে বলে, আমি চাঁদপুরের একটি স্থানীয় দৈনিকের সম্পাদক ও প্রকাশক। 'আমি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি'। ৯ বছর একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। পত্রিকার সম্পাদক- প্রকাশক হতে হলে লেখাপড়া থাকতে হয়- এমন প্রশ্ন শুনে সে উত্তেজিত হয়ে মামলা করার হুমকি দেয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে সেলিম খানের অস্বাভাবিক সম্পদ এলাকাবাসীর কাছে রূপকথার গল্পের মতো।

সরেজমিন তার সম্পদ অর্জনের অনেক অজানা কাহিনী জানা গেছে। এলাকার লোকজন জানান সে ফসলি জমি ভরাটের মাধ্যমে নষ্ট করছে কৃষিজমি। মেঘনা নদী থেকে বছরের পর বছর বালু উত্তোলন করে চলছে। নদীতে শত শত ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বালু তুলে বিক্রি করছে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের এই দুর্নীতিবাজ।

ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ব্যবহার এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নদী থেকে বালু উত্তোলনের কাজটি করছে। এসব কাজে তার বিশাল বাহিনী ব্যবহার করে থাকে। ফলে চাঁদপুরের নদীতীরবর্তী এলাকা ভাঙনের মুখে পড়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বেড়িবাঁধ খাল দখল করে মাছ চাষ করছে।

শাপলা মাল্টি মিডিয়া নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান খুলে সিনেমায় কালো টাকা বিনিয়োগ করছে। ঢাকার ক্যাসিনো ব্যবসাসহ তদবির বাণিজ্য করে সে এখন টাকার কুমির। সংশ্লিষ্টদের এ বক্তব্যের ডকুমেন্টও যুগান্তরের কাছে রয়েছে।

তবে সে অবৈধভাবে ব্যবসার কথা অস্বীকার করে যুগান্তরকে বলে, সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে অনুমতি নিয়ে বালু উত্তলন করি। তবে এলাকার একাধিক ব্যক্তি বলেছে, সবাইকে ম্যানেজ করে সেলিম খান বিভিন্ন রকমের

কাগজপত্র বানিয়ে নদী থেকে বছরের পর বছর বালু তুলে বিক্রি করছে। এর ফলে নদীভাঙন বাড়ছে। ঝুঁকির মুখে পড়েছে চাঁদপুর-হাইমচর রক্ষাবাঁধ।

সরেজমিন অনুসন্ধানকালে তার ইউনিয়নের অনেক ভুক্তভোগী নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেছেন, তাদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে নামমাত্র মূল্যে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। যে জমির শতাংশ এক লাখ টাকা সে জমি তিনি ৫-১০ হাজার টাকায় নিচ্ছে।

এলাকাবাসী বলেন, চেয়ারম্যানের নিজের ইউনিয়নটি নদীর পাড়ে। সেখানে সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলে গরিব দুঃখীদের ফসলি জমি ও ভিটেবাড়ি নামমাত্র মূল্যে গ্রাস করে নিচ্ছে। চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলে যাদের জমি নিয়েছে তাদের মধ্যে স্থানীয় সুকা কবিরাজের বাড়িসহ প্রায় ২৫টি বাড়ির শতাধিক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

সুলতান খান, শাহালম খান, জাহাঙ্গীর, মুরাদ উকিলসহ অনেকের সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে কিনে তাদের উচ্ছেদ করার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা বলেন, সে চাইলে জমি দিতেই হবে। না দিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। চেয়ারম্যানের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ১০নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের এক বাসিন্দা।

তিনি যুগান্তরকে বলেন, সাত-আট মাস আগে নামাজরত অবস্থায় আমার দুই ছেলেকে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল চেয়ারম্যানের ছেলে ও তার লোকজন। ঘটনার সময় সে (চেয়ারম্যান) উপস্থিত ছিল। বিষয়টি চাঁদপুরের এমন কোনো নেতা নেই যাকে আমি জানাইনি। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি। বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছি।

তিনি বলেন, আমার ৫৬ শতাংশ জমি জোর করে নিয়ে গেছে। এভাবে সে বহু মানুষের জমি দখল করছে। কিছু বলতে গেলে চলে নির্যাতন।

অপরদিকে সম্রাটের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঢাকা এবং আশপাশে নামে-বেনামে বিশাল সম্পদ গড়ে তুলেছে। সম্রাট ছাড়াও যুবলীগের খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, আরমান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাঈদসহ এ চক্রটির সঙ্গে মিলেমিশে নিজেকে অন্য প্রভাবশালীদের তালিকায় নিয়ে যায়। তার সম্পদের ফিরিস্তিও বিশাল। নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন কাকরাইলে তার চার তলা আলিশান বাড়ি রয়েছে।

এ ছাড়া ডেমরায় তার ৬ তলা বাড়ি, নারায়ণগঞ্জের ভুইগড়, রাজধানীর হাতিরপুলসহ বিভিন্ন স্থানে বেনামি সম্পদ রয়েছে বলে জানা গেছে। সিনেমায় বিনিয়োগ রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। চাঁদপুর শহরের কালীবাড়ির কাছে লাভলী স্টোরের জমি ২১ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে বলে জানা গেছে। তিনি ঢাকায় নিজের সাম্রাজ্য ধরে রাখতে সম্রাট, খালেদ, আরমান ও সাঈদ কমিশনারের সঙ্গে যোগ দিয়ে সিনেমার ব্যবসায় টাকা লগ্নি করে। তার নিজের প্রতিষ্ঠানের নাম শাপলা মিডিয়া।

আমি নেতা হব, চিটাগাইঙ্গা পোলা নোয়া খাইল্যা মাইয়া, ক্যাপ্টেন খান, শাহেনশাহ, প্রেম চোর, একটা প্রেম দরকার ও বিক্ষোভ ছবি তার টাকায় বানানো। যুগান্তরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তিনি ৭টি ছবির পেছনে কমপক্ষে ২৫ কোটি টাকা লগ্নি করেছে।তবে সিনেমা সংশ্লিষ্টদের মতে, টাকার পরিমাণ আরও অনেক বেশি।

এদিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিপুল সম্পদের বর্ণনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি যুগান্তরকে বলেন, চেয়ারম্যান সেলিমের সম্পদের বিবরণ শুনে মনে হয়েছে বড় ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ আহরণের একটি দৃষ্টান্ত। এটা পরিষ্কারভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি।

সেলিম খানের বিষয়ে জানতে চাইলে বর্তমান লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন ও সাবেক সাখুয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান খান ওরফে মনা খাঁ যুগান্তরকে বলেন, আমি যতটুকু জানি তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তা সঠিক। সে এক সময় রিকশা চালাত। তার বিশাল বিত্তবৈভব নিয়ে আমাদের সবার মাঝে প্রশ্ন আছে। কীভাবে এত সম্পদের মালিক হয়েছে, তা এলাকার মানুষের কাছে বিস্ময়।

শত শত কোটি টাকার সম্পদের উৎস কী- জানতে চাইলে ১০নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম খান উত্তেজিত হয়ে পড়ে। গত কয়েক দিন তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে সে মোবাইল ফোনে বারবার মামলার হুমকি দেয়।

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর অস্ত্র থানায় জমা দেয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে সে বলেন, আমার বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় অস্ত্র জমা দিয়েছি। কথার এক পর্যায়ে ক্যাসিনো তালিকায় নাম রয়েছে জানালে সে ভড়কে যায়। তিনি সম্রাটের সঙ্গে যোগসাজশের বিষয়টি অস্বীকার করে বলে, আমি সম্রাটকে চিনি না।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের জানবায মুজাহিদগণ গত ১৬ অক্টোবর বাজুর ইজেন্সীতে অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা চৌকি টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালান, যার ফলে ঘটনাস্থলেই এক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ উক্ত হামলার দায় স্বীকার করার পাশাপাশি এও জানান যে, বর্তমানে বাজুর ইজেন্সীতে অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সকল চৌকিগুলো তেহরিকে তালেবান এর স্নাইপার গ্রুপের জানবায মুজাহিদদের অবরুদ্ধে রয়েছে। যখনই চৌকিগুলোতে কোন সেনাকে তালেবান মুজাহিদগণ দেখতে পান সাথে সাথেই স্নাইপার হামলা চালিয়ে তাকে শিকারে পরিণত করেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশ করে অবৈধভাবে টনকে টন মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জেলেরা। এদিকে বাংলাদেশের জেলেদের মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ভারতীয় জেলেদেরকে মাছ ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতপন্থী আওয়ামী অবৈধ সরকার। যার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের

জেলেদের মাঝে এক ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছিল, কারণ তারা নিজ দেশের মাছ ধরতে পারছেন না অথচ ভারতীয়রা কোন বাধা ছাড়াই প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের জলসীমা হতে টনকে টন মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিদিনের মত আজও ভারতীয় জেলেরা অবৈধভাবে বাংলাদেশ জলসীমা মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চর পাইকামারিতে এসে মাছ শিকার করতে থাকে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ BGB এর সদস্যরা তাদেরকে মাছ ধরতে বারণ করে, কিন্তু বিজিবির বারণ করা সত্যেও ভারতীয় জেলেরা অবৈধভাবে মাছ শিকার করতে থাকে।

পরে বিজিবি সদস্যরা বাধ্য হয়ে ৩ ভারতীয় জেলেকে আটক করে, আর বাকিরা পালিয়ে গিয়ে ভারতীয় সন্ত্রাসী BSF এর কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করে। এর কিছুক্ষণ পরেই BSF সদস্যরা BGB সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। জানা যায়, একপর্যায়ে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য BGB সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। আর এতেই ভারতীয় এক মেজর নিহত এবং আরো এক BSF সদস্য আহত হয়।

ভারতীয় মিডিয়াগুলো এ বিষয়টিকে নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। অথচ, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা নিয়মিত বিরতিতে সীমান্তে বাংলাদেশী মুসলিমদের লাশ ফেলছে। সে বিষয়গুলো নিয়ে কোন কথা নেই। আজ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী মরলো বলে তাদের মানবতা জেগে উঠেছে!? নাকি বাংলাদেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়নেই তারা এরূপ প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে? সেই প্রশ্নই এখন মানুষের মনে। সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের যে আগ্রাসন শুরু হয়েছে সেটাকে নতুন মাত্রা দিতেই তারা নতুন কোন চক্রান্ত সাজাতে পারে বলে ধারণা অনেকের।

কাশ্মীর উপত্যকায় মোবাইল ফোন বেজে ওঠাটা এখন একটা ঘটনা হয়ে উঠেছে। ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার যখন জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এটাকে দুটো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার ঘোষণা দেয়, তখন পুরো উপত্যকা ছিল নিরব। মোবাইল সংযোগ, ল্যান্ডফোন, মোবাইল এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, কেবল টেলিভিশন – যোগাযোগের সব মাধ্যমকে সে সময় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সব ধরনের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার পর এখন আবার মালাউন সরকার বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করতে একটু একটু করে হিসেব কষে কিছু সেবা চালু করতে শুরু করেছে।

সংবাদ সংস্থা *স্ক্রল. ইনের* বরাতে জানা গেছে, কাশ্মীরে প্রথমে কেবল টেলিভিশন চালু করা হয়েছে, এরপর ল্যান্ডফোনের সংযোগ পুনরায় চালু করা হয়েছে। ৭২ দিন পর ১৪ অক্টোবর পোস্টপেইড মোবাইল লাইনগুলো চালু করা হয়েছে। তবে ইন্টারনেট এখনও বন্ধ আছে। বন্ধ আছে প্রিপেইড মোবাইলও।

বিশ্বের বহু জায়গায় ইন্টারনেট সুবিধা বন্ধ করাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১১ সালে জাতিসংঘ ইন্টারনেট সেবাকে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেছে। অন্যান্য অধিকার – যেমন মত প্রকাশের অধিকারের মতো বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য এই ইন্টারনেট এখন গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে মালাউনরা ইন্টারনেট এখনও বন্ধ করে রেখেছে।

কাশ্মীরে বিশেষ করে রাজনৈতিক সিস্টেমকে এমনভাবে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে যে, এখন সেটাকে চেনাই যাচ্ছে না। মালাউনরা আশা করছে, স্বাভাবিক বলতে কি বোঝায়, সেটা যেন মানুষ ভুলে যায়।

উপত্যকা এখনও মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্য দিয়ে ভর্তি এবং দক্ষিণ কাশ্মীর থেকে পাওয়া খবরে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, সামরিক কর্তৃত্ব আরও কঠোর করা হচ্ছে। ৫ আগস্টে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের উদ্দেশ্য যদি হয় স্বাধীনতাকামীদের আজাদী আন্দোলন করা, তাহলে বলতে হবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দুই সপ্তাহে কাশ্মীরে অন্তত দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটেছে। উপরন্তু, পুরো উপত্যকা জুড়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দোকানপাট এখনও বন্ধ রয়েছে, যে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সরকার কাশ্মীরের কোন পক্ষের সাথেই আলোচনা করেনি।

দুই মাসের দুর্বিসহ পরিস্থিতির মধ্যে পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, চিকিৎসা সেবা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে, দৃষ্টিসীমার বাইরে কোথায় কি ঘটছে জানার কোন উপায় নেই সেখানে। মোবাইল ফোন যে বাজতে শুরু করেছে, এটা শুধু বিশ্ববাসীকে কাশ্মীর বিষয়ে বিভ্রান্ত করা অচেষ্টা ব্যতিত আর কিছুই নয়। অন্যথায় পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক হয়নি।

শিখ ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে শীর্ষ সংগঠন আকাল তখন ভারতের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। শিখ সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান বলেছে, আরএসএস যে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা দেশের স্বার্থবিরোধী।আকাল তখতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান গিয়ানি হারপ্রিত সিং বলেছে যে তার বিশ্বাস আরএসএসের কর্মকাণ্ড দেশে বিভক্তি তৈরি করবে।

বার্তা সংস্থা *দি ওয়্যার* সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার অমৃৎসরে মিডিয়ায় দেয়া এক বিবৃতিতে সে বলেছে, আরএসএস নেতারা যেসব বিবৃতি দিচ্ছে তা দেশের স্বার্থে নয়।

সম্প্রতি মুশরিকদের বিজয়াদশমীর এক অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী আরএসএস প্রধান মোহন ভগত ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় হারপ্রিত সিং ওই বক্তব্য দিয়েছে।

সন্ত্রাসী আরএসএস প্রধান মোহন ভগতের বক্তব্যের নিন্দা করেছে আরেক শিখ ধর্মীয় সংগঠন 'শিরোমনি গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি'।

মাত্র গত সপ্তাহে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন মোদি সরকার তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আফগান মুরতাদ বাহিনীকে ২টি হেলিকপ্টার বিনামূল্যে দিয়েছিল। যার মধ্যে একটি (MI-17) গতকাল আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশে বিধ্বস্ত হয়, যার ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৭জন ক্রু নিহত হয়।

বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ হিসাবে আফগান সরকারের পক্ষহতে জানানো হয় যে, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে MI-17 বিধ্বস্ত হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক আল-কায়েদার সবচেয়ে দূর্ধর্ষ ও শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করেছেন।

যার ধারাবাহিকতায় গত ১৩ অক্টোবর সোমালিয়ার জোহার প্রদেশের মন্ত্রি "আলী আব্দুল্লাহ হাসান" এর ইরতিদাদ প্রমাণীত হওয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আদালাত তার উপর হদ কায়েমের রায় দেয়। পরে ইসলামী আদালতের রায় অনুযায়ী জনসম্মুখে তার উপর হদ কায়েম (তাকে হত্যা) করা হয়।

১৬ই অক্টোবর, ২০১৯

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত জমির বিবাদ নিয়ে যেকোনো দিন রায় ঘোষণা করতে পারে ভারত মালাউনদের সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু এরই মধ্যে নতুন আরেকটি ইস্যু দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *এনডিটিভির* বরাতে জানা গেছে, মালাউন মুশরিকদের বাতিল দীপাবলি উপলক্ষে বিতর্কিত এই ভূমিতে মাটির প্রদীপ জ্বালানোর অনুমতি চেয়েছে উগ্র হিন্দু পরিষদ। অন্যদিকে এই মামলায় মুসলিমদের পক্ষের আইনজীবী হাজি মেহবুব দাবি করেছেন সেখানে নামাজ পড়ার। এ নিয়ে অযোধ্যায় দেখা দিয়েছে উত্তেজনা।

ফলে অযোধ্যায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। সেখানে চার বা তার বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহন্ত নয়ন দাস বলেছে, পুরো অযোধ্যা যখন দীপাবলিতে আলোকিত হবে, তখন রাম লাল্লা কেন অন্ধকারে থাকবে? আমরা বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে অনুমতি চাইবো।

এদিকে মুসলিম আইনজীবী হাজি মেহবুব বলেন, বিতর্কিত জায়গায় যদি ভিএইচপিকে প্রদীপ জ্বালানোর অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে মুসলমানরাও সেখানে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইবে।

১৪৪ ধারার ব্যাপারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুজ কুমার ঝার নিজের টুইটবার্তায় লেখেছে, অযোধ্যা জমি মামলার রায় প্রত্যাশায় ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলায় জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের লাগমান প্রদেশের "আলিশানক" জেলায় ১৬ অক্টোবর সকাল বেলায় জেলা সুরক্ষা সদর দফতর টার্গেট করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "সাঈদ নানগাহারী" রহ. নামক একজন তালেবান মুজাহিদ শক্তিশালী বিস্ফোরক ভর্তি একটি ট্রাক দ্বারা শহিদী হামলা চালান।

আল্লাহ্ ভীরু জানবায তালেবান মুজাহিদের পরিচালিত উক্ত শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর সুরক্ষা সদর দফতরটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, এছাড়াও সুরক্ষা সদর দফতরের পাশে থাকা গোয়েন্দা ও গভর্নর সদর দফতরেরও অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে যায়।

শহিদী হামলাটি চালানোর সময় আফগান মুরতাদ বাহিনীর সুরক্ষা সদর দফতরে ১০০ সেনা ও পুলিশ সদস্য অবস্থান করছিল। এখন পর্যন্ত ৩৮ মুরতাদ সদস্যদের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করা হয়েছে। বাকি সেনারা এখনো ধ্বংসস্তূপের নিছে পড়ে আছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, সুরক্ষা সদর দফতরে থাকা সকল মুরতাদ সদস্যই নিহত হয়েছে।

সিরিয়ার ইদলিব সিটির "মাদায়া" এলাকায় গত ১৪ অক্টোবর কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর সেনা সমাবেশকে টার্গেট করে দূর্পাল্লার ভারী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালান আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদগণ। যার ফলে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ ও শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর অনেক সেনা হতাহত হয়।

পরে এই সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দায় স্বীকার করে আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী তানযিম "আনসারুত তাওহীদ"।

ভারত-জবর দখলকৃত কাশ্মীরে দশম গ্রেডের ছাত্র আফান পক্ষকাল কাটিয়েছে একটি কারাগারে। এই অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার ভারতীয় মালাউনদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কঠোর পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে (পিএসএ)মামলা করেছিল পুলিশ।

আনাদুলু এজেন্সির বরাতে জানা যায়, সে যে কিশোর, এই মর্মে তার স্কুল থেকে দেয়া একটি নথি আদালত গ্রহণ করে তাকে মুক্তির আদেশ দিয়েছিল। আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর রাতের অভিযানে যেসব শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে পাঠায় আফান তাদেরই একজন। আফানের বাবা মঞ্জুর আমদ গনাই বলেন কারাগারে এক পক্ষকাল কাটানোর পর পুরোপুরি বদলে গেছে তার ছেলে।

রাজ্যের হাইকোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস কমিটি ১৪৪ জন কিশোরের গ্রেফতার নিশ্চিত করেছে। ৩৬ জনকে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে হারওয়ানের জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে।

৯ বছরের বালকসহ অন্যান্য বেশির ভাগ শিশুর বিরুদ্ধে দাঙ্গা সৃষ্টি, জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ওপর পাথর নিক্ষেপের মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে।

আনাদুলু এজেন্সি অনেক শিশুর পরিবারের সন্ধান পেয়েছে যারা দাবি করছে যে তাদের সন্তানেরা অবৈধভাবে কারাগারে রয়েছেন, আদালতে তাদের বিষয়টি জানানো হয়নি এবং তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে।

তারা বলেন, পুলিশের হেফাজতে, কারাকক্ষে ও আদালতের শুনানিতে অনেক দিন অতিবাহিত করার পর আদালতের নির্দেশে মুক্তি পাওয়া শিশুরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

আনাদুলু এজেন্সিকে গনাই বলেন, আফান খুবই বিষণ্ন ও সন্ত্রস্ত্র। তার পুরো দেহে ব্যথা রয়েছে। তার পিঠে ক্ষত দৃশ্যমান।

তার গ্রেফতারের সুপারিশে বলা হয়েছিল, তাকে দুই বছর আটক রাখা যাবে। সে সহিংসতায় নেতৃত্ব দিয়েছিল, দেশবিরোধী স্লোগান দিয়েছিল। সরকার প্রমাণ করতে পারবে যে সে প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু আদালত স্কুলের সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। তাতে লেখা ছিল যে তার জন্ম হয়েছে ২০০৩ সালে।

তিনি বলেন, আমার ছেলেকে অন্যান্য অপরাধীর সাথে একটি ছোট্ট সেলে রাখা হয়েছিল। এটা তার মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, এ ধরনের কঠোর আচরণ কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

এক সপ্তাহ কাশ্মীরে অতিবাহিত করে ভারতীয় নাগরিক সমাজের গ্রুপ ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ওম্যানও বিচার বিভাগীয় কমিটি শিশু গ্রেফতারের যে সংখ্যা উল্লেখ করেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। গ্রুপটি দাবি করেছে, ৫ আগস্টের পর থেকে তারা ১৪ বছরের সহ ১৩ হাজার শিশুকে গ্রেফতার করার বিষয়টি জেনেছে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে এসব শিশুকে কারাগারে আটক রাখা ও নির্যাতনের জন্য চড়া মূল্য দিতে হতে পারে। অ্যাডভোকেট শাফকাত নাজির বলেন, এটা টাইম বোমার মতো। বয়স্কদের চেয়ে শিশুদের ওপর নির্যাতন চালানো আরো বিপজ্জনক। এটা হলো তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও স্বাধীনতাকামী হওয়ার জন্য তৈরী করা।

শ্রীনগর নগরীর উমর (১৫) পুলিশ হেফাজতে ছিল ১১ দিন। সে জানায়, থানায় তাকে প্রহার ও নির্যাতন করা হয়েছিল। আমাকে চড় দেয়া হয়েছিল, মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। এটা আমাকে সারা জীবনের জন্য বদলে দিয়েছে। জানি না কী করব।

এদিকে, শিশু-কিশোরদের গ্রেফতার করা মাত্রই তাদের বন্ধু ও স্কুল মেটদের মধ্যে ক্রোধ বাড়ে। আটক শিশুরা আটক কেন্দ্র থেকে ফিরে এসে তাদের ওপর চালানো নির্যাতনের বর্ণনা দেয়। এতে প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

টিলা, যেগুলোকে মহান রব পৃথিবীর পেরাগ হিসাবে ব্যাবহার করেছেন। পাহাড়িয় এই ভূমীকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে সবুজ শ্যামলে ভরা গাছ-পালা ও পাহাড়িয় ঝার্ণাগুলো।

কিন্তু প্রাকৃতিক সুন্দর্যে ভরা এই ভূমীকে কুৎসিত করে তুলেছে দখলদার ও তাদের এদেশীয় গোলামরা। ইনশাআল্লাহ্, খুব শীঘ্রই এই ভূমী আবার সজিবতায় ভরে উঠবে। যার প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শকদের চোখ জোড়াবে আর সে এই সুন্দর্যতা দেখে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে থাকবে।

আমরা এখন প্রাকৃতিক যেই দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হল আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের চিনার্তো জেলার। বর্তমানে এই অঞ্চলটি ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

https://alfirdaws.org/2019/10/16/27981/

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "হিজবুল আহরার" ও " তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" এর জানবায মুজাহিদগণ নাপাক মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মাঝে ১৪ অক্টোবর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে হিজবুল আহরার মুজাহিদদের মাইন হামলায় ১ নাপাক সেনা নিহত এবং আরো ১ নাপাক মুরতাদ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে পাকিস্তানের বাজুর ইজেন্সীতে তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদদের ২টি পৃথক স্নাইপার হামলায় ২ নাপাক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে বড় জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে গত ১৪ অক্টোবর ১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল ও বরকতময়ী অভিযানটি পরিচালনা করেন পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "শামী-খাইল" এলাকায়। মুজাহিদগণ উক্ত এলাকাটিতে মুরতাদ বাহিনীকে শিকার করার জন্য ২টি রিমোর্ট কন্ট্রোল মাইন পৃথক পৃথক জায়গায় পুতেরাখেন।

প্রথম পর্বে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সদস্য রাস্তায় পুতেরাখা দ্বিতীয় মাইন হামলার শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। দ্বিতীয় পর্বে নিহত সেনাদেরকে উদ্ধার করতে আসা পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি

গাড়ি ১ম মাইন হামলার শিকার হয়। এতে গাড়ি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি তাতে থাকা ৮ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

আল-কায়েদা আফ্রিকান শাখা "উকবা বিন না'ফেয়" (AQIM) এর জানবায মুজাহিদগণ গত ১৪ অক্টোবর দক্ষিণ তিউনিসীয়ার "বঞ্জারাট" অঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তিউনিসীয়ান মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, "আল-আখবারুল আফ্রিকিয়্যাহ" এর বরাতে জানা যায় যে, AQIM এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল গেরিলা হামলার ফলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ২ সন্ত্রাসী সেনা এবং তিউনিসীয়ান মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা সদস্য নিহত হয়। এছাড়াও তিউনিসীয়ান মুরতাদ বাহিনীর আরো ১ সেনা গুরুতর আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে গত ১৪ অক্টোবর রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর "হালানী" সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় ৬ ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ৫ এরও অধিক আহত হয়।

এমনিভাবে ১৫ অক্টোবর বাইদাওয়ে শহরে ইথিউপিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যাতে ৪ কুফ্ফার সেনা নিহত এবং আরো ২ কুফ্ফার সেনা আহত হয়।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম এর জানবায মুজাহিদগণ শামের উত্তপ্ত যুদ্ধের ময়দানে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ জোট ও কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ১৩ অক্টোবর সিরিয়ার হামা সিটির "জুরাইন আন-নাসীরিয়্যাহ" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ জোট ও কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসীদের অবস্থানে 107 mm শক্তিশালী রকেট হামলা চালিয়েছেন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ। যার ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সদস্য হতাহতের শিকার হয়, এবং তাদের অবস্থান কেন্দ্রগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতী হয়।

https://alfirdaws.org/2019/10/16/27968/

১৫ই অক্টোবর, ২০১৯

গত ৫ আগস্ট তড়িঘড়ি করে ভারত জবরদখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে। হাজার হাজার কাশ্মীরী রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্টজনদেরকে কোন ধরনের অভিযোগ ছাড়াই আটক করে এবং সেখানকার ইন্টারনেট ও ফোন সেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।।

দুই মাসের বেশি সময় চলে গেলেও এখনও অবরুদ্ধ অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। শত শত রাজনীতিবিদ, একাডেমিক ও অধিকার কর্মী এখনও আটক রয়েছেন, যাদের মধ্যে রাজ্যের শীর্ষ নির্বাচিত নেতৃবৃন্দও রয়েছেন।

এছাড়া, নির্বিচারে গ্রেফতার, নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক পেটানো এবং নির্যাতনের খবর প্রতিনিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সী শিশুরাও রয়েছে। *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট* ১৩টি গ্রামের ১৯ জন মানুষের সাথে কথা বলেছে, যারা বলেছেন যে, তাদের উপর ৫ আগস্টের পর নির্যাতন চালানো হয়েছে; তাদেরকে "রড, লাঠি ও তার দিয়ে পেটানো হয়েছে, বিদ্যুতের শক দেয়া হয়েছে, এবং দীর্ঘ সময় ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে"। ভারতীয় মালাউনদের অত্যাচারে আজাদপ্রেমী কাশ্মীরীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

ফলে ক্রমেই কাশ্মীর বড় ধরনের আযাদী আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে এবং অবরুদ্ধ উপত্যকার চারপাশে চক্কর দিলে এর আগাম পূর্বাভাস কারো দৃষ্টি এড়াবে না। কোনো নীরব উদ্যানে জনা বিশেক ছেলেই হোক (তাদের প্রত্যেকের আছে সামরিক বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হওয়ার স্মৃতি) কিংবা বন্ধ দোকানের বাইরে সমবেত অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকই হোক (স্নাইপারদের দিকে নজর রেখেই তারা কথা বলে), সবাই নয়া দিল্লির বিরুদ্ধে ক্রোধে ফুঁসছে। জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করার পর তীব্রবেগে এই ক্রোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সবার মুখে একই কথা: আমরা ভারতীয় মালাউনদের ছেড়ে দেব না।

শ্রীনগর, বান্দিপোরা, সপোর, পুলওয়ামা ও সোফিয়ানে নানা শ্রেণি-পেশার লোকজনের সাথে আলোচনায় করে সংবাদ মাধ্যম *ফ্রন্ট লাইন জানিয়েছে,* , দিল্লিতে মালাউন সন্ত্রাসী বিজেপির সরকারের অধীনে তাদের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার কোনো আশা নেই। তারা বলছে রাজপথে বিক্ষোভ আপাতত বন্ধ থাকার মানে এই নয় যে জনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সাপোরের ইকবাল মার্কেটের একজন জানালেন, এটা আরো বিপুল বেগে ধেয়ে আসতে যাচ্ছে।

১৯৮০ সাল থেকে কাশ্মীর বিদ্রোহ নিয়ে লেখালেখিতে নিয়োজিত শ্রীনগরের এক সিনিয়র বাসিন্দা আশঙ্কা করছেন যে আসন্ন শীতকালটি হতে পারে 'কয়েক দশকের মধ্যে উত্তপ্ত।'

উপরে যে লেখকের কথা বলা হয়েছে, তার মতে, প্রতিরোধপন্থী নেতাদের আটক করে সরকারই নিজের স্বার্থই ক্ষুণ্ন করছে। তিনি বলেন, নেতাহীন সংগ্রাম আরো তীব্র ও রক্তক্ষয়ী হতে পারে। হুরিয়াতকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেয়া হলে কী হতো কল্পনা করে দেখুন। তারা বিক্ষোভের একটি পঞ্জিকা তৈরি করত। বন্ধ পালন করত ধাপে ধাপে, আর তা একপর্যায়ে প্রশমিত হয়ে পড়ত। অতীতে এমনই দেখা গেছে।

রাজ্যের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা একান্ত আলাপচারিতায় স্বীকার করেছেন যে সরকার মনে করছে না যে লোকজন বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে। সরকারের মতে, তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের পর সরকার এক মাসের মধ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে বিক্ষোভকারীরা হাল ছেড়ে দেবে।

কিন্তু এই সাংবাদিককে এক আমলা বলেন, বিষয়টি এত সহজ হবে না। সোফিয়ানের পিনজুরার লোকজনের ক্ষোভের কথা এখানে বলা যেতে পারে। এখানে এক দিন পরপরই ঘেরাও করে নিরাপত্তা বাহিনী। চলতি বছরের প্রথম দিকে পেলেটে একটি চোখ হারানো ২৫ বছরের এক তরুণ জানান, আমরা রাতে ঘুমাতে পারি না। অন্ধকারে সামরিক বাহিনীর লোকজনের আগমন টের পাই। তবে তারা নিজেরা নিজেদের জীবন নিয়ে যতটা না ভীত, তার চেয়ে তাদের বাড়ির নারীদের ইজ্জত নিয়ে বেশি শঙ্কিত। কারণ নারীরা ঘরের ভেতরেই থাকেন।

তার এই কথা বলার সময়ই আরো কয়েকটি ছেলে সমবেত হয়। তাদের একজন জানান, মালাউন মোদির সময় আমাদের কাছে মাত্র দুটি বিকল্পই আছে। একটি হলো আত্মহত্যা করা কিংবা লড়াই করে শেষ হয়ে যাওয়া। ইসলাম আত্মহত্যার অনুমতি দেয় না। এ কারণে আমাদের লড়াইই করতে হবে। ক্ষুব্ধ তরুণেরা চান্দগাম গ্রামে ইয়ারব আহমদ বাট নামের এক কিশোরের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে। সেনাবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে সে আত্মহত্যা করেছিল। ছেলেরা জোরালোভাবে জানায়, তারা চরম পদক্ষেপ গ্রহণের চেয়ে বরং মুজাহিদই হবে। কেন আত্মহত্যা করব? কেন নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?

সোফিয়ান, পুলওয়ামা, সোপর ও বন্দিপোরে রাতে বাড়ি বাড়িতে তল্লাসির সময় ও ডিটেনশন ক্যাম্পে সেনা নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই বলছে, রাতের বেলায় অভিযান চালিয়ে ছোট ছোট ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আবার অনেক শিশু অভিযোগ করছে, তাদেরকে প্রায়ই সেনা সদস্যরা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সোফিয়ানের এক কিশোর জানায়, তারা আমাদের মনে ভয় ধরানোর জন্য এভাবে ডেকে যায়। তবে সে জানায়, এর ফলে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব আরো তীব্র হচ্ছে।ফলে কাশ্মীরীদের মধ্যে আরো বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। পিনজারার এক তরুণ জানান, এখন প্রয়োজন কোরবানির, আর আমরা সেজন্য প্রস্তুত।

সপোরে স্থানীয় লোকজন জানায়, স্বাধীনতাকামীদের দলে ভর্তি হওয়ার হার অনেক বেড়ে গেছে। একজন জানান, এই হার ১৯৯০ সালের চেয়েও বেশি।

কাশ্মীরীরা ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায়। এক পরিবহন ব্যবসায়ী বলেন, আপেল মওসুমে তার ট্রাকগুলো ৬০০-এর মতো ট্রিপ দেয়। এবার তার ট্রাকগুলো চলেনি। এতে তার ক্ষতি হয়েছে ছয় থেকে আট লাখ টাকা। কিন্তু তবুও তিনি বলছেন, প্রতিরোধ চালানোই দরকার।

মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি অংশও মনে করছে, তাদের ওপর হামলা হতে পারে। বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ আশঙ্কা করছে, তারাই হতে পারে স্বাধীনতাকামীদের সহজ শিকার।

ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা, পুলিশ ফাঁড়ির লকআপে এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে। মৃতের নাম এনামুল খান (৫০)। তার বাড়ি নিয়ামতপুর গ্রামে। *দ্যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রে জানা যায়, গত* রবিবার মিল্কী পুলিশ ফাঁড়ির সন্ত্রাসী অফিসারেরা সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং কনস্টেবলদের নিয়ে নিয়ামতপুর এলাকা থেকে মুসলিম যুবক এনামুল খান নামে এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায়। এরপরই পুলিশ ফাঁড়িতে এনামুল খানের উপর অধিক টর্চারে মৃত্যু হয়। আর এই ঘটনায় পরিবারের লোকেরা এনামুল খানকে পুলিশ ফাঁড়ির লকআপে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

মৃতের এক ভাই জলিল খান বলেন, ‘জুয়া খেলার মিথ্যা অভিযোগে দাদাকে মিল্কী পুলিশ ফাঁড়ির অফিসারেরা ধরে নিয়ে গেয়েছিল। সুস্থ ,স্বাভাবিক অবস্থায় দাদা গিয়েছিল। হঠাৎ করে তার কি করে মৃত্যু হতে পারে তা ভেবে পাচ্ছি না । পুলিশ বলছে দাদা নাকি অসুস্থ ছিল । যদি অসুস্থই হতো তাহলে ফাড়ি সংলগ্ন মিল্কি গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে সেখানে কেন তাকে ভর্তি করা হলো না। বরঞ্চ দাদার মৃতদেহ ফেলে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে কর্মীরা উধাও হয়ে যায়। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন পরিবারের লোকেরা। পুলিশ দাদাকে লকআপে পিটিয়ে খুন করেছে। এই ঘটনার পর পরিবারের লোকেরা গিয়ে ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু কেউ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর চালায় নি। পুলিশের ওপর হামলাও করে নি । কারা পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন দিল এবং ভাঙচুর করল তা বলতে পারব না।’

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাবুল শেখ বলেন, ‘এনায়েতপুর এলাকায় রবিবার রাতে তিনটি পুলিশের ভ্যান জুয়া খেলার ঠেকগুলোতে অভিযানের নামে পুলিশ এনামুলকে ধরে নিয়ে যায়। ধরেই পুলিশ তাঁকে প্রচুর মারধর করে। পরে জানতে পারি পুলিশ ফাঁড়িতে এনামুলের মৃত্যু হয়েছে। যখন আমরা যাই দেখি ফাঁড়িতে কোন পুলিশ নেই । এনামুলের দেহ পুলিশ ফাঁড়ির একটি বেঞ্চের উপর রাখা রয়েছে। পরিবারের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপরে এই ভাঙচুর এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে।’

লকআপে এক বন্দীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে ক্ষুব্ধ মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীদের একাংশ পুলিশ ফাঁড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের তিনটি গাড়ি।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার মোশারফ হোসেন নামে এক কনেস্টবল ইয়াবা ট্যা'বলেট ক্রয়ের সময় জনতার হাতে গ'ণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার (১৩ অক্টোবর) রাত ১১টায় ঠাকুরগাঁও সত্যপীর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রিয় ডট কমের সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ কনেস্টবল মোশারফ রাত ১০টা দিকে শহরের সত্যপীর ব্রিজ এলাকায় এক ব্যক্তির কাছে ই'য়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ করতে গেলে বাকবিতণ্ডা হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজন বিষয়টি জানতে পারলে ওই পুলিশ সদস্যকে ধরে ফেলে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ধরে বে'ধড়ক মা'রপিট করে।

পরে পুলিশের অন্যান্য সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থলে এসে ওই কন'স্টেবলকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী জীবন জানায়, পুলিশ সদস্য মোশারফ প্রতিনিয়ত নে'শাগ্রস্ত হয়ে

সত্যপীর ব্রিজ এলাকায় চাঁদাবা'জিসহ সাধারণ মানুষকে হয়রানি করত। বিভিন্ন সময়ে ই'য়াবা ট্যাবলেট পকে'টে ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের কাছে মোটা অং'কের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অ'ভিযোগও রয়েছে তার বি'রুদ্ধে।

আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ এর মুজাহিদগণ দীর্ঘদদিন যাবত ইয়েমেনের কাইফা শহরে সন্ত্রাসী খারেজী গোষ্ঠী আইএসদের ফেতনা থেকে জিহাদের পবিত্র ভূমি ইয়েমেনকে নিরাপদ রাখতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ১২ অক্টোবর ইয়েমেনের কাইফা শহরের বিভিন্ন স্থানে আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা ৪টি অভিযান চালিয়েছেন আনসারুশ শরিয়াহ এর মুজাহিদগণ।

যার ফলে সন্ত্রাসী আইএস সদস্যদের অনেক খারেজী সদস্য হতাহতের শিকার হয়, এছাড়াও ১ সদস্য মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন গত ১২ অক্টোবর সোমালিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত দেশটির বিষেশ ফোর্সের উপর ২টি পৃথক সফল অভিযান চালিয়েছেন।

যার ফলে শাবলী সুফলা প্রদেশে পরিচালিত হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের একটি হামলায় নিহত হয় ৩ সেনা এবং আহত হয় আরো ১০ সেনা।

অন্যদিকে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় নিহত হয় ৩ মুরতাদ সেনা এবং আহত হয় আরো ৭ মুরতাদ সেনা।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত দুই সপ্তাহ যাবত তোরাবোরায় আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে আসছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, ইতিমধ্যে তোরাবোরায় আইএস সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অধিকাংশ এলাকাগুলোই নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে তোরাবোরায় সন্ত্রাসী আইএসদেরকে রক্ষাকরতে ক্রুসেডার মার্কিন ড্রোনগুলো অনবরত তোরাবোরায় তালেবান মুজাহিদদের উপর হামলা চালাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, ক্রুসেডার আমেরিকার সহায়তার পরেও তোরাবোরায় রক্ষা পাচ্ছেনা খাওয়ারীজ আইএস সন্ত্রাসীরা, একেরপর এক এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে তারা।

তোরাবোরায় তালেবান মুজাহিদগণ আজও আইএস সন্ত্রাসীদের থেকে বেশ কিছু এলাকা মুক্ত করেছেন। এসময় মুজাহিদগণ তাদের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বিপুল পরিমান যুদ্ধাস্ত্র উদ্ধার করেন। এছাড়াও আইডি বিস্ফোরক নির্মাণের ৩টি কারখানা, ৪ টন বিভিন্ন ধরণের বিস্ফোরক, 26টি আরপিজি-7,19টি পিকেএম, 73টি একে- 47,2টি মর্টার, 3টি স্নাইপার, 1টি জেডপিইউ-1 (14.5 M.M.),9টি- গাড়ি।

গোটা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মায়ানমার রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর আবারও ভয়াবহ গণহত্যা চালানোর জন্য প্রস্তুত দেশটির বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা। যেকোনো সময় যেকোনো মিথ্যা অজুহাতে তা শুরু হতে পারে। পরিস্থিতি দেখে এমনটাই মনে করছেন অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ। সম্প্রতিক সময়ে দেশটির ন্যাড়া বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার সহস্র মজলুম মুসলিম ঘর-বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছে।

মুসলিম চিন্তাবিদরা মনে করছেন, এই ন্যাড়া বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা এর মাধ্যমে পরীক্ষা করছে যে, সম্ভাব্য গণহত্য শুরু হলে জাতিসংঘ আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব কি হতে পারে।

আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলিমকে একটি অঞ্চলে (সম্ভাব্য জেনোসাইড জোন) আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যেখান থেকে তাদের বের হতেও দেওয়া হচ্ছে না। উক্ত অঞ্চলের চারিদিকে কুলাঙ্গার মায়ানমার বাহিনী মাইন বিছিয়ে রেখেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই নিরীহ ও নিরস্ত্র মুসলিমরাই হবে মায়ানমায়ের পরবর্তী গণহত্যার শিকার।

https://1.top4top.net/m_1382c1ep41.mp4

আজ থেকে ৫ বছর পূর্ব অর্থাৎ ২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর শাহাদাত বরণ করেছিলেন আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার অধীনস্ত লিবিয়ান শাখা জামাআত আনসারুশ শরিয়াহ্ এর আমীর শাইখ (আবু মুসআব) মুহাম্মাদ আজ-জাওয়াহী তাকাব্বালাল্লাহ।

যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লিবিয়ায় ক্রুসেডার আমেরিকা, তাদের মিত্র ও কুফ্ফার মুরতাদ বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে সাহসীকতার সাথে লড়াই চালিয়ে গেছেন। বেনগাজিসহ লিবিয়ার বড় বড় কয়েকটি প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতেও সক্ষম হন। আর এমন সময়ই উথ্যান হয় খাওয়ারেজ বাগদাদীর। লিবিয়াতেও তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয় আল-কায়েদার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই মহান নেতা খুব ধর্যের সাথে সেখানকার খাওয়ারীজদেরক বুঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু খাওয়ারীজরা এই মহান নেতার কোন কথাকেই মেনে নেয়নি, তারা আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রীত এলাকাগুলো দখল করার জন্য আল-কায়েদা লিবিয়ান শাখার উপর হামলা চালাতে থাকে। যেমেনটি তারা শামে করেছিল।
দো'আ করি আল্লাহ্ তা'আলা লিবিয়াতে আবারো মুজাহিদদেরকে তামকিন দান করুন এবং কুফ্ফার, মুরতাদ ও খাওয়ারিজদেরকে উপদস্ত ও লাঞ্চনাময় পরাজয় দিন, আমিন।

হিন্দু সন্ত্রাসী অমিত সাহার নেতৃত্বে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার দাবিতে রাজধানীর মতিঝিলে বিক্ষোভ করেছেন তার সাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আজ (সোমবার) দুপুর ১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম পরে নটরডেম কলেজের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বের হন।

মিছিলটি শাপলা চত্বরে আসলে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ বাধা দেয়। পরে শাপলা চত্বরে রাস্তার ওপর বসে ও দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন তারা।

‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর আবরার’, ‘ফাঁসি, ফাঁসি, ফাঁসি চাই, খুনিদের ফাঁসি চাই,’ ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে,’ ‘ অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘আর নয় অনাচার, এবার চাই সুবিচার’- শিক্ষার্থীদের এ ধরনের স্লোগানে কম্পিত হয়ে উঠে মতিঝিল এলাকা।

এসময় ছাত্রদের অবস্থানের কারণে রাস্তায় যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

এরপর লাইসেন্সধারী সন্ত্রাসী পুলিশ এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।

রাস্তা ছেড়ে দেয়ার পর ছাত্ররা কলেজ গেটে জড়ো হয়ে আবার বিক্ষোভ শুরু করেন।

ইনসাফ২৪ এর বরাতে জানা যায়, ছাত্রদের দাবির বিষয়ে একজন শিক্ষক বলেন, ছাত্রদের দাবির সঙ্গে আমরা একমত।

নটর ডেম কলেজের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন, আবরার ফাহাদ নটর ডেম কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এই অনুভূতির জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা হয়ত রাস্তায় নেমেছে। বুয়েটে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা মর্মাহত, আমরাও এর বিচার দাবি করছি।

বরগুনায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভারতীয় জেলেরা ইলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের জেলেরা। খবর ইনসাফ২৪ এর।

প্রজনন মৌসুমে আগামী ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞা মেনে জাল গুটিয়ে বসে আছেন দেশের জেলেরা। নিষেধাজ্ঞার এই সময়টাতে ইলিশ শিকারী জেলেরা বেকার সময় কাটালেও বসে নেই ভারতীয় জেলেরা।

তাদের অভিযোগ, প্রতিদিনই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করে ইলিশ শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে। একই অভিযোগ ট্রলার মালিক সমিতিরও।

মৎস্য বিভাগের দাবি, প্রজনন মৌসুমের নিষেধাজ্ঞার সময়ে কেউ যাতে ইলিশ শিকার করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক তারা। তবে, সমুদ্রসীমায় ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশের কথা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে জানায় বরগুনার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদীন গত শনিবার কেনিয়ার উত্তর-পূর্ব গারিসা শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর কমান্ডোদের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে আইডি বিস্ফোণ ঘটান। যাতে অনেক কমান্ডো হতাহতের শিকার হয়।

পরে ১২ অক্টোবর কেনিয়ার প্রেস সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে দেশটির রাষ্ট্রপতি "আউহুরু কেনিয়াট্টা" তাদের ১১ কমান্ডো নিহত হবার সংবাদ নিশ্চিত করে, এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি সে সমবেদনা জানায়।

একই দিনে কেনিয়ার গারিসা প্রদেশে অবস্থিত দেশটির কুফফার পুলিশ সদস্যদের একটি টহলরত দলের সামরিকযান টার্গেট করে আইডি বিস্ফোরকের মাধ্যমে বোমা হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন। পুলিশ সদস্যদের উক্ত টহল দলটি তখন সোমালিয়া ও কেনিয়ার সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিল।

মুজাহিদদের উক্ত আইইডি বোমা হামলায় ১০ পুলিশ সদস্য নিহত হওয়াসহ তাদের সামরিকযানটি ধ্বংস করার দায় স্বীকার করে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীগুলোর উপর ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ১২ অক্টোবর থেকে আলেপ্পো সিটির "খান তুমান" ও "তিল্লাতুস সাওয়ারিখ" এলাকায় আজ ৩দিন যাবৎ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ ও শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী গুলোর দূর্ঘ ও অবস্থান কেন্দ্রগুলোতে মর্টার ও শক্তিশালী রকেট হামলা চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের এসকল সফল হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর দূর্ঘ ও অবস্থান কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি অনেক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হচ্ছে।

https://alfirdaws.org/2019/10/15/27913/

ফটো রিপোর্ট || আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন

https://alfirdaws.org/2019/10/15/27910/

১৪ই অক্টোবর, ২০১৯

নয়া দিল্লির মালাউন সরকার গত ৫ আগস্ট মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা বাতিল করার পর সেখানে যে অবরোধ আরোপ করা হয় তা কাশ্মীরীরা কীভাবে মোকাবেলা করছে তার ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরে একটি নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন চার শিক্ষাবিদ, এক্টিভিস্ট ও সাংবাদিকের একটি দল।

দি ওয়্যার সূত্রে জানা যায়, এই ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টে বলা হয়েছে, দোকান-পাট ও অফিস আদালত বন্ধ। কিন্তু এগুলো স্বাধীনতাকামী কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের আহ্ববানে হচ্ছে না। এটা হচ্ছে মূলত ভারত মালাউন শবিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসেবে।

টিমের সদস্যরা অন্তত তিনটি ঘটনায় দেখেছেন, জনগণ তাদেরকে বলেছে যে তারা কিছু পোস্টার দেখেছেন, যেগুলো স্বাধীনতাকামীদের হতে পারে। এগুলোতে জনগণকে তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ বলছেন যে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী তাদেরকে দোকান-পাট খোলা রাখার জন্য বাধ্য করছে।

রিপোর্টে বলা হয়, সব কাশ্মীরীই এসব লোককে নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে। এরাই নির্দেশ দিয়ে কাশ্মীরীদের আটক করাচ্ছে। তাই তাদের নির্দেশ অমান্য করার বিষয়টি তাৎপর্যবহ ও সাহসিকতাপূর্ণ। এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ

কাশ্মীরী এই পথ বেছে নিয়েছেন। দোকান-পাট খোলার নির্দেশ অমান্য করা। আর যতদিন পারা যায় এই আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টে বলা হয়, সত্যি কথা হলো কাশ্মীরী জনগণ সহিংসতায় জড়াচ্ছে না। তারা এখন প্রতিদিন সক্রিয় ও সম্মিলিতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। ভারত রাষ্ট্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও প্রতারিত হওয়ার অনুভুতি তাদেরকে পাল্টা প্রক্রিয়া দেখানোর পথে ঠেলে দিয়েছে, যা মূলত অহিংস প্রতিবাদ।

লেখকরা বলছেন যে অতীতে কাশ্মীরীরা যেভাবে প্রক্রিয়া দেখিয়েছে এবারের ধরণটি তারচে আলাদা। কাশ্মীরের জনগণ আর ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লেনদেন করতে চায় না। সেই জায়গাটি নষ্ট হয়ে গেছে।

রিপোর্টে বলা হয়, কাশ্মীরের সর্বস্তরের মানুষ -আজাদি চায়, অথবা যারা ভারতপন্থী তাঁরাও – সম্মিলিত যন্ত্রণা ও মানসিক আঘাতের শিকার হয়েছে। এগুলো বেশিরভাগ কাশ্মীরীকে নীরব প্রতিবাদকারীতে পরিণত করেছে।

রিপোর্টে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয় যে এই নীরব প্রতিবাদ ও আইন অমান্য হলো আসন্ন প্রবল ঝড়ের আগের শান্ত অবস্থা মাত্র।

টিম জানায় যে তারা জম্মুতে ভিন্ন অবস্থা দেখেছেন। বেশিরভাগ ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন যে তাদের প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে।

রিপোর্টে ভারত সরকার, বিচারবিভাগ, নাগরিক সমিতি, মিডিয়া ও মনবাধিকার সংগঠনগুলোর মন্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে।

এতে অবিলম্বে অনুচ্ছেদ ৩৭০ ও ৩৫এ পুনর্বহাল ও জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে সরকারের প্রতি যোগাযোগের সকল ব্যবস্থা খুলে দেয়া, রাজনৈতিক নেতা ও নাগরিক এক্টিভিস্টদের মুক্তি এবং সেনা ও প্যারামিলিটারি বাহিনীকে প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়। রাজ্যটিতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সেখানকার বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

বিভিন্ন আদালতে অন্যায়ভাবে দায়ের করা মামলাগুলো জরুরিভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে বিচারবিভাগের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে রিপোর্টে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাসুদপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে জোহরুল ইসলাম (৩০) নামে এক বাংলাদেশি রাখাল নিহত হয়েছেন। নিহত জোহরুল ইসলাম শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের তারাপুর ঠুটাপাড়া গ্রামের আবদুল কাদিরের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জোহরুল ইসলামসহ কয়েকজন বাংলাদেশি রাখাল গরু আনার জন্য রাত ৩টার দিকে মাসুদপুর সীমান্তে যায়। এ সময় ভারতের শোভাপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সন্ত্রাসীরা গুলিবর্ষণ করলে জোহরুল ইসলাম

নিহত হন। তার সাথীরা জোহরুলের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসলে পরিবারের লোকজন তার নানীর বাড়ি বালুটুঙ্গি এলাকায় তাকে দাফন করে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে বিভিন্ন সময় লোকদেখানো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও এখনো থামছে না নিরস্ত্র নাগরিক হত্যা।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন অধিকার তাদের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এ বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এ ন'মাসে বিএসএফের হাতে ২৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন, অপহরণের শিকার হয়েছেন আরও ১৭ জন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৪,০৯৬ কিলোমিটার (২,৫৪৫ মাইল) দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানায় চোরাচালান ও বাংলাদেশ থেকে কথিত অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর বিতর্কিত শ্যুট-অন-সাইট (দেখামাত্র গুলি) নীতি বহাল আছে, যার প্রেক্ষিতে বিএসএফ সন্ত্রাসীরা অকারণে গুলি করতে পারে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় গুলি চালনার ঘটনা ছাড়াও বিএসএফ সন্দেহভাজনদের আক্রমণাত্মক ভীতি প্রদর্শন, নিষ্ঠুরভাবে প্রহার এবং নির্যাতন করে থাকে বলে প্রায়ই গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষকগণ মনে করছেন, ভারতের সাথে এত উদার নীতির নামে নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণের সীমান্তে একের পর এক মুসলিমকে হত্যা করে চলেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ। আর ভারতীয় দালাল জনসমর্থনহীন সরকারের পক্ষে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষার চেয়ে নিজেদের গদি রক্ষা করাটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

উগ্র হিন্দুত্ববাদের নির্মমতার শিকার হয়ে কদিন পরপরই যেখানে নানাভাবে নিগ্রহ নিপীড়ন এমনকি হত্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ভারতের মুসলমানেরা, সেখানে নতুন এক দাবি করেছে ভারতের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভগত। সে বলেছে, ভারতে বসবাসকারী মুসলিমরা বিশ্বের সবচেয়ে সুখী জনগোষ্ঠী।।

গত শনিবার (১২ অক্টোবর) মালাউন মুশরিকদের বিজয়া দশমী উপলক্ষে রাজধানী নয়াদিল্লিতে আয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে সে এই ভ্রান্ত দাবি করে।

সে বলেছে, হিন্দুত্ব কোনও ধর্ম, ভাষা বা দেশের নাম নয়। যারা ভারতে বাস করেন, এটি তাদের সংস্কৃতি। আর এ সংস্কৃতির কারণেই মুসলমানেরা সুখে আছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ভারতের ক্ষমতায় আসে কট্টর হিন্দুবাদী রাজনৈতিক সন্ত্রাসী দল বিজেপি। মূলত এর পর থেকেই দলটির উগ্রবাদী কর্মী-সমর্থকরা স্বঘোষিত গো-রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যার অংশ হিসেবে দেশব্যাপী গরু জবাই ও গরুর মাংস খাওয়াকে এক রকম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এমনকি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এরই মধ্যে এসব অপরাধের দায়ে হামলা এবং বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাও ঘটেছে। এ ছাড়া একাধিক মুসলিম গরু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার পর লাশ গাছে ঝুলিয়ে রাখার মতো নির্মম পৈশাচিক অভিযোগও রয়েছে সন্ত্রাসী বিজেপি-আরএসএসের গো-রক্ষকদের বিরুদ্ধে। এসবের পাশাপাশি মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে আসামের এনআরসি তালিকা প্রকাশের দায়ও রয়েছে এই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে।

১২ই অক্টোবর, ২০১৯

ভারতীয় মালাউনদের আগ্রাসনের শিকার কাশ্মীরীদের জনজীবন এখনো স্বাভাবিক হয় নি। অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনী। এমতাবস্থায় বিভ্রান্তমূলক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে কাশ্মীরীদের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে বলা হচ্ছে।

আনন্দ বাজার পত্রিকার বরাতে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের কোনও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় খবর ছিল না। ছিল জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পাতাজোড়া একটি বিজ্ঞাপন। বাসিন্দাদের প্রতি আবেদন— "স্বাধীনতাকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খপ্পরে পড়বেন না, স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করুন "

প্রশ্ন উঠেছে, তবে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা বলে আসছে— মানুষ উন্নয়নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কাশ্মীরে সব স্বাভাবিক? জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের ৬৭ দিন পরে, তা হলে কেন প্রশাসনকে বলতে হচ্ছে, সবাই স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করুন?

অথচ, এখনও বাস চলাচল বন্ধ কাশ্মীরে। মোবাইল ফোন স্তব্ধ, ইন্টারনেট নেই। বন্ধ অধিকাংশ দোকান-বাজারও। এটিএমে টাকা নেই। অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনী। আগস্টের মাঝামাঝি স্কুল খোলার ঘোষণা করেছে প্রশাসন, কিন্তু আজও ক্লাস শুরু হয়নি। কার্যত ঘরবন্দি উপত্যকার নারী-পুরুষ আজ মন দিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপন পড়েছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে ভারতীয় মালাউনরা আযাদপ্রেমী কাশ্মীরীদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাঁদের আযাদীর লড়াই থামিয়ে দিতে চাচ্ছে। সুন্দর সুন্দর কথায় আকাশ কুসুম রঙ্গিন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

কাশ্মীরীদের বিভ্রান্তমূলক সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, "৭০ বছরের বেশি সময় ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনামাফিক অপপ্রচারের সাহায্যে তাঁদের জীবনকে হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংস ও দারিদ্রের নিরবচ্ছিন্ন চক্রাবর্তে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। আপনারা কি তা থেকে মুক্তি চান না?"

বিজ্ঞাপনে ধোঁকাবাজরা আরো বলছে, "বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নিজেদের সন্ততিদের বিদেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া করান, আর সাধারণ ছেলে-মেয়েদের হিংসা, পাথর ছোড়া আর হরতালের পথে যেতে উত্তেজিত করেন। ফের সেই পথই নিয়েছেন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। আপনারা কি এখনও তা সহ্য করবেন? তাঁদের খপ্পরে পড়ে ধ্বংসকে বেছে নেবেন, না কি সাধারণ জনজীবনে ফিরবেন?" এর পরেই কাশ্মীরবাসীর প্রতি আবেদন— স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনযাত্রা শুরু করুন।

ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) বিভিন্ন সময় বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে গুলি করে হত্যা করে। অনেককে আবার পিটিয়েও আহত করে। এমন ঘটনা অসংখ্যবার ঘটলেও এবার ঘটেছে ভিন্ন ঘটনা।

সুরমা টাইমসের বরাতে জানা যায়, বাংলাদেশ সীমান্তে এসে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর এক সদস্য বাংলাদেশের সাইফ আলী (২৩) নামের এক যুক্তরাজ্য প্রবাসীকে বেধড়ক পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। তিনি বিশ্বনাথ উপজেলার দেওকলস ইউনিয়নের সদুরগাঁও গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল আলীর ২য় পুত্র। গত মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে সিলেটের গোয়াইনঘাটের জাফলংয়ে এ ঘটনা ঘটে।

সাইফের বাবা আব্দুল আলী বলেন, আমার স্ত্রী সন্তান নিয়ে মাত্র তিন দিন হয় দেশে এসেছি। দেশের পর্যটন কেন্দ্র দেখানোর জন্য গত মঙ্গলবার 'আমার স্ত্রী সন্তানসহ ৮ জনকে নিয়ে জাফলংয়ে বেড়াতে যাই। সেখানে জিরো পয়েন্টে পানিতে নেমেছিল আমার ছেলে সাইফ। ওই সময় বাংলাদেশের সীমান্তে এসে বিএসএফের এক সদস্য লাঠি দিয়ে তাকে পেটাতে থাকে। এতে সাইফ গুরুতর আহত হয়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঘটনার সময় বাংলাদেশ বিজিবির কেউ টহলে ছিল না। বাংলাদেশের সীমারেখার কোন লেখা বা চিহ্ন ছিলো না। আমরা ব্রিটিশ নাগরিক বলার পরে আরো বেশী মারধর করে। এমনকি আমার মামা লাল মিয়া তাদেরকে না মারার জন্য অনুরোধ করলে তাকেও মারধর করে বিএসএফের সেই সন্ত্রাসী সদস্য। জিরো পয়েন্টে অনেক মানুষ দুই সীমান্তে আসা যাওয়া করছে। কিন্তু আমার ছেলে ব্রিটিশ নাগরিক। সে শুধুমাত্র জিরো পয়েন্টে সাঁতার কাটায় এইভাবে অত্যাচার করা হলো। এই ঘটনার সুষ্টু বিচার দাবি করেন তিনি।

১১ই অক্টোবর, ২০১৯

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলেছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা বলে তারা এ দাবি তুলেছে।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে লেবুবাগানের এক দম্পতি নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। সে ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছে সন্ত্রাসী আরএসএস ও ভিএইচপি। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দাবিও তুলেছে তারা।

দিলীপ ঘোষ বলেছে, কার ওপরে ভরসা করবে এ রাজ্যের মানুষ? আইনশৃঙ্খলা বলে এ রাজ্যে কিছু নেই। পুলিশের ওপর মানুষ আস্থা হারিয়েছে।

আলোক কুমার বলেছে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই। রাজ্যে বিরোধীশূন্য করতে তাণ্ডব, লুট, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও হত্যালীলা চালানো হচ্ছে। রাজ্যে শান্তি–শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সমালোচনার জবাবে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছে, পারিবারিক বিবাদের জেরে হওয়া খুনকে রং লাগিয়ে এখন রাজ্যে অশান্তি ছড়াতে চাইছে সন্ত্রাসী বিজেপি ও আরএসএস। বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে ধামাচাপা দিতে সন্ত্রাসী আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে এখন এ হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে পথে নেমেছে।

ভারতের মিজোরাম রাজ্যে বসবাসকারী চাকমা জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। মিজোরাম সরকার এসব অনুপ্রবেশকারীকে শনাক্ত করতে আসামের মতো এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি কার্যকর করতে চাইছে বলে জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের উত্তর-পূর্বের পাহাড়বেষ্টিত রাজ্য মিজোরামের বেশির ভাগ নাগরিক মিজো সম্প্রদায়ের। পাশাপাশি রয়েছে চাকমারাও। মিজোরামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার অভিযোগ, এই রাজ্যের চাকমারা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে মিজোরামে এসেছে।

জোরামথাঙ্গা গত বছরের নভেম্বর মাসে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়। সে মিজোরামের মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের (এমএনএফ) প্রেসিডেন্ট।

চাকমা মানবাধিকার সংগঠনের নেতা সুহাস চাকমা অভিযোগ করেছে, ১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার থেকে আসা লক্ষাধিক শরণার্থীকে মিজোরামের চাম্পাইয়ে শিবির গড়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ওই শিবির ভেঙে দেওয়ার পরও মিয়ানমারের কোনো শরণার্থীকে মিজোরাম থেকে তাড়ানো হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। অথচ এ বছরের জুলাই মাসে মিয়ানমারের

রাখাইন প্রদেশ থেকে আসা ১১০ জন শরণার্থীকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল মিজোরাম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এসব অনুপ্রবেশের কথা বলল না। বরং লুসাই হিলের আদি বাসিন্দা চাকমাদের তাড়ানোর কথা বলেছে।

১৮৯৮ সালে ইংরেজ আমলে লুসাই হিলকে আসামের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সেই লুসাই হিল ছিল চাকমাদের। এখন সেই লুসাই হিল পশ্চিম মিজোরামের অন্তর্ভুক্ত। চাকমারা তাই নিজেদের মিজোরামের আদি অধিবাসী এবং ভূমিপুত্র বলে দাবি করে। ১৯৭২ সালে লুসাই হিলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে চাকমাদের তফসিলভুক্ত উপজাতির মর্যাদা দিয়ে গঠন করা হয় স্বশাসিত অঞ্চল।

শুরুতে বছরে ১৫ হাজার টন লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ভারতে রফতানি করা হবে। ভারতীয় দালাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে এলপিজি রফতানির ব্যাপারে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) ভিত্তিতে এই বৃহৎ পরিসরে এলপিজি রফতানি শুরু হবে।

জ্বালানি বিভাগ জানায়, ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেডের (আইওসিএল) সঙ্গে দেশের বেক্সিমকো পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে এলপিজি বাণিজ্য করবে। আইওসিএল ত্রিপুরায় এলপিজি বোতলজাত করার পাশাপাশি বিতরণ করবে।

ওমেরা পেট্রোলিয়ামের পরিচালক আজম জে চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বুধবার (৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'একসময় ভারতের ওই অংশে গ্যাস একবারেই ছিল না। রান্নার জন্য তারা কাঠ ব্যবহার করতো। ভারত সরকার তাই গ্যাসের ব্যবস্থা করতে চাইছিল। বাংলাদেশ থেকে গ্যাস নিয়ে তারা ভর্তুকি দিয়ে সেখানকার গ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে চাইছে। এজন্য এলপিজি বাংলাদেশের দুই কোম্পানি বেক্সিমকো ও ওমেরার সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এলপিজি এখনই রফতানি করছে ওমেরা। বেক্সিমকো খুব শিগগিরই শুরু করবে।'

এই উদ্যোক্তা আরও বলেন, 'মোংলা বন্দর দিয়ে এলপিজির কাঁচামাল আমদানি করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি অংশ ঘোড়াশালে নিয়ে গিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে বোতলজাত করে দেশের মধ্যেই সরবরাহ করি। আর অন্য অংশটি রোড ট্যাংকারে করে ত্রিপুরা পাঠাই। সেখানে যে প্ল্যান্ট আছে সেখানেই বোতলজাত করা হয়।'

তিনি জানান, এখন ৪০ থেকে ৫০ টনের মতো এলপিজি রফতানি করা হচ্ছে। প্রথম বছরে তারা ৫ থেকে ১৫ হাজার টন গ্যাস রফতানি করতে চান বলে জানান তিনি।

ভবিষ্যতে এর পরিমাণ বাড়বে কিনা জানতে চাইলে আজম চৌধুরী বলেন, ভারতের এখন যে ফিলিং সেন্টার রয়েছে তার সক্ষমতা কম। ওরা বাড়ালে আমরাও বাড়াতে পারবো। এখন ওদের সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি ১০ থেকে ১৫ হাজার টনের মতো।

তিনি বলেন, কুমিল্লা হয়ে ভারতে গ্যাস যাওয়ার পথটি অনেক দীর্ঘ। তাই চাহিদা বাড়ালে আমরা সীমান্তের কাছে একটি স্টোরেজ করতে পারি। কিন্তু সেটি পুরো নির্ভর করছে তাদের চাহিদার ওপর।

জ্বালানি বিভাগ সূত্র বলছে, বেক্সিমকো ও ওমেরা ছাড়াও আরও কিছু কোম্পানি দেশের বাইরে এলপিজি ব্যবসা সম্প্রসারণের আবেদন করেছে। তবে প্রাথমিকভাবে দুটি কোম্পানিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জ্বালানি বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, অন্য কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে।

তিনি জানান, সব মিলিয়ে সরকার ৫৬টি এলপিজি প্ল্যান্ট নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি বেসরকারি উদ্যোক্তা এলপিজি সরবরাহ করছে। এদের অনেকেই বিপুল বিনিয়োগ নিয়ে এসেছে। কিন্তু চাহিদা না থাকায় সক্ষমতার পুরো উৎপাদন করতে পারছেন না। তাই তাদের রফতানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে দেশের চাহিদা পূরণের পর রফতানি করবে তারা।

জানতে চাইলে জ্বালানি বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছে, 'ভারতে এলপিজি রফতানি হলে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করতে পারবো। এছাড়া আমাদের এখানে কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।'

তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী যেকোনও উদ্যোক্তা যেকোনও পণ্য আমদানি করে পুনঃরফতানি করতে পারেন। দেশের পোশাক কারখানার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'আমরা বিদেশ থেকে কাপড় এনে সেলাই করে আবার বিদেশে পাঠাই। এক্ষেত্রেও তাই; আমাদের বেসরকারি কোম্পানি এলপিজির কাঁচামাল আনবে, এরপর তারা প্রক্রিয়া করে ত্রিপুরায় বিক্রি করবে। এখানে সরকারের কোনও বিষয় নেই।'

বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিদেশ থেকে এলপিজির কাঁচামাল প্রপেন ও বিউটেন আমদানি করে। এরপর দেশেই সেগুলো প্ল্যান্টে মিশ্রণ করে এলপিজি তৈরি করে। বর্তমানে দেশের একটি বড় অংশের মানুষ এলপিজি রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। এর বাইরে দেশে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং মোটর গাড়ির জ্বালানি হিসেবে এলপিজির (অটোগ্যাস) ব্যবহার শুরু হয়েছে। সিএনজির চেয়ে কিছুটা দাম বেশি হলেও পেট্রোলের তুলনায় এলপিজি কিছুটা সাশ্রয়ী।

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) বৃহস্পতিবার ১০ অক্টোবর পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ISI ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এর মধ্যে পাকিস্তানের বাজুর ইজেন্সীর লোওয়াই-মোমান্দ এলাকায় দেশটির সবচাইতে নিকৃষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা ISI এর এক সংবাদ কর্মীকে টার্গেট করে মাইন হামলা চালান TTP এর জানবায মুজাহিদগণ।

যার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ ISI এর সংবাদ কর্মী তাজ-মাহমুদ নিহত হয়। এই হামলার পর পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কর্মরত সকল সদস্যকে সতর্ক করে দেয় তেহরিকে তালেবান, আর যদি তারা এই নিকৃষ্ট কাজ না ছাড়ে তাহলে তারাও তালেবানদের পরবর্তি হামলার শিকার হবে বলেও জানায় TTP।

এদিকে জেলা দেইর-পান্ডী এর "লাল কেল্লা" এলাকায় দেশটির মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের চেকপোস্টে হামলা চালান তেহরিকে তালেবান এর মুজাহিদীন। যার ফলে কতক পুলিশ সদস্য হতাহদ হয় এবং চেকপোস্টটি ধ্বংস হয়ে।

একই স্থানে গত কিছুদিন পূর্বে তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার শিকার হয়ে মারা যায় পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ISI এর আরো ১ কর্মকর্তা। এসময় মুজাহিদগণ তার সাথে থাকে অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তুলে নিয়ে জান।

আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন ১০ অক্টোবর সোমালিয়ায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে মিডিয়ায় প্রাকাশিত ৩টি অভিযানের একটি অভিযান চালানো হয় মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশের জালকাসী শহরে। উক্ত হামলায় মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয় ক্রুসেডার জিবুতির সন্ত্রাসী বাহিনী। যাতে ২ সেনা নিহত এবং আরো ২ সেনা আহত হয়।

এছাড়া বাকি দুটি অভিযান চালানো হয় রাজধানী মোগাদিশুর হিডেন ও বারিরী শহরে। যার টার্গেটে পরিণত হয় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। উভয় স্থানে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়, এবং বারিরী শহরে পরিচালিত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানাস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায ও আল্লাহ ভীরু তালেবান মুজাহিদীন।

এরি ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশের খাওয়াজাহ-গার জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১০ অক্টোবর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ। যাতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৮ সেনা নিহত এবং আরো ১০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়।

এমনিভাবে কুন্দুজের দাশত আরজী জেলাতেও মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় হতাহতের শিকার হয় ১৮ আফগান মুরতাদ সেনা।

এদিকে মায়দান-ওয়ার্দাক প্রদেশেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। যাতে ১০ সেনা নিহত এবং ৬ সেনা আহত হয়।

অন্যদিকে লুগার প্রদেশের "মুহাম্মাদ আগাহ্" এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ৬ এরও অধিক মুরতাদ আফগান পুতুল সেনা।

যুদ্ধের এক কঠিন পরিস্থিতী ও সমীকরণের মধ্য দিয়েই সময় অতিক্রম করছেন বরকতময়ী জিহাদের ভূমী শাম। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতীর মাঝেও নিজেদের সবটুকু দিয়েই মহান আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের উপর ভরষা করেই যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের জন্য জায়গা করে নিচ্ছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন (I.B.) অপারেশন রুম।

সংখ্যা ও অস্ত্র সল্পতা বা নিন্দুকদের কোন নিন্দাই তাদেরকে এপথ থেকে পিছু হটাতে পারেনি। তারা কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী ও কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় ১০ অক্টোবর সিরিয়ার হামা সিটির জুরাইন এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে (107mm) শক্তিশালী রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে শত্রু বাহিনীর অবস্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

একইভাবে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলেও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এখানেও মুজাহিদদের হামলায় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় মুরতাদ বাহিনী।

এদিকে গত ৮ অক্টোবর সিরিয়ার "বাইত-হুসিন" ও "আস-সারমানিয়্যাহ" এলাকেতেও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটেকে টার্গেট করে RG-6 অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে অনেক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুম তাদের অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেলে এসব অভিযানের দায় স্বীকার করেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ে তোপের মুখে রায়ডাঙ্গা গ্রামে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম।

শেষ পর্যন্ত আবরারের বাড়িতে না ঢুকে সামনের রাস্তা থেকে পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রহরায় সে দ্রুত চলে যায়। আবরারের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজকে মারধর এবং আবরারের মামাতো ভাবী তমাকে আহত করার অভিযোগ উঠেছে।

ফাহাদের ছোট ভাই ফাইয়াজ আহত অবস্থায় সাংবাদিকদের বলেন, আমি ভিসি স্যারের নিকট জানতে চাইলাম আমার ভাইয়ার খুনিদের এখন কেন বহিস্কার করা হয়নি, এসময় তিনি নিরব ছিলেন, আমি আমার ভাইয়ের

হত্যা সম্পর্কে আরো প্রশ্ন করতেই তিনি কোন জবাব না দিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যাওয়ার মুহূর্তে আমি মারাত্মকভাবে আহত হই। আমার মামাতো ভাবীকে প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করা হয়।

ফাইয়াজ বলেন, ভিসি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে আমাদের বাড়ির দরজার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের কষ্টের মধ্যে ফেলে গেল। এই ভিসির ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই, স্বেচ্ছাই পদত্যাগ করতে হবে।

ভিসিকে সরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটুয়া বাহিনী পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। সন্ত্রাসী আওয়ামী দালাল পুলিশ আবরারের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজকে মারধর করে এবং আবরারের মামাতো ভাবি তমাকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ করে আবরারের পরিবার। তাকে কুমারখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামে এ সব ঘটনা ঘটে।

ফায়াজ বলেন, এখানকার দায়িত্বে থাকা অ্যাডিশনাল এসপি (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) মোস্তাফিজুর রহমান আমার বুকে কনুই দিয়ে আঘাত করে এবং কালকেও যখন আমার ভাইয়ের জানাজা হয় তখন সে বলেছিল দুই মিনিটের মধ্যে জানাজা শেষ করতে হবে। কিভাবে সে এটা বলে? আজ এখানে আমার ভাবি ছিল, তাঁকে বেধড়কভাবে দালাল পুলিশ দিয়ে মারা হয়েছে। তার কাপড়-চোপড় টেনে তাঁর শ্লীলতাহানি পর্যন্ত করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের কোন ধরনের পুলিশ?

এতে আমি মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছি।

তিনি বলেন, আমার মামাতো ভাবিকে প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করা হয় এবং এলাকাবাসীকে ধরপাকর করা হবে বলে পুলিশ হুমকি প্রদর্শন করায় আমরা আতংকে আছি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ফাইয়াজ বলেন, আমার ভাইয়াকে হত্যা করা হয়েছে আর আমাদের পুলিশ হুমকি দিচ্ছে। প্রয়োজনে আমিও জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছি। ভিসি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে আমাদের বাড়ির দরজার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের কষ্টের মধ্যে ফেলে গেল। এই ভিসির ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই, স্বেচ্ছাই পদত্যাগ করতে হবে।

বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ওই গ্রামে যায় উপাচার্য। সেখানে গিয়ে রায়ডাঙ্গা কবরস্থানে আবরারের কবর জিয়ারত করে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো এলাকা জনসমুদ্রে রূপ নেয়। ভিসিকে নিরাপত্তা দিতে কয়েকশ' পুলিশের সঙ্গে সেখানে অবস্থান নিতে থাকে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

করব জিয়ারত শেষে আবরারের বাড়ির দিকে আসতে থাকে ভিসির গাড়িবহর। আবরারের বাড়ি ঢোকার মুখে ভিসির গাড়ির সামনে নারীরা শুয়ে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দ্রুত গাড়ি ঘুরাতে থাকে। এ সময় হাজার হাজার নারী-পুরুষ ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দিতে থাকে। পরে দালাল পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রহরায় জেলা প্রশাসকের গাড়িতে করে ওই এলাকা ত্যাগ করে ভিসি।

ভিসির গাড়িবহর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ লাঠিচার্জে আবরারের মামাতো ভাবি তমা গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে কুমারখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। পরে কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ করেন গ্রামবাসী।

১০ই অক্টোবর, ২০১৯

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা অমিত বলেছে, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। গতকাল (বুধবার) হরিয়ানায় এক নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় সে ওই মন্তব্য করেছে।

সে আরো বলেছে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশকে সুরক্ষিত করেছে।' যদি আমাদের একজনও মারা যায় তাহলে আমরা শত্রুদের দশ জনকে হত্যা করব।

অন্যদিকে, হরিয়ানার সমাবেশে অমিত শাহ অনুপ্রবেশ ইস্যুর পাশাপাশি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল ও ফ্রান্স থেকে রাফায়েল যুদ্ধবিমান ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেছে।

সে আরো বলেছে 'আমরা যখন ২০২৪ সালে আপনাদের কাছ থেকে ভোট চাইতে আসব, তার আগে আমি বলতে চাই যে ততক্ষণে আমরা দেশ থেকে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে বের করে দেবো।'

অমিত শাহ বলেছে, 'গত ৭০ বছর ধরে দেশে অনুপ্রবেশকারীরা দেশে বাস করছে। এনআরসি কার্যকর করে দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে। এ ব্যাপারে সন্ত্রাসী বিজেপি ও মোদী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার আশাবাড়ি সীমান্ত থেকে তিন র‍্যাব সন্ত্রাসীও তাদের দুই নারী সোর্সকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার আশাবাড়ি সীমান্তের ১০ নম্বর গেট এলাকা থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়।

তারা হল- কনস্টেবল রিগান বড়ুয়া, কনস্টেবল আবদুল মতিন ও সৈনিক আবদুল ওয়াহেদ। ও দুই মহিলা সোর্স। তাদের নাম জানা যায়নি।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার ওসি শাহজাহান কবির এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সে জানায়, ভারতের বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়া র‍্যাব সন্ত্রাসীরা র‍্যাব-১১ এর কুমিল্লা সিপিসি-২ এর সদস্য বলে জানা গেছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে যোগাযোগ বন্ধ রাখার সময়কাল তৃতীয় মাসে প্রবেশ করলো। কোন মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায়, উপত্যকায় কয়েক দশকের মধ্যে পরিস্থিতি সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় প্রবেশ করেছে। আর উপত্যকার অর্থনীতির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

ইন্ডিয়ান টুডের সূত্রে জানা যায়, ইন্টারনেট না থাকায় আইটি-বিষয়ক ফার্মগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে চলেছে এবং সে কারণে চাকরি হারানোর আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে বহু যুবক।

কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার পার্কটির অবস্থান রাংরেত এলাকায়। অধিকাংশ আইট কোম্পানিগুলোর অফিসও এখানেই। এই এলাকাটি এখন বিরান হয়ে আছে।

ইমুকিত সিস্টেমস সল্যুশান নামের একটি আইটি কোম্পানির অংশীদার শওকত আহমেদ। তিনি তার অন্যান্য অংশীদারদের নিয়ে ছয় বছর আগে এই কোম্পানিটি শুরু করেন। ৩০ জন চাকুরে নিয়ে তারা ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছিলেন, যেহেতু দেশে ছাড়াও দেশের বাইরে থেকে কাজ পেতেন তারা। কিন্তু গত দুই মাসে তাদের কাজের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে এবং ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে তারা।

শওকত বললেন, "আমাদের পুরো কাজই ইন্টারনেটভিত্তিক। আমরা আমাদের গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। আমাদের জনশক্তিদের আমরা বাড়ি চলে যেতে বলেছি। আমার মনে হয় পরিস্থিতি যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমাদের কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে"।

শহীদ নাসের শওকতের মতোই আরেকজন উদ্যোক্তা যিনি তার ইউনিটকে রাংরেত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি শূন্য থেকে তার কোম্পানি শুরু করেছিলেন এবং কয়েক ডজন মানুষকে তিনি তার প্রতিষ্ঠানে কাজ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি এর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন।

কাশ্মীরে সক্রিয় বিপিও-গুলোরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এগিস হলো রাংরেত এলাকার বড় বড় বিপিওগুলোর একটি। তাদের ক্যাম্পাস বন্ধ রয়েছে। সেখানে নিযুক্ত এক নিরাপত্তা রক্ষী বললেন, ১৫০ জন চাকুরের সবাইকে তাদের বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে, যেহেতু এখানে এখন কোন কাজ নেই।

উপত্যকায় পর্যটনের মওসুম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবার, কারণ সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের আগে সকল পর্যটকদের এ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল।

সরকার ৫ আগস্ট পার্লামেন্টে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে। সরকার আরও ঘোষণা দেয় যে, জম্মু ও কাশ্মীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে। এই দুটি অঞ্চল হলো জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ।

এই ঘোষণার আগ থেকেই উপত্যকায় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ আরোপ করা হয়। এর পর অবরোধ যদিও সামান্য শিথিল করা হয়েছে, কিন্তু সঙ্কট এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং সার্বিক অবরুদ্ধ অবস্থা তৃতীয় মাসে প্রবেশ করেছে। অনিশ্চয়তা এখনও বিরাজ করছে।

বিএসএফের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুটি আলাদা ঘটনায়, উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙ্গা এবং তারালি এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *এনডিটিভির বরাতে জানা যায়,* গতকাল বুধবার ভারতে ঢোকার চেষ্টা করার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ৫ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ। বিএসএফের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুটি আলাদা ঘটনায়, উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙ্গা এবং তারালি এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদেরকে থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। আরেকটি ঘটনায়, বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করার সময়, চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এখন থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে মালামাল আনা-নেয়া করা যাবে। এতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কানেকটিভিটি জোরদার হওয়ার পাশাপাশি দুই অঞ্চলের মধ্যে পণ্য পরিবহনের সময় ও ব্যয় ব্যাপকভাবে কমে যাবে।

ডিএনএ ইন্ডিয়া সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সপ্তাহে নয়া দিল্লি সফরে গেলে দুই দেশের মধ্যে যে স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সই হয় তাতে বাংলাদেশ তার চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে তার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতে পণ্য পরিবহনের অনুমতি দিয়েছে।

একে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি’র সফল পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে উল্লেখ করে জাহাজ চলাচলবিষয়ক ইউনিয়ন মন্ত্রী মানসুখ মানদাভিয়া বলেছে, স্বল্প দূরত্ব ও উপকূলীয় জাহাজ চলাচল সুবিধা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সুবিধা দেবে।

এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে জলপথ, রেলপথ, সড়ক ও অন্যান্য পরিবহন সুবিধা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। চুক্তিতে আটটি রুট ব্যবহার করতে দেয়া হবে যেগুলো স্থলবেষ্টিত ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়কে সংযুক্ত করবে।

রুটগুলো হলো: চট্টগ্রাম/মংলা বন্দর থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আখাউড়া হয়ে ত্রিপুরার আগরতলা, চট্টগ্রাম/মংলা বন্দর থেকে বাংলাদেশের তামাবিল হয়ে মেঘালয়ের ডাউকি, চট্টগ্রাম/মংলা বন্দর থেকে

বাংলাদেশের শেওলা হয়ে আসামের সুতারকান্দি এবং চট্টগ্রাম/মংলা বন্দর থেকে বাংলাদেশের বিবিরবাজার হয়ে ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুর।

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সড়ক পথে কলকাতা ও আগরতলার মধ্যে দূরত্ব ২০০০ কিলোমিটারের বেশি। এই দূরত্ব ৮১০ কিলোমিটারে নেমে আসবে। কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ৬০০ কিলোমিটার। আর চট্টগ্রাম থেকে আগরতলা ২১০ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যস্ততম মন্দর মংলা কলকাতার আরো কাছে।

০৯ই অক্টোবর, ২০১৯

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদীন গত রবিবার মালিতে শান্তি রক্ষা মিশনের নামে অশান্তী সৃষ্টিকারী জাতিসংঘের "মিনোসমা" কুফফার জোট বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

যাতে কুফফার বাহিনীর ১ সেনা নিহত এবং আরো ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়। দুটি অভিযানের একটিতে কুফফার বাহিনীর সাথে সশস্ত্র লড়াই করেন মুজাহিদগণ, অন্যটি কুফফার বাহিনীকে টার্গেট করে বিস্ফোরক বিস্ফোরণের মাধ্যমে।

এর আগে গত মাসে UN মুজাহিদদের আরো একটি হামলা প্রত্যক্ষ করেছিল। যেই হামলায় ইউএন বাহিনীর ১১ চাদিয়ান সেনাকে হত্যা করতে সক্ষম হন JNIM এর যোদ্ধারা।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আল-কায়েদা তাদের অভিযান কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে বলেও জানায় বার্তা সংস্থা "মুফাক্কিরতুল আখবারিয়্যাহ"। আল-কায়েদা সাহেলী অঞ্চল পেড়িয়ে এখন মধ্য এবং দক্ষিণ মালি, পাশাপাশি প্রতিবেশী বুর্কিনা ফাসো এবং নাইজার ও বুর্কিনা-ফাসোতেও তাদের অভিযানের তীব্রতা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদগণ গত শুক্রবার রাতে বুর্কিনা-ফাসোর "দুলমানী" গ্রামে ক্রুসেডার ফ্রান্সের তাবেদার মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী জানায় যে, কয়েকজন অজ্ঞাত বন্দুকধারী দুলমানী গ্রামের একটি স্বর্ণের দোকানের সামনে (যা আরবিন্দা শহরের নিকটে) অবস্থানরত আমাদের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে তীব্র হামলা চালায়। যার ফলে আমাদের ২০ সদস্য নিহত হয়। এরপর হামলাকারীরা খুব দ্রুতই সেই স্থান ত্যাগ করে।

এদিকে বার্তা সংস্থা " আনবা-উল ফ্রান্স" আরও একটি সুরক্ষা ইউনিটের উপর হামলার কথাও জানায়, যাতে আরো বেশ কয়েকজন সেনা হতাহত হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়।

বার্তা সংস্থাটি আরো জানায় যে,
বুর্কিনা-ফাসোর সেনাবাহিনী এই আক্রমণগুলি থামাতে অক্ষম বলে মনে হচ্ছে। আল-কায়েদা যোদ্ধারা এখন দেশের উত্তরাঞ্চলে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার পর, এখন তারা পূর্ব এবং পশ্চিমের কিছু অংশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন ৯ অক্টোবর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "ওয়াইদু" এলাকায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিষেশ ফোর্সের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচানা করেন। যাদেরকে ক্রুসেডার আমেরিকার তত্বাবধনে সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে যাবতিয় সকল কিছুর প্রশিক্ষণ ও খরচ দেওয়া হয়।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাব এর পক্ষহতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৭ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৪ মারতাদ সেনা আহত হয়েছে। এছাড়াও উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাওয়ী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ আরো একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে বেশ কিছু মুরতাদ সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরে বাংলা হলে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ১৭তম ব্যাচের ছাত্র আবরার ফাহাদ। এ হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে তাকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়।

এ কক্ষে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের আইনবিষয়ক উপসম্পাদক ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র হিন্দু সন্ত্রাসী অমিত সাহা, উপদফতর সম্পাদক ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র মুজতাবা রাফিদ, সমাজসেবা উপসম্পাদক ও বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ইফতি মোশাররফ ওরফে সকাল এবং প্রত্যয় মুবিন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানান, এটি ছিল হল শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ঘোষিত টর্চার সেল।

একটু ব্যতিক্রম হলে শেখানোর নাম করে জুনিয়রদের র‍্যাগ দেওয়া হতো।

জানা গেছে, শুধু ২০১১-ই নয়, এছাড়াও শেরে বাংলা হলের ২০০৫ নম্বর কক্ষটিও ছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের টর্চার সেল। এই দুই কক্ষে একাধিক শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে নির্যাতন করা হয়।

বিডি প্রতিদিন অনুযায়ী, একাধিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ছাত্রলীগের মিছিল বা অনুষ্ঠানে অংশ না নিলে কিংবা কথিত রাজনৈতিক বড় ভাইদের কথা না শুনলে এই দুই রুমে এনে তাদের নির্যাতন করা হতো।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জানান, চড়-থাপ্পড়ের পাশাপাশি লোহার রড় দিয়ে পেটানো হত তাদের। এসব নির্যাতনের সবই হতো বিশ্ববিদ্যালয় আবরার হত্যার এজহারভুক্ত আসামি ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেলের নির্দেশে। এসময় উপস্থিত থাকত ২০০৫ নম্বর রুমের আবাসিক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা।

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যায় ১৯ জনকে আসামি করা হলেও বাদ পড়ে গেছে অন্যতম নির্যাতনকারী সন্ত্রাসী হিন্দু অমিত সাহার নাম। তার কক্ষে নিয়েই নির্যাতন চালানো হয় আবরারকে। মামলার এজাহার থেকে তার নাম বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে গতকাল বুয়েট ক্যাম্পাসজুড়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। কেন কী কারণে বাদ গেল অমিত সাহার নাম, সে সম্পর্কে দালাল পুলিশও কিছু বলতে পারছে না, জানিয়েছে বিডি প্রতিদিন।

চকবাজার থানা পুলিশ জানায়, আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তারাই আসামি। তিনি ১৯ জনকে আসামি করেছেন। এ দিকে, আবরারের বাবা গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি অনেকেরই নামই জানতেন না। অমিত সাহার নামটি তিনি মামলার এজাহারে অন্তর্ভুক্তি চেয়ে আবেদন করবেন। চকবাজার থানার ওসি বলেছেন, অমিত সাহার নাম মামলার এজাহারে নেই।

অমিত সাহা বুয়েট শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের আইনবিষয়ক উপ-সম্পাদক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শেরেবাংলা হলের ২০১১ নম্বর রুমে থাকে অমিত। এ রুমে নিয়েই আবরারকে মারধর করা হয়। অমিতের সাথে এ রুমে ছাত্রলীগের আরো তিনজন থাকে। এরা হল ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপ-দফতর সম্পাদক মুজতাবা রাফিদ, সমাজসেবাবিষয়ক উপ-সম্পাদক ইফতি মোশারফ। শুরু থেকেই সংবাদমাধ্যমগুলোতে অমিত সাহার নাম এলেও মামলার এজাহার থেকে তার নাম বাদ পড়ায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। গতকাল এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

আসামিদের পরিচয় : আবরার হত্যায় যারা আসামি হয়েছে তারা সবাই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদকও রয়েছে আসামিদের তালিকায়। মামলার ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে সন্ত্রাসী মেহেদী হাসান রাসেলকে (২৪)। সে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক। তার বাবার নাম রুহুল আমিন, গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের সালথা থানাধীন সূর্যদিয়া রাংগারদিয়া গ্রামে। শেরেবাংলা হলের ৩০১২ নম্বর রুমের ছাত্র সে। দুই নম্বর আসামি করা হয়েছে সন্ত্রাসী মুহতাসিম ফুয়াদকে (২৩)। সে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সহ-সভাপতি। তার বাবার নাম আবু তাহের। গ্রামের বাড়ি ফেনীর ছাগলনাইয়ার দৌলতপুর লাঙ্গলমোড়ায়। একই হলের ২০১০ নম্বর কক্ষের শিক্ষার্থী সে।

তিন নম্বর আসামি করা হয়েছে ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক হিন্দু সন্ত্রাসী অনিক সরকারকে (২২)। তার বাবার নাম আনোয়ার হোসেন। গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর মোহনপুর থানাধীন বড়ইকুড়িতে। একই হলের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। এ হিন্দু অনিক সরকারই মারধরে মূল নেতৃত্ব দিয়েছে বলে জানা গেছে। চার নম্বর আসামি ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান রবিন (২২)। তার বাবার নাম মাকসুদ আলী। গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর পবা থানাধীন চৌমহানীর কাপাসিয়ায়।

একই হলের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। পাঁচ নম্বর আসামি ইফতি মোশারফ সকাল (২১)। ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার উপ-সমাজসেবা সম্পাদক। বাবার নাম ফকির মোশারফ হোসেন। স্থায়ী ঠিকানা রাজবাড়ী সদরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৯৫ নম্বর বাসা। একই হলের ২০১১ নম্বর কক্ষের ও বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচ। ছয় নম্বর আসামি মনিরুজ্জামান মনির (২১)। ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সাহিত্য সম্পাদক। বাবার নাম মাহতাব আলী। গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থানাধীন ভাঙ্গারীপাড়ায়। একই হলের পানিসম্পদ বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। সাত নম্বর আসামি ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার ক্রীড়া সম্পাদক সন্ত্রাসী মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন (২২)। বাবার নাম শহিদুল ইসলাম। গ্রামের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর থানাধীন শঠিবাড়ী এলাকায়। একই হলের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। আট নম্বর আসামি মাজেদুল ইসলাম (২১) শেরেবাংলা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ও ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ম্যাটার্লজিক্যাল বিভাগের ছাত্র (১৭তম ব্যাচ)।

নয় নম্বর আসামি সন্ত্রাসী মোজাহিদুল ওরফে মোজাহিদুর রহমান (২১)। বুয়েট শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্য। বুয়েটের শেরেবাংলা হলের ৩০৩ নম্বর কক্ষের শিক্ষার্থী ও ইলেকট্রনিকস্ ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচ। ১০ নম্বর আসামি তানভীর আহম্মেদ (২১)। সে একই হলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১১ নম্বর আসামি হোসেন মোহাম্মদ তোহা (২০)। সে একই হলের ২১১ নম্বর কক্ষের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।

১২ নম্বর আসামি সন্ত্রাসী জিসান (২১) একই হলের ৩০৩ নম্বর কক্ষের ছাত্র ও ইলেকট্রনিকস্ ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। এ মামলার ১৩ নম্বর আসামি আকাশ (২১) শেরেবাংলা হলের ১০০৮ নম্বর কক্ষের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১৪ নম্বর আসামি সন্ত্রাসী শামীম বিল্লাহ (২০) একই হলের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১৫ নম্বর আসামি শাদাত (২০) একই হলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১৬ নম্বর আসামি সন্ত্রাসী এহতেশামুল রাব্বি তানিম (২০) সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বুয়েট শাখা কমিটির সদস্য এবং একই হলের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১৭ নম্বর আসামি মোর্শেদ (২০) একই হলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১৮ নম্বর আসামি মোয়াজ (২০) একই হলের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১৯ নম্বর আসামি মুনতাসির আল জেমি (২০) ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সদস্য। সে একই হলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। তাদের সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনীর কর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন ও নির্যাতনের অনেক ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার বার সংবাদ শিরোণাম হয়েছে।

যারা এরকম ঘটনার শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ যেমন আছেন, তেমনি নিজের দলের অনেক নেতা-কর্মীও রয়েছেন।

গণমাধ্যমে সমালোচনা-বিতর্কের ঝড় উঠলেও এসব ঘটনায় দায়ীদের খুব কম ক্ষেত্রেই বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতারা নিজেদের সকল আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন কিনা সেই প্রশ্ন উঠেছে বার বার।

সাম্প্রতিক সময়ের চাঞ্চল্যকর ঘটনা যেগুলোর জন্য সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকে দায়ী করা হয়:

১. ক্যালকুলেটর ফেরত চাওয়ায় চোখ জখম

গত বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকের ঘটনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এহসান রফিক নিজের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক নেতাকে একটি ক্যালকুলেটর ধার দিয়েছিলেন।

মাস কয়েক হয়ে গিয়েছিলো সেটি ফেরত পাননি। সেটি ফেরত চাইলে শুরুতে কথা-কাটাকাটি হয়েছিলো।

এই ঘটনার জেরে পরে তাকে হলের একটি কক্ষে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। এহসান রফিকের একটি চোখের কর্নিয়া গুরুতর জখম হয়েছিলো।

তার সেই ফুলে ওঠা চোখ আর কালশিটে পরা চেহারা সহ ছবি ছড়িয়ে পরেছিল সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে।

পরের দিকে তিনি চোখের দৃষ্টি প্রায় হারিয়ে ফেলছিলেন। চোখে অস্ত্রোপচারের দরকার হয়েছিলো।

২. সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনেই বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড

২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর পুরনো ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে দিনে দুপুরে খুন হন ঐ এলাকার একটি দর্জি দোকানের কর্মী বিশ্বজিৎ দাস।

সেদিন বিএনপির-নেতৃত্বাধীন ১৮-দলের অবরোধ কর্মসূচি চলছিলো।

ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে তাদের একটি মিছিল পৌঁছালে সেখানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার শিকার হয় মিছিলটি।

সেখানে ছিলেন পথচারী বিশ্বজিৎ দাস। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সশস্ত্র সদস্যরা তাকে ধারালো অস্ত্র ও রড দিয়ে আঘাত করতে থাকে।

তাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছিলো সংবাদমাধ্যমের অনেকগুলো ক্যামেরার সামনেই।

সেসময় তাকে নির্মমভাবে হত্যার দৃশ্য, রক্তাক্ত শার্ট পরা বিশ্বজিতের নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টার ছবিসহ খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছিলো।

হত্যাকাণ্ডের এক বছর পর একটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ওই ঘটনার মামলার রায় দেয়। যাতে ২১ জনের মধ্যে আট জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ১৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছিল।

তবে বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় ছাত্রলীগের ছয় জন নেতাকর্মীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে।

৩. জুবায়ের হত্যাকাণ্ড: নিজের দলের কর্মীকেই হত্যা

ওই একই বছরের শুরুর দিকের ঘটনা ছিল জুবায়ের হত্যাকাণ্ড।

জুবায়ের আহমেদ ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। তিনি নিজেও ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন।

৮ই জানুয়ারি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের মধ্যে অন্তর্কলহের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন তিনি।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পর দিন তিনি মারা যান। জুবায়ের আহমেদের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসময় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিলো।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি পালিত হয়েছিলো। আন্দোলনের চাপে সেসময়কার উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই ছাত্রলীগের কর্মী ছিল।

৪. দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর ঝুলন্ত মরদেহ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন দিয়াজ ইরফান চৌধুরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই একটি ভাড়া বাসা থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছিলো পেটুয়া বাহিনী পুলিশ।

প্রথম দিকে তাঁকে হত্যা করার আলামত ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে মেলেনি।

তার বাবার করা নতুন হত্যা মামলায় তার মরদেহ পুনরায় ময়না তদন্ত করা হয়। যাতে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার আলামত পাওয়া যায়।

২০১৬ সালের ২০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকার ভাড়া বাসা থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

দিয়াজের মরদেহের প্রথম ময়নাতদন্ত হয় ২০১৬ সালের ২১ নভেম্বর। দুই দিন পর পুলিশ জানায়, তাঁকে হত্যা করার আলামত ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে মেলেনি।
ছেলে হত্যার বিচার না পেয়ে দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর মা জাহেদা আমিন চৌধুরী একাই ব্যানার পোষ্টার নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকবার।

এবছরের ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলাকালীন ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

মামলাটি এখনো সিআইডিতে তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ।

৫. এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে আগুন

আবারো ২০১২ সালেরই একটি ঘটনা। সিলেটে ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছিলো।

যাতে পুড়ে গিয়েছিলো ছাত্রাবাসের ৪০টির বেশি কক্ষ। সেদিন ছাত্র শিবিরের কর্মীদের সাথে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছিলো।

ঘটনার পাঁচ বছর পর বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিলো। যাতে বলা হয়েছে সংঘর্ষের জের ধরে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কর্মীরাই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছাত্রলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

এই ঘটনায় দুটি মামলা হয়। সেগুলো বিচারাধীন রয়েছে।

ভারতের দালাল শেখ হাসিনার ভারত সফরে বাংলাদেশের বেশ কিছু ইস্যু ছিল।

এবার ভারতের সাথে যে ক'টি সমঝোতা স্বারক সাক্ষর হয়েছে তাতে হিন্দুত্ববাদী দেশ ভারত বেশ ক'টি সুবিধা পেয়েছে বাংলাদেশের কাছ থেকে।

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে ভারত। নজরদারির জন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে রেডার বসাবে দেশটি।

অভিন্ন ফেনী নদী থেকে ভারতকে পানি দিতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশ। ভারতে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস রপ্তানিরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বছর তিনেক হল বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে শুল্কমুক্ত ট্রানজিট সুবিধা পাচ্ছে ভারতের পণ্যবাহী যানবাহন।

আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে কোলকাতা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনও বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে শিলিগুড়ি যাবে।

কিন্তু ভারতের কাছে বাংলাদেশের যে প্রত্যাশা ছিল ছিল তা পূরণ হয়নি, বিবিসি বাংলাকে বলেছে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির।

তার মতে, "আমাদের প্রত্যাশিত যে বিষয়গুলো আমরা মনে করেছিলাম, সবগুলোই বেশ জটিল। বিষয়গুলো নিয়ে হয়ত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট এসেছে সেখানে এর খুব একটা প্রতিফলন আমরা দেখিনি। ভারতকে যখন আমরা মানবিক কারণে ফেনি নদীর পানি ব্যবহারের সুযোগ দেই, আমরাও একই ধরনের মানবিকতা ভারতের কাছ থেকেও আশা করি। অন্তত আমাদের যে বিষয়গুলি ঝুলে আছে সেগুলোর ব্যাপারেও আরও বেশি সক্রিয় হবে সেরকম প্রত্যাশাতো আমাদের থাকে।"

ভারত এবার যে সুবিধাগুলো নিশ্চিত করলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার বিপরীত চিত্র।

ভারতের কাছে বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের চাওয়া তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে চুক্তি নিয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের যে জোরালো সমর্থন বাংলাদেশ চায় সেটি মেলেনি। এমনকি 'রোহিঙ্গা' শব্দটিই ব্যবহার করা যায়নি।

বলা হয়েছে, মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে আসা 'আশ্রয়চ্যুত' মানুষজন।

ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ বিবৃতিতে কোথাও বাংলাদেশের জন্য সাম্প্রতিক উদ্বেগের বিষয়, ভারতের বিতর্কিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি বিষয়ে সরাসরি সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখ থেকে কোন আশ্বাস আসেনি।

এমনকি দুই দেশের যৌথ বিবৃতিতে এনআরসি শব্দটিই একবারও উল্লেখ হয়নি।

রাজনীতির অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী বলছেন, লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতকে সবসময় শুধু দিয়েই গেছে। এবারো তার ব্যতিক্রম নয়।

তিনি বলছেন, "বাংলাদেশের কূটনীতি সবসময় ভারতের কাছে নতজানু ছিল। ধরেন, বাণিজ্য ঘাটতি থেকে শুরু করে, তাদেরকে এককভাবে ট্রানজিট দিয়ে দেয়া, ফারাক্কার যে চুক্তি হয়েছে সেটাও কিন্তু সমতার ভিত্তিতে হয়নি। ভারত চাপের মুখে রেখে সব সময় সবকিছু আদায় করে নিয়েছে।"

তিনি মনে করছেন, "বাংলাদেশও নিজের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার ক্ষমতাটা বাংলাদেশের নাই। কারণ বাংলাদেশ একটি বিভক্ত জাতি। কোনো জাতীয় ইস্যুতে এখানে ঐক্যমত্য নেই।"

তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব এখন তুঙ্গে।

কিন্তু তারপরও এবারের ভারত সফরে বাংলাদেশ কী কূটনৈতিকভাবে ব্যর্থ হল?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক রুকসানা কিবরিয়া বলছেন, আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারতের যে অবস্থান সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনৈতিকভাবে তার স্বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ সংকুচিত হয়ে গেছে।

ভারতের স্বার্থ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তিনি বলছেন, বাংলাদেশও আরও সূক্ষ্ম কূটনীতির যায়গায় ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ।

তার মতে, "দুই বন্ধুরই তো সুযোগ সুবিধা সমান হতে হবে। এখানে আমরা তার প্রতিফলন দেখিনি। যা আমাদের জন্য খুবই একটা চিন্তার বিষয়। কূটনীতিক দিক দিয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে এটা করা যেত। এমনভাবে সমঝোতাগুলো করা হয়েছে তাতে সমর্থন দেয়ার সুযোগ নেই। এনিয়ে প্রশ্ন উঠবে। জনগণ এখন প্রশ্ন তুলবে আমাদের সরকার আমাদের জন্য কী নিয়ে আসলো।"

সব মিলিয়ে এবার ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করার মতো সুনির্দিষ্ট কোন বার্তা পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে না।

বরং একটি একতরফা বিষয় ঘটলো বলেই মনে হচ্ছে দালাল শেখ হাসিনার এবারের ভারত সফরে।

শহীদ আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কয়েকদিন ধরে উত্তাল দেশ। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেয়ায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা হত্যা করে আবরারকে। এই হত্যাকাণ্ডের অনেক বিবরণ এখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। আবরারকে হত্যার পর মাদক দিয়ে গণপিটুনির নাটক সাজিয়ে লাশ পুলিশের হাতে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিল আওয়ামী গুণ্ডারা। সেই সাথে প্রকাশিত হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দিনের শেরে বাংলা হলের সিসিটিভি ফুটেজের একাংশ।
তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর উঠে আসলেও একটি রহস্যের জট একেবারেই খুলছে না। অমিত সাহা কোথায়? কেন তার ব্যাপারে এতো লুকোচুরি? মিলছে না এ প্রশ্নগুলোর জবাব। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এ হত্যাকাণ্ডের শুরুটা করে অমিত সাহা। আবরারের সহপাঠী শেরে বাংলা হলের আরেকজন আবাসিক ছাত্রের কাছ থেকে মেসেজে এই অমিত সাহাই জানতে চেয়েছে আবরার হলে আছে কি না? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুয়েটের বিভিন্ন ছাত্রদের সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে এই মেসেজ আদানপ্রদানের স্ক্রিনশট। স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে, অমিত সাহা প্রশ্ন করছে, ‘আবরার ফাহাদ কি হলে আসে?’ স্ক্রিনশটটি নিচে যুক্ত করা হল-

[caption id="attachment_27810" align="aligncenter" width="300"]

আবরারের সহপাঠী শেরে বাংলা হলের আরেকজন আবাসিক ছাত্রের কাছ থেকে মেসেজে এই অমিত সাহাই জানতে চেয়েছে আবরার হলে আছে কি না?[/caption]

হত্যাকাণ্ডের পরদিন থেকে হত্যায় অমিত সাহার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের যে বর্ণনা বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এই স্ক্রিনশটের মাধ্যমে আবারো তা প্রমাণিত হল। এই মেসেজের মাধ্যমে শহীদ আবরার হলে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হবার পরই তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে আসে ছাত্রলীগের খুনীরা। তারপর তাঁকে জেরা করা হয় অমিত সাহার নেতৃত্বে, অমিত সাহার রুমে। চেক করা হয় তার মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ। তারপর শুরু হয় নির্যাতন। অদ্ভুত বিষয়টি এতো সবকিছুর পরও অমিত সাহার নামটি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, এজাহারে, এবং মিডিয়াতে। এমনকি ছাত্রলীগ থেকে যেসব সদস্যকে এ ঘটনায় যুক্ত থাকার কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে, সেখানেও নেই এই রহস্যময় অমিত সাহার নাম। ওদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন সাংবাদিক তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে জানাচ্ছেন, সরকারের উপরতলা থেকে মিডিয়াতে অমিত সাহাকে নিয়ে কোন রিপোর্ট করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অমিত সাহার ব্যাপারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও, রহস্যজনকভাবে অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই তা উধাও হয়ে যায়।

[caption id="attachment_27811" align="aligncenter" width="300"]

অমিত সাহাকে বাঁচানোর কোন ‘চেষ্টা’ কী করা হচ্ছে?

কেন তার নাম কোথাও নেই? | Abrar Buet -- এই শিরোনামে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেলের একটি ভিডিও প্রকাশের পর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিডিওটি রহস্যজনকভাবে ডিলেট দেওয়া হয়।[/caption]

পাশাপাশি গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ৮ বুয়েট শিক্ষার্থীর সমিলিত এক বক্তব্য। এই ৮ জন প্রাথমিক পর্যায়ে আবরারের হত্যার সঙ্গে অমিত সাহার সম্পৃক্ততা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নির্দোষ দাবি করেছিলেন অমিত সাহাকে। কিন্তু স্ক্রিনশটসহ হত্যাকাণ্ডে অমিত সাহার সম্পৃক্ততার বিভিন্ন প্রমাণ হাতে আসায়, তারা বিবৃতি দিয়ে পূর্বের অবস্থানের জন্য একান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হবার কথা জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের স্ক্রিনশট নিচে যুক্ত করা হল।

[caption id="attachment_27812" align="aligncenter" width="300"]

অমিত সাহাকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন করা সহপাঠীরা পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়েছেন এবং অমিত সাহার শাস্তি দাবি করেছেন। [ছবি: সময় নিউজে প্রকাশিত সংবাদ থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট ।][/caption]

কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে অমিত সাহা। এজাহারে দেয়া হয়নি তার নাম। ডিবি পুলিশ নাকি এখনো হত্যাকাণ্ডের সাথে তার সম্পৃক্ততা খুঁজে পায়নি! ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যেই আবার শুরু হয়ে গেছে অমিত সাহাকে বাঁচানোর জন্য প্রচারণা। সাংবাদিক নামের বিভিন্ন লোকেরা হাজির হচ্ছে নানান অজুহাত নিয়ে। অনেক যুক্তি দিচ্ছে! প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে অমিত সাহাকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ মোট দশ ঘন্টার ভিডিও ফুটেজের মাত্র ১৫ মিনিট বের হয়েছে। এ থেকে কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই পুরো সময়ে অমিত সাহা কোথাও ছিল না?

[caption id="attachment_27816" align="aligncenter" width="270"]

হলুদ সাংবাদিকতার এক দৃষ্টান্ত এই সংবাদকর্মী। [ছবি: উক্ত সংবাদকর্মীর ফেসবুক আইডি থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট][/caption]

পুলিশের পক্ষ থেকে অজুহাত দেয়া হয়েছে তদন্তে অমিত সাহার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে পরে তার নাম আসবে। অথচ কোন মামলার এজাহারে যদি কোন আসামীর নাম দেয়া না হয়, তাহলে পরবর্তী চার্জশিটে নাম দেয়া হলেও, সেই আসামীর শাস্তি হবার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায়। তার বিরুদ্ধে মামলা দুর্বল হয়ে যায়। অর্থাৎ অমিত সাহার নাম এজাহারে না থাকায় এরই মধ্যে তার শাস্তির সম্ভাবনা কমে গেছে। অথচ এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করলেই একদল ভারতীয় দালাল ছুটে আসছে সাম্প্রদায়িক ট্যাগ নিয়ে। যেন হিন্দু অমিত সাহার অপরাধী হবার ব্যাপারে প্রশ্ন রাখাটাই এক অপরাধ!
সবচেয়ে বড় কথা হল, অমিত সাহার সংশ্লিষ্টতার কথা হত্যাকারীরা স্বীকার করেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা স্বীকার করেছে এবং সে যে আবরারকে হলে খুঁজছিল তার স্ক্রিনশটও প্রকাশিত হয়েছে। তার সহপাঠীদের মধ্যে যারা প্রথমে তাকে সমর্থন করেছিল, তারাই এখন বলছে সে দোষী। তবুও কেন এখনো অমিত সাহাকে নিয়ে লুকোচুরি? কোন মহলের পক্ষ থেকে চলছে আবরার হত্যাকাণ্ডের সূচনাকারী অমিত সাহাকে বাঁচানোর চক্রান্ত? কেন তার ব্যাপারে মিডিয়া সাইলেন্স?

অনেকে অভিযোগ করছেন অমিত সাহা ইসকন সদস্য। বিভিন্ন প্রতিবেদনের ফুটেজে তার রুমে এবং তার পড়ার টেবিলে ইসকন সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবিও দেখা যাচ্ছে। আবার ছাত্রলীগের কথিত তদন্ত কমিটির সদস্যরাই মিডিয়াতে স্বীকার করেছে যে পূজা দেখে আসার পর আবরারকে হত্যা করা হয়। পুরো দেশের মানুষ যখন আবরার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এক বিন্দুতে, তখন এতো প্রমাণ থাকার পরও কোন শক্তির জোরে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে অমিত সাহার অপরাধ?

[caption id="attachment_27823" align="aligncenter" width="300"]
আবরার ফাহাদের খুনী হিন্দু সন্ত্রাসী অমিত সাহার পড়ার টেবিলে ইসকনের ব্যবহৃত ছবি।[/caption]

বর্তমান বাস্তবতায় কেউ যদি এই উপসংহার টানতে বাধ্য হয় যে, আবরার ফাহাদকে হত্যাকারী অমিত সাহাকে তার হিন্দু পরিচয়ের কারণেই বাঁচিয়ে দেয়া হচ্ছে, তবে কি সেটা সাম্প্রদায়িকতা হবে? ইসকন কানেকশনের কারণেই ভারতীয় দূতাবাসের নির্দেশে আড়াল করে রাখা হচ্ছে অমিত সাহাকে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কি বাংলার মুসলিমরা আদৌ পাবে?

অবৈধ অভিবাসী শনাক্ত করতে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের মালাউন পুলিশ। এদিকে, এনআরসির কারণে বাংলাদেশের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না বলে ভারতের সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। শুধু নামেমাত্র যে আশ্বাস দিয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের শীর্ষ কারাবন্দী নেতা পি চিদাম্বরম।

ভারতের প্রভাবশালী *দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ার* সূত্রে জানা যায়, উত্তর প্রদেশের রেলস্টেশন, দোকানে, বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থানে চলছে তল্লাশি। অবৈধ অভিবাসীদের সন্ধানে রাজ্য পুলিশের এমন চিরুনি অভিযান।

একজন বলেছে পুলিশ এসে আমাদের আইডি কার্ড দেখছে ঠিক আছে কি না। আমাদের পরিবারের সবার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে জানান এলাকাবাসী।

উপরের মহলের নির্দেশেই এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানায় রাজ্যের উত্তর প্রদেশ পুলিশ কর্মকর্তা। বাইরে থেকে অনেক মানুষ এসে এখানে কাজের সন্ধান করে।

আতঙ্ক বিরাজ করছে আসামের ১৯ লাখ মানুষের মাঝেও। আর তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি নয়াদিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এনআরসির কারণে বাংলাদেশে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি।

তাই এনআরসি থেকে বাদ পড়া ১৯ লাখ মানুষ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী করবে তা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছোড়ে চিদাম্বরম।

ভারত দখলকৃত কাশ্মীর থেকে যুবকদের ধরে পাঠানো হচ্ছে অন্য রাজ্যের কারাগারে। সঙ্গে জুড়ে দেয়া হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা।

রয়টার্সের খবরে জানা গেছে ৫ আগস্টের পর থেকে এভাবে হাজার হাজার কাশ্মীরিকে ধরে বন্দি করা হয়েছে।

১৯ বছরের ওজাইর মাকবুল মালিক পেশায় নির্মাণ শ্রমিক এবং নাজির আহমেদ রঙ্গা শ্রীনগরের প্রখ্যাত এক আইনজীবী।

দুজনকেই আটক করে ভারতীয় সেনাবহরে হামলার অভিযোগ এনে বিচ্ছিন্নতাবাদীর তকমা লাগিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

এভাবে বিনা অপরাধে গত দুই মাস ধরে কাশ্মীরি যুবকদের আটক করে দূরের রাজ্যগুলোতে পাঠানো হচ্ছে।

এদের মধ্যে ৩০০ জনকে ধরা হয়েছে জননিরাপত্তা আইনে। এ আইনে একজনকে আদালতের অনুমতি ছাড়াই দুই বছর আটক রাখার বিধান আছে।

সরকার বলছে, আটকদের বেশিরভাগই উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কারাগারে রাখা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সঞ্জয় ধর বলেছে, কেবল দুই বিচারপতির বেঞ্চেই জননিরাপত্তা আটক তিন শতাধিক কাশ্মীরির মামলা আটকে আছে।

প্রকাশিত হল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। যা কপালে চোখ ওঠার জন্য যথেষ্ট।

এই সময় ইন্ডিয়ান টাইমসের বরাতে জানা যায়, দেশের প্রথম কমপ্রিহেনসিভ ন্যাশনাল নিউট্রিশনাল সার্ভে সমীক্ষা করে জানিয়ে দিল, সারা দেশে দু'বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে মাত্র ৬.৪ শতাংশ শিশু ন্যূনতম

পর্যাপ্ত খাদ্য পেয়ে থাকে। তাহলে বাকি এত বিপুল সংখ্যক শিশু? তারা পায় না। তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ কী হল? বিভিন্ন রাজ্যের করুণ কাহিনীর কথা উঠেছে এই সমীক্ষায়।

রিপোর্ট জানাচ্ছে, একেক রাজ্যে এই সংখ্যা একেক রকমের। অন্ধ্রপ্রদেশে মাত্র ১.৩ শতাংশ শিশু সুষম আহার পায়। সিকিমে সংখ্যাটা একটু বেশি, প্রায় ৩৫.৯ শতাংশ। আর মহারাষ্ট্রে ২.২ শতাংশ, গুজরাট, তেলঙ্গানা এবং কর্নাটক ৩.৬ শতাংশ এবং তামিলনাড়ু ৪.২ শতাংশ। ফলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গড় গুজরাটে মাত্র ৩.৬ শতাংশ দু'বছরের কম বয়সী শিশু সুষম আহার পায়। এটা সত্যিই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। নিজের গড়েই যদি এই হাল হয়, তাহলে গোটা দেশের হাল বোঝা যাচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তবে সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং অসম জাতীয় গড় পুষ্টির নিরিখে একেবারে সামনের সারিতেই রয়েছে। সিকিমের পর কেরালা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে–৩২.৬ শতাংশ। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে এই

জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশের উচ্চতা তাদের বয়সের তুলনায় কম। আবার এদের মধ্যে ১৭ শতাংশের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম। এমনকী ৩৩ শতাংশের বয়স অনুযায়ী ওজন কম। ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে ১১ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বড় বড় প্রকল্প যা প্রচার করা হয়, সেগুলি কী ভাঁওতা? উত্তর দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক মালি শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" এর জানবায মুজাহিদগণ দখলদার ও ক্রুসেডার ফ্রান্সিস সেনাদের কৌশলগত স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন স্থাপনায় পুনরায় তীব্র আঘাত হানতে শুরু করেছেন।

গত দোসরা সফর মোতাবেক ৩০শে সেপ্টেম্বর আল-কায়েদার মুজাহিদীন মালিতে অবস্থিত ক্রুসেডার ফ্রান্সের দুটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে লাগাতার দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন , প্লাক্সি ও মাদুরো নামক এই ক্যাম্প দুটিতে ক্রুসেডাররা তাদের সেনাদের ট্রেনিং দিচ্ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয় দ্বীন এবং মুসলিমদের বিনাশের জন্য।

আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদীন শত্রুদের এই প্ল্যান ধ্বংস করনার্থে ক্যাম্প দুটিতে তাদের বরকতময়ী সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এতে মুজাহিদীনরা কয়েকজন বড় সেনা অফিসার সহ ৮৫ জনকে জাহান্নামে পাঠাতে সক্ষম হন। এছাড়াও অরো ২ সেনাকে বন্দী করতে সক্ষম হন, যাদের মাঝে একজন প্লাক্সি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রধানও রয়েছে।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ এই সফল অভিযানে দুটি অস্ত্র বোঝাই গাড়ী সহ মোট পাঁচটি গাড়ী গনিমত হিসেবে লাভ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের ১৬৯টিরও অধিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

প্রসঙ্গতঃ মুজাহিদীনরা সাহারা মরুভূমি এবং তৎসংলগ্ন দেশসমূহে বিশেষত মালি অঞ্চলে ফ্রান্সের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে নতুন করে আঘাত হানতে শুরু করেছেন এবং তাদের নাপাক উপস্থিতি শেষ করার আগ পর্যন্ত এবং পূর্ণ শরীয়াহ কায়েমের আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষনা দিয়েছেন, পাশাপাশি মুরতাদ সেনাদের নিজেদের ভুল থেকে তাওবা করে মুজাহিদীনদের বরকতময় কাফেলায় শামিল হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) একজন দায়িত্বশীল শাইখ মুহাম্মাদ কুফা হাফিজাহুল্লাহ জানিয়েছেন যে, মালির ম্যাসীনা ব্যাটালিয়ন এবং ড্রাগন ব্যাটালিয়ন উভয় বিদ্রোহী গ্রুপ একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

দীর্ঘদিন যাবত ম্যাসীনা ও ড্রাগন দুটি বিবাদমান বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাদের আসল শত্রু ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তাদের তাবেদার মালির গোলাম মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একধরণের যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের মাঝে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এতে উভয় গ্রুপের সদস্য নিহত হওয়া ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষও হতাহতের শিকার হন।

অবশেষে গত ৬ অক্টোবর মালিতে বর্তমানে সবচাইতে মজবুত অবস্থানে থাকা আল-কায়েদা শাখা JNIM এর কমান্ডার শাইখ মুহাম্মাদ কুফা হা. উভয় বাহিনীরকে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করান।

আল-কায়েদা কমান্ডার উক্ত চুক্তিতে বেশ কিছু শর্তও যুক্ত করেন। যার মাঝে রয়েছে,
১) ফোলানী গোত্রসহ মালির মুসলিম গোত্রগুলোর নিরাপত্তায় সব সময় উভয় বাহিনীকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে, মুসলিমদের জান-মালের হেফাজত করতে হবে।
২) নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টেনে, নিজেদের সামরিক শক্তিকে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ দখলদার ক্রুসেডার ও তাদের মিত্র বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাবহার করতে হবে।
৩) JNIM এর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা তা করবে।
৪) নিজেদের এই সামরিক শক্তিকে অপাত্রে ব্যাবহার করলে JNIM উভয় গ্রুপের উপর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।

মালি কেন্দ্রস্থলে দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীর মধ্যে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর অনেকটাই দুশ্চিন্তায় পড়ে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তাদের তাবেদার দেশটির মুরতাদ বাহিনী।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আল-কায়দা মালিতে শুধু ফ্রান্স ও তাদের তাবেদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধের ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা স্থানীয় বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর উপরেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছেন, এর মাধ্যমে তারা অনেক বিদ্রোহী গ্রুপেকেই ইতিমধ্যে নিজেদের করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কোন কোন বিদ্রোহী গ্রুপকে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের অনেক কাজকেই তাদের মাধ্যমে করে নিচ্ছে। সার্বশেষ ম্যাসীনা ও ড্রাগনের মত দুটি শক্তিশালী গ্রুপকেও একটি চুক্তিতে আবধ্য করতে সক্ষম হয়েছে তারা, আর এতে আল-কায়েদাই লাভবান হবে বেশি। যদিও ড্রাগনের অনেক নেতাই এখনো এই চুক্তি মেনে নেয়নি, কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোন পথও খোলা নেই।

মূলত আল-কায়েদা শুধু নিজেদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই ব্যাস্ত না রেখে কৌশলের ময়দানের আশ্বরোহীর মত ছুটে চলছে, তারা বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে ধীরে ধীরে নিজেদের দলে বাড়াচ্ছে। জনসাধরণের সমর্থণ আদায়ের ক্ষেত্র বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সাথে দফায় দফায় বৈঠকও করছে আল-কায়েদার এই শাখাটি।

০৮ই অক্টোবর, ২০১৯

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম কাবুলের পুতুল সরকার হেলমান্দের "মুসা-কালা" জেলায় একটি অভিযানে **আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশের আমীর মাওলানা আসেম ওমর হাফিজাহুল্লাহ** কে শহিদ করার দাবি করেছে। আর তাদের এই মিথ্যা দাবিকে সত্য প্রমাণিত করতে মুহূর্তের মধ্যেই সংবাদটি প্রচার করতে শুরু করে দেশীয় সংবাদ মাধ্যম হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক সকল সংবাদ মাধ্যম।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসূফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ তার এক টুইট বার্তায় আফগান পুতুল সরকারের এমন মিথ্যা ও বানোয়াট দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, আমরা কাবুল কর্তৃপক্ষের এই দাবির তীব্র নিন্দা ও এই দাবিকে খণ্ডন করছি।

ইসলামী ইমারাত এই দাবিগুলিকে শত্রুর মিথ্যা অপপ্রচারের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে। সত্যটি হল এই যে, হেলমান্দের মুসা-কালা এলাকায় এই অভিযানে কেবল সাধারণ মানুষ প্রচুর হতাহতের শিকার হয়েছেন এবং কয়েক ডজন বেসামরিক লোক নিহত ও আহত হয়েছেন।

শত্রু বাহিনী এই মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে মূলত হেলমান্দের মুসা-কালা এলাকায় তারা যেই অপরাধ করেছে, তার উপর মিথ্যার আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মোহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ।

একজন নাগরিক হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেছেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশের চুক্তির অসঙ্গতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তুলে ধরায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদকে খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বুয়েটের ছাত্র আবরারের হত্যার ঘটনা শুনে আমি স্তব্ধ। আমি কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কী কারণে তাকে জীবন দিতে হলো? এ দেশের ১৬ কোটি মানুষকে অন্ধকারে রেখে কিছু চুক্তি করেছে তারা। দেশের স্বার্থবিরোধী সেই চুক্তির প্রতিবাদ করতেই পারে মানুষ। আর বুয়েটের ছাত্ররা তো মেধাবী। তারা তো প্রতিবাদ করবেই।

সোমবার বুয়েটে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হাতে পিটুনিতে নিহত আবরার ফাহাদের মৃতদেহ দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি এসব কথা বলেন।

নয়াদিগন্তের মাধ্যমে জানা যায়, সোহেল বলেন, আবরার ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিল। সেই পোস্টে ওই সব চুক্তির অসঙ্গতি তুলে ধরেছিল। এ জন্য তাকে জীবন দিতে হবে? আমরা কোন দেশে বসবাস করছি? এটা তো খুনিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। তিনি বলেন, আমার মনে হয় না পৃথিবীর কোনো অভিধানে এমন কোনো শব্দ আছে যেখানে এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদ জানানো যায়। সব ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ জানাবো- দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর জন্য। আমরা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই ও এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের সবাইকে গ্রেফতারের জোর দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, দেশে জনগণের সরকার নেই। খুনিদের সরকার, এরা এখন ক্ষমতা আঁকড়ে আছে। এই ঘটনা তার আরেকটি প্রমাণ মিলল। একটির পর একটি ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। প্রতিটি ঘটনা আরেকটি ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য করা হচ্ছে।

উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নেশা সেবনের ভিডিও দৃশ্য প্রকাশ নিয়ে বগুড়ার নন্দীগ্রামে তোলপাড় শুরু হয়েছে। চায়ের স্টল থেকে শুরু করে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় বইছে।

ভাইরাল হয়ে পড়া ভিডিওটি নিয়ে স্থানীয় জনগন ক্ষুব্ধ। কালের কণ্ঠ’র হাতে আসা এই ভিডিও চিত্রে আয়েশি ভঙ্গিতে সহযোগীদের নিয়ে নেশা সেবন করতে দেখা গেছে আলোচিত সন্ত্রাসী নেতা আনিছুর রহমানকে।

জানা গেছে, বরাবর জাসদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকা আনিছুর রহমান ২০১২ সালের শুরুতে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। এর ৯ মাসের মধ্যেই পেয়ে যায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ। আর পদ পেয়েই বেপরোয়া হয়ে ওঠে আনিছুর। এলাকার মাদক কারবারিদের সঙ্গে সখ্য এবং প্রকাশ্যে মাদক সেবনকে দৈনন্দিন কাজের অংশ বানিয়ে নেয়। আর শুরু থেকেই সহযোগী হিসেবে পেয়ে যায় উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা সন্ত্রাসী শেখ শামীম ও তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িচালক আফতাব হোসেনকে। তাঁরা কখনো নিজ বাড়িতে, কখনো নাটোরের সিংড়া উপজেলায় আবার কখনো বগুড়া শহরের বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করে মাদক সেবন করে।

তিন মিনিট আট সেকেন্ডের ভিডিও চিত্রে দেখা গেছে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরিহিত আনিছুর রহমান ইয়াবা সেবন করছে।

পাশে বসে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে সহযোগীরা। ভিডিওটি প্রকাশ হওয়ার পর চায়ের স্টল থেকে শুরু করে অফিসপাড়া পর্যন্ত সর্বত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

একাধিক সূত্র জানায়, সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা আনিছুর রহমানের মাদক সেবনের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। এর আগেও আনিছুর রহমানের ইয়াবা ও গাঁজা সেবনের ছবিসহ পোস্টার উপজেলার বিভিন্ন এলাকার দেয়ালে

দেয়ালে দেখা গেছে। পোস্টারে লেখা ছিল—'আওয়ামী লীগ নেতা আনিছুর রহমান শুধু মাদকসেবীই নয়, উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মাদক ব্যবসাও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাবরেজিস্ট্রার অফিসে দলিল লেখক সমিতি নিয়ন্ত্রণ করে আনিছুর রহমান। সেখানে প্রতিদিন অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকা চাঁদা তোলা হয়, যার একটি অংশ নিয়মিত পেয়ে যায় সে। এ ছাড়া অটোটেম্পো মালিক সমিতিসহ হাট-বাজার, রাস্তা ও ফুটপাটের চাঁদাবাজিও তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার সিমলা গ্রামে মদখোর আনিছুর রহমানের জন্মস্থান। আগে সম্পদ বলতে ছিল শুধু মাটির বাড়ি। বর্তমানে এই সন্ত্রাসী নেতা সিমলা বাজারে নির্মাণ করেছে তিনতলাবিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন একটি ভবন। এর বাইরে গ্রামে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাঁদাবাজির টাকায় নিজস্ব জমিসহ পুকুর করেছে।

চাঁদাবাজ আনিছুরের ভাই আসাদুজ্জামান আসাদ নন্দীগ্রাম সদর ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ছিল। অন্য ভাইয়েরা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। অভিযোগ রয়েছে, বিএনপি সরকারের সময়ও উপজেলার বিভিন্ন পুকুর ক্ষমতাবলে দখল করে রেখেছিল আনিছুর রহমান।

নন্দীগ্রাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউল আশরাফ জিন্নাহ এ ব্যাপারে বলেছে, “সে সব সময় ইয়াবায় মত্ত থাকে। এ কারণে এলাকায় এই নেতার নাম 'বাবা আনিছ'। সে নিজে মাদক সেবন করে এবং পরিবারের সদস্যদের দিয়ে মাদকের কারবার চালায়।

প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জুয়েলকে (৪০) চাপাতি দিয়ে উপুর্যপরি কুপিয়েছে একদল সন্ত্রাসী।

বিডি প্রতিদিন অনুযায়ী, সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার বনানী সুলতানগঞ্জ হাটের একটি চা স্টলের সামনে জনসম্মুখে এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত হয়ে জিয়াউল হক জুয়েল বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধিন রয়েছে।

আহত জিয়াউল হক জুয়েল জানিয়েছে, বেলা ১২ টার দিকে সুলতানগঞ্জ হাটে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে যায়।

এমন সময় একদল আওয়ামী সন্ত্রাসী গিয়ে অতর্কিত ভাবে চাপাতি দিয়ে তাকে কোপাতে থাকে। একপর্যায়ে মাথা ও হাতে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সে আরো জানায়, সুজাবাদ এলাকা একটি কিটনাশক ওষুধ কোম্পানীর কারখানা থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে প্লাস্টিক বস্তা নিয়ে ব্যবসার করতো।

বেশ কিছুদিন যাবত সন্ত্রাসী হিরু ও টিক্কা ওই ব্যবসার ভাগ চায়। দিতে অস্বীকার করলে চাঁদা দাবি করে এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধামকি দেয়। চাঁদা না দেয়ার কারণেই তাকে কুপিয়েছে।

বগুড়া জেলার সাজেদুর রহমান শাহীন জানান, দ্বন্দ্ব যাই হোক এভাবে কোপানো ঠিক হয়নি। এর উপযুক্ত সুরাহা হওয়া দরকার।

গত ৭ অক্টোবর সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "নাউর-শাত্বহা" এবং "আস-সাকলিবিয়্যাহ" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে শক্তিশালী রকেট ও মিসাইল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানস্থল ধ্বংস হওয়াসহ অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

এদিকে উক্ত বরকতময়ী হামলার দায় স্বীকার করেন আল-কায়েদার সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক অন্যতম সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ৭ অক্টোবর সোমালিয়া জুড়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালানা করেন।

মুজাহিদদের ঐসকল সফল হামলায় সোমালিয় মন্ত্রী পরিষদের এক উচ্চপদস্থ মুরতাদকে "আলীশা" এলাকায় তার গাড়িতেই তাকে হত্যা করেন। এসময় মুজাহিদগণ তার গাড়িটি গনিমত লাভ করেন।

মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় সোমালিয়ার কারইউলী শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এতে সামরিকযানে থাকা সকল ক্রুসেডার হতাহতের শিকার হয়।

এমনিভাবে সোমালিয়ার ওয়াইদাকলী শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর দুটি ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলে ঘাঁটির অনেকাংশেই আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ধারণা করা হয় এই হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে নোয়াখালীতে মানবন্ধন কর্মসূচিতে বাঁধা দিয়েছে রাষ্ট্রসন্ত্রাসী বাহিনী পুলিশ।

'দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস' বার্তাসংস্থা জানায়, মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় নোয়াখালী জেলার মাইজদী টাউনহলের সামনে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী মানববন্ধন করতে চাইলে হিন্দুত্ববাদীদের দালাল পুলিশ তাদেরকে নিষেধ করে। ছাত্ররা অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাদের এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে পুলিশ বাঁধা দেয়। একপর্যায়ে ছাত্রদের লাঠি চার্জ করার হুমকি দেয় পুলিশ। পরে সেখান থেকে চলে যান শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, নোয়াখালী জেলার পুলিশ সুপার হলো আলমগীর হোসেন এবং নোয়াখালী জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস। এরা উভয়ে বিগত কিছুদিন যাবৎ হিন্দুদের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে স্বপরিবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শুভেচ্ছা

জানাচ্ছে। আবার, এসকল হিন্দুত্ববাদীরাই আবরার হত্যার প্রতিবাদে নোয়াখালীতে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বাঁধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে মনে করা হয়।

এর আগে গত রোববার রাত ২টার দিকে বুয়েটের শেরেবাংলা হলের একটি কক্ষে বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে ভারতপন্থী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। অমিত সাহা নামে এক হিন্দু এ হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছে বলে জানা যায়। তবে, এখনো অবধি মূল অভিযুক্ত খুনি ইসকন সদস্য অমিত সাহাকে গ্রেফতার করা হয়নি। অনেকের মতে, এই উগ্র ইসকন সদস্য অমিত সাহাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যেহেতু, আবরার ফাহাদ ফেসবুকে ভারতবিরোধী পোস্ট দেওয়ার কারণেই এমন নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়। হতে পারে, ভারতের দূতাবাসের নির্দেশেই খুনি অমিত সাহাকে আড়াল করছে হিন্দুত্ববাদের দালাল প্রশাসন।

ফেসবুকে ভারতবিরোধী পোস্ট দেওয়ায় হত্যা করা হলো বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে। খুন হওয়া আবরার ফাহাদ বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (১৭তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী ছিলেন। সহপাঠীদের ভাষ্যমতে, তিনি মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি ধার্মিকও ছিলেন। আর, ফেসবুকে তাঁর সর্বশেষ পোস্টটি ছিল শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরে করা দেশবিরোধী চুক্তির নিরীহ প্রতিবাদ। আবরার ফাহাদের এ কাজ পছন্দ হয়নি হিন্দুত্ববাদের দালাল আওয়ামী লীগের কুখ্যাত সন্ত্রাসী অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার নেতাকর্মীদের। তাই, ভারতবিরোধী পোস্ট দেওয়ার পরদিন রাতেই (৬ই অক্টোবর) ফাহাদকে তুলে নিয়ে যায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। এসময় হলের একটি কক্ষে নিয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা দুই দফায় নির্মমভাবে পিটিয়ে ফাহাদকে হত্যা করে।

ঢাকা ট্রিবিউনসহ অন্যান্য বার্তাসংস্থার তথ্য মতে, ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্রলীগের উগ্র হিন্দু নেতা অমিত সাহা। অর্থাৎ, ভারতবিরোধী স্ট্যাটাস দেওয়ায় একজন মুসলিম মেধাবী ছাত্রকে এক হিন্দুর নেতৃত্বে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার উপর সে ইসকনের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল!

ভারতের বিরুদ্ধে বলায় ছাত্রলীগ কেন একজন মুসলিমকে মারছে? নাকি ছাত্রলীগকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে হিন্দুরা? কিছুদিন আগে কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে এক হিন্দুকে বসানো হয়েছে। লেখক ভট্টাচার্য নামক ছাত্রলীগের ঐ সাধারণ সম্পাদক উগ্র হিন্দু এবং ইসকন সদস্যদের মত উগ্রবাদের চিহ্ন হিসেবে লাল সুতা পরে থাকে। তাহলে কি আমরা ধরে নিবো, ইসকনের সদস্যরা এখন আওয়ামী লীগের খোলসের আড়ালে হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে?

নাকি পুরো ছাত্রলীগই এখন বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হিন্দু সংগঠন আরএসএস এর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কাজ করছে?

আবরার ফাহাদকে হত্যা করার পর উগ্ররা আবার তাকে 'শিবির' ট্যাগ লাগিয়ে হত্যাকে 'বৈধ' করণের চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতে যেমন মুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করে পরে 'গো-রক্ষা'র অজুহাত দেওয়া হয়, বাংলাদেশে কি এখন তাহলে ভারতের বিরোধিতা করার কারণে হত্যা করা হবে, তারপর শিবির কিংবা জঙ্গির অজুহাত দেওয়া হবে?

আবার দেখুন- আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কৃষ্ণপদ রায় নামে আরেক হিন্দুকে । ভারতের বিরোধিতা করায় মুসলিম মেরে ফেলেছে, হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছে হিন্দু, তদন্তও করেছে হিন্দু- পুরো

প্রশাসন, পুরো দেশ কি তাহলে হিন্দুদের হাতে জিম্মি হয়ে গেল? কোন মুসলিম পুলিশ অফিসার কি ছিলো না? প্রশ্ন তো অনেক । কিন্তু, হিন্দুত্ববাদের দালাল হলুদ মিডিয়াগুলোর কারসাজিতে আড়ালেই রয়ে যাচ্ছে বহু তথ্য। হলুদ মিডিয়াগুলো এখনো অবধি 'হত্যার অভিযোগ উঠেছে' শব্দ ব্যবহারে ব্যস্ত! ভারতের মিডিয়াগুলোও কিন্তু কোন মুসলিমকে কথিত 'গো-রক্ষক'রা পেটালে এই ধরণের প্রতারণামূলক শব্দ ব্যবহার করে। কাল যদি ইসকনের কোন সদস্যকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়, তাহলে মিডিয়া কি একই সুরে কথা বলবে? কথিত সুশীলদের প্রতিক্রিয়া তখন কেমন হবে?
মুসলিম অধ্যুষিত এ বাংলাদেশে ভারতীয় যে আগ্রাসন শুরু হয়েছে তারই প্রতিবাদ করে ভারতপন্থী হিন্দুত্ববাদী ছাত্রলীগ নেতাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আমাদের মুসলিম ভাই আবরার ফাহাদ। বুয়েটের মত জায়গায়ও এভাবে একটা ছেলেকে খুন করা হলো। বাংলাদেশে এখন কেউ নিরাপদ না, আপনি না, আপনার সন্তানও নিরাপদ না। কার কাছে বিচার চাইবে বাংলাদেশের মুসলিমরা? পুলিশও হিন্দু, আর সরকার হলো হিন্দুদের সবচেয়ে বড় দালাল। সরকার ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দেবে, কিন্তু মানুষ কিছুই বলতে পারবেন না। বললেই আপনার উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে আরএসএসের ভূমিকায় এদেশে হিন্দুত্ববাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়া ছাত্রলীগের মত কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে। যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন উগ্র হিন্দুরা।

ভারতে আসামের পর এবার জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছে কর্ণাটক রাজ্য সরকার। রাজ্যে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে এনডিটিভি অনলাইনের খবরে জানানো হয়।

গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসভরাজ ভোমাই বলেছে, 'কর্ণাটক এমন রাজ্য, যেখানে সীমান্তের ওপার থেকে অনেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে। এখানে প্রচুর ইস্যু থাকায় আমরা সম্ভাব্য সব তথ্য সংগ্রহ করছি। বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব।'

সূত্র বলছে, বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে নেলমঙ্গলা তালুকে একটি বিদেশি আটককেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। আটককেন্দ্র থেকে অভিবাসীদের পালিয়ে যেতে বাধা দিতে কেন্দ্রের প্রাচীরগুলো কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো এক সরকারি কার্যালয় প্রাঙ্গণ সংস্কার করে একে আটককেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

গত জুলাইয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দ্রুত একটি আটককেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেয়। অবৈধ অভিবাসীদের নির্বাসিত না করা পর্যন্ত তাদের বন্দী খানা হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে বলে জানায় এনডিটিভি।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবেদনে আরও সুপারিশ করা হয়, বেঙ্গালুরুর আশপাশে অতিরিক্ত আরও কয়েকটি আটককেন্দ্র তৈরি করা হবে। কর্ণাটক রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসরত আফ্রিকান ও বাংলাদেশির প্রকৃত সংখ্যা হিসাব করে আটককেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বিরোধী দল কংগ্রেস সরকারের এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, কর্ণাটক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি ঈশ্বর খন্দ্রে বলেছে, ‘রাজ্যে যাঁরা অবৈধভাবে রয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই দেশছাড়া করতে হবে।

পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হওয়ার আগেই এনআরসির জের ধরে রাজ্য পুলিশ বেঙ্গালুরুতে একটি আটককেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

৩১ আগস্ট আসামে এনআরসি প্রকাশের পর ১৯ লাখ মানুষের নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে। বাদ পড়া এসব মানুষের অনেকেই বাংলাভাষী। যুগ যুগ ধরে আসামে বসবাসরত এই নাগরিকদের এখন মামলা লড়ে নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে।

স্বাধীনতাকামী জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) আহ্বানে কাশ্মীরীদের ‘গণআজাদি পদযাত্রা’ নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) কাছাকাছি জিসকুল এলাকায় পৌছেছে। প্রশাসন ও পুলিশ কনটেইনার, কাটাতার, বিদ্যুতের খুঁটি ও মাটি ফেলে মোজাফ্ফরাবাদ-শ্রীনগর হাইওয়ে বন্ধ করে দিলে বিক্ষোভকারীরা সেখানেই অবস্থান নেয়।

ভারত জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের প্রতি সংহতি জানানোর উদ্দেশে শুক্রবার পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের রাজধানী মোজাফ্ফরাবাদে থেকে সীমান্তের দিকে এই পদযাত্রা শুরু হয়। হাজার খানেক মোটরসাইকেল নিয়ে কাশ্মীরীরা নিয়ন্ত্রণ রেখার দিকে পদযাত্রা শুরু করেন।

পদযাত্রার তৃতীয় দিন গত রোববার চকোঠির কাছাকাছি জিসকুল এলাকায় অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। আজাদী মার্চে তরুণদের পাশাপাশি কয়েক হাজার যুবক, বৃদ্ধ ও নারীরাও অংশ নিয়েছেন।

ভারতীয় নির্যাতনের ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এমন প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছে বলে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের নেতারা জানিয়েছেন।

গত শনিবার জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের মুখপাত্র দৈনিক ডনকে বলেন, চকোঠি থেকে আমরা যুদ্ধবিরতি সীমান্ত রেখা পেরিয়ে শ্রীনগর যাব।

মুজাফফারাবাদের কমিশনার বলেছে, বেসামরিক নাগরিকদের দিকে ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও গোলাবর্ষণ করার আশঙ্কা রয়েছে, এতে স্বাধীনতাকামী নাগরিকদের মারাত্মক হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে।

ভারত জবর দখলকৃত কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার ৬৪ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি

বাংলা ট্রিবিউন সূত্রে জানা গেছে, এখনও বড় বাজারগুলো বন্ধ। রাজপথে নেই গণপরিবহনের স্বাভাবিক চলাচল। কর্মকর্তারা জানান, ব্যক্তিগত বাহনও রাস্তায় খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

গত ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মিরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে পার্লামেন্টে পাস হয় একটি বিলও। আর গত ৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত হয় তা। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে কাশ্মিরজুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত সন্ত্রাসী মালাউন সেনা। ঘটনার আগেরদিন থেকে ইন্টারনেট-মোবাইল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে সেখানকার বিপুলসংখ্যক স্বাধীনতাপন্থী ও ভারতপন্থী রাজনৈতিক নেতাকে।

কর্মকর্তারা জানান, এখন রাস্তায় কিছু অটোরিক্সা ও ট্যাক্সি ক্যাব দেখা যায়। গণপরিবহনের দেখা নেই। কাশ্মিরের মূল বাজারসহ অনেক দোকানই বন্ধ ।

কাশ্মির উপত্যকায় প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ফলে এখনও স্বাভাবিক চেহারা পায়নি কাশ্মির। এখনও মোবাইল সেবা বন্ধ কাশ্মিরে। নেই কোনও ইন্টারনেট সংযোগ।

বিশ্বব্যাপী হক ও বাতিলের মাঝে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধে বিগত এক মাসে হকপন্থী আল-কায়েদা ও তালেবান মুজাহিদদের বরকতময়ী সফল অভিযানে হতাহত হয় কয়েক হাজার ক্রুসেডার ও স্বদেশীয় গাদ্দার মুরতাদ সেনা সদস্য। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় কুফ্ফার বাহিনী।

মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন অনেক জেলা, সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্ট। যেখানে কুৃফর ও জাতীয়তাবাদের অভিশপ্ত পতাকার পরিবর্তে উড়ছে কালিমা খচিত তাওহীদের পতাকা। যেসকল এলাকা এখন মানব রচিত কুফরী সংবিধানের পরিবর্তে পরিচালিত হয় আল্লাহ পদত্ত এবং রাসূল সাঃ এর আনীত শরীয়াহ দ্বারা।

আলহামদুলিল্লাহ, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের পরিচালিত সফল অভিযানের এমনই কিছু রিপোর্ট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি ইনফোগ্রাফিক প্রকাশ করছেন "আল-ফিরদাউস" নিউজ টিম।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে শের-ই বাংলা হলের ২০১১ নং কক্ষে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে হলের নিচতলা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। কক্ষটি থেকে হত্যার বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়েছে।

২০১১ নম্বর রুম থেকে চারটি ক্রিকেট খেলার স্টাম্প, একটি চাপাতি, দুটি লাঠি ও কয়েকটি খালি মদের বোতল উদ্ধার করেছে। স্টাম্পগুলোর মধ্যে একটিতে লালচে দাগ রয়েছে। এতে রক্তের শুকনো দাগ হতে পারে বলে ধারণা করছে করা হচ্ছে।

সোমবার দুপুরে আবরারের মামাতো ভাই আবু তালহা রাসেল যমুনা টিভিকে জানান, খবর পেয়ে আমি সকাল ৬টায় ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে আসি। ওখান থেকে ৭টায় আবরারের হলে যাই। সেখানে আবরারকে মারা হয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি একটা চাপাতি, বেশ কিছু ভাঙা ও অক্ষত স্ট্যাম্প আর মদের বোতল। আমি ছবি তুলতে চাইলে আমার সঙ্গে থাকা সন্ত্রাসী আওয়ামী গোলাম পুলিশ সদস্যরা বাধা দেয়।

আবরারের মামা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, আমরা যখন আবরারকে মর্গে দেখি তখন তার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন দেখি। শরীরের প্রায় সব জায়গায় মোটা মোটা ও লালচে আঘাতের চিহ্ন আছে। আবরার যে রুমে থাকে সেখানে গিয়ে তার ল্যাপটপ ও ব্যবহারের মুঠোফোন খুঁজলে সেগুলো পাইনি। কে বা কারা নিয়েছে সেটাও বলতে পারছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আবরারকে যে কক্ষে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেই কক্ষে নিয়মিত মদের আসর বসতো। সেই কক্ষে বেশ কয়েকটি মদের বোতলও পাওয়া গেছে। ওই রুমে চারজন থাকতো, তারা সবাই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কথিত নেতা।

শের-ই বাংলা হলের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, ওই রুমে প্রায় রাতে মদের আসর বসতো। তারা চিৎকার চেঁচামেচি করত। তাদের কেউ কিছু বলতে গেলে বাজে ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছে।

০৭ই অক্টোবর, ২০১৯

৭ অক্টোবর ২০১১ ইসায়ী ইতিহাসে আফগান মুসলিমদের জন্য, শুধু আফগান মুসলিম বললে ভুল হবে, কারণ এই দিনটি ছিল কয়েক শতক বছর পরে কোন মুসলিম ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ইসলামিক ইমারত তার শাসনভার হারানোর নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা। যাকে নিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্ব নতুন করে বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। যার আশ্রয়ে বিশ্ব মুজাহিদীন প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে মুজাহিদগণ অনেকটা সফলও হয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন আগ্রাসনের ১৮ বছর পূর্তিলগ্নে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলেন, আজ থেকে আঠারো বছর আগে আজকের এই দিনে ক্রুসেডার আমেরিকা আমাদের স্বদেশের (আফগানিস্তান)

বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র অজুহাত দেখিয়ে এবং কোন যথার্থ প্রমাণ, সমর্থন ও প্রকৃত যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে ফিল্মি কায়দায় আক্রমণ চালিয়েছিল।

ক্রুসেডার মার্কিন হানাদার বাহিনী ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে এ হামলা পরিচালনা করেছিল। অথচ এই ঘটনার সাথে আফগানিস্তানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর না এখানে এমন একটি অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতির কোনো সুযোগ ছিল। যেখানে এই জাতীয় পদক্ষেপগুলি সংগঠিত ও সম্পাদন করা যেতে পারে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাথে কোনো ধরনের আলোচনার পরিবর্তে এবং উক্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সকল প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে ৭ই অক্টোবর ২০০১ ক্রুসেডার আমেরিকা অন্ধভাবে আফগানিস্তানের উপর হামলা করে বসে।

ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী প্রথমে স্বদেশীয় গাদ্দার ও দ্বীন-ঈমানকে বিক্রিকারী কিছু ছদ্ম-আফগানীকে স্থল সেনা হিসাবে ব্যবহার করে, আর ক্রুসেডাররা আকাশপথে আক্রমণ শুরু করে।

যার ফলে ইমারতে ইসলামিয়্যাহ ধর্মীয় ও জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা করে এবং জাতির সমর্থন নিয়ে আগ্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন।

বর্তমানে আফগান যুদ্ধ আঠারো বছর অতিক্রম করেছে এবং আমেরিকান দখলদারিত্ব অব্যাহত রয়েছে, গত 18 বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তারা আমাদের অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ কে হত্যা করেছে। স্থল ও আকাশ পথে বিমান হামলা পরিচালনার মাধ্যমে অকল্পনীয় ভয়াবহ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটিয়ে চলছে, এবং তাদের দুর্নীতিবাজ, ব্যর্থ, দাসত্বমূলক ব্যবস্থা এবং পুতুল সরকারকে আফগানদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তবে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং সংগ্রামের ক্ষেত্র সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ত্যাগের সাথে আমাদের জাতি আমেরিকান হানাদার এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে বীরের মতো লড়েছেন এবং শাহাদাৎ বরণ করেছেন।
আল্লাহর রহমতে শত্রুর সমস্ত কৌশল, ষড়যন্ত্র, সামরিক নীতি ও সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন।

বর্তমানে আফগানিস্তানের যুদ্ধ মার্কিনীদের জন্য এক উন্মুক্ত ক্ষতে পরিণত হয়েছে। তাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত, আহত এবং বিকলাঙ্গ হয়েছ ও হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেও তারা আফগানিস্তানে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে অক্ষম।

আজ সমগ্র দুনিয়া বুঝতে পারছে আফগানিস্তানে মার্কিনীদের দখলদারীত্ব ও এই লড়াই আমেরিকাকে মানবিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষত্রে ক্ষতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। আমেরিকার মানসম্মান ধুলোতে লুণ্ঠিত হচ্ছে। এই লড়াই আমেরিকার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি তে আঘাত হেনেছে ,এবং বিশ্ব রাজনীতি এক মুখী অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এই লড়াইতে মানসম্মান এবং প্রতিপত্তি হারিয়েছে ন্যাটো-র মতো একটি দুর্দান্ত সামরিক জোট। আমেরিকা এবং তার যুদ্ধবাজ সামরিক জেনেরালরা এই অবস্থার জন্য দায়ী, কারণ তাদের সামরিক বাজার

ধরে রাখতে এই যুদ্ধ চালিয়ে রেখেছে এবং তাদের দেশের জনগণ কে বিভ্রান্ত করছে এই বলে যে, তারা আফগানিস্তানের জনগণ কে সাহায্য করছে। আমেরিকার জনগণকে এই ভাবে বোকা বানানো হচ্ছে এবং আফগানিস্তানের মুসলিম জনতার ওপর থেকে কষ্টের বোঝা নামিয়ে রাখার চেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে তারা।

আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারাত তার যুক্তিপূর্ণ এবং নীতিপূর্ণ অবস্থান থেকে ক্রুসেডারদেরকে এই পরামর্শই দিচ্ছে যে সম্পূর্ণ সামরিক এবং রাজনৈতিক পরাজয় থেকে বাঁচতে ,আমেরিকার উচিত অবিলম্বে এই ব্যর্থ লড়াই বন্ধ করা এবং এক নীতিপূর্ন রাস্তা নিয়ে এই লড়াই এর ময়দান পরিত্যাগ করা।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ৫ অক্টোবর থেকে সিরিয়ার আলেপ্পো সিটির দক্ষিণাঞ্চলে বড় ধরণের অভিযান চালাতে শুরু করেছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৬ অক্টোবর আলেপ্পোর দক্ষিণাঞ্চলীয় পল্লী এলাকা # "হারিশাহ্"তে কুখ্যাত নুসায়রি শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর যানবাহন চলাচলেরর উপর কঠোর পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন মুজাহিদগণ। এবং সুযোগ বুঝে ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও মেশিনগান দ্বারা মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর উপর তীব্র হামলাও চাচ্ছেন। যার ফলে অনেক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হচ্ছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগ গত ৬ অক্টোবর রাতে আফগানিস্তানের গাজনি প্রদেশের শালগার জেলায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি কনভয়ে সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রাথমিক সংবাদ মতে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হা. জানান যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর ৩টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে ৩ মার্কিন ক্রুসেডারসহ ৬ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত এবং ২ মার্কিন ক্রুসেডারসহ ৭ আফগান মুরতাদ সেনা আহত হয়।

তবে এখন পর্যন্ত পাওয়া সর্বেশেষ সংবাদ হচ্ছে, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর ৪টি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। যার ফলে সামরিকযানে থাকা ১০ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ৫ মার্কিন ক্রুসেডার গুরুতর আহত হয়েছে। অন্যদিকে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৮ সেনা নিহত এবং আরো ৭ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

উজানের ঢলে ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজ দিয়ে হু হু করে দেশের পদ্মা নদীতে প্রবেশ করা পানির তোরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে ।

সীমার ৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহি হতে থাকে। গত ২৪ ঘন্টায় পানি বিপদ সীমার সামান্য নিচে নেমে এসে ৩ সেঃমিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
পাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কে. এম. জহরুল হক রবিবার এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে , বর্তমানে পানি বিপদ সীমার উপরে রয়েছে। যদি উজানে বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে পানি বিপদ সীমরি নিচে নেমে আসবে। পাবনা জেলায় পদ্মা নদীতে পানি ফুঁসে উঠায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মার ৭টি শাখা নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়।

নয়াদিগন্তের বরাতে জানা যায়, পানি বৃদ্ধির কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকা গুলোতে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ।
অপরদিকে পানি নামার সাথে সাথে নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে জেলার ১০টি ইউনিয়ন। পাবনা সুজানগর এলাকাসহ জেলা নদীকূলের ১০টি ইউনিয়ন এখন তীব্র ভাঙনের সম্মুখীন । পাবনা সদরের ভাড়ারা, হেমায়েপুর, দোগাছি ইউনিয়ন ও পাবনা সুজানগর উপজেলার ভায়না, সাতবাড়িয়া, নাজিরগঞ্জ, মানিকহাট, সাগরকান্দি ইউনিয়ন পদ্মার ভাঙ্গন মুখে পতিত হয়েছে। এই ভাঙ্গনের জন্য নদীর পানি বৃদ্ধি এবং অপিরকল্পিত ভাবে বালি উত্তলনের জন্য নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

কৃষকের ক্ষতির বিষয় নিয়ে কথা হয় পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজহার আলীর সাথে তিনি বলেন, এই পানি বৃদ্ধির কারণে পাবনা অঞ্চলের কৃষির ব্যপক ক্ষতি হয়েছে যার আর্থিক পরিমান আনুমানিক প্রায় ৭ কোটি । ১ হাজার ৭শত হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তবে আধাপাকা ইরিধান অনেক কৃষক ঘরে তুলতে পারেননি। কিছু পরিমান ধান কৃষক কাটতে পেরেছে যরি বেশীর ভাগ নষ্ট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সকল উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পানি নামার সাথে সাথে কৃষক যাতে আবার ফসল রোপণ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা প্রস্তত করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। সরকারি ভাবে তাদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলে অবশ্যই তাদের কাছে সেগুলো খুব দ্রুত পৌঁছে দেয়া হবে।

ভারতে মুসলিম দম্পতিকে জোর করে 'জয় শ্রী রাম' বলতে বাধ্য করেছে দুই উগ্র হিন্দু মালাউন।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দৈনিক আজকাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে উগ্র দুই হিন্দু মালাউন। শুধু তাই নয়, ওই দু' উগ্র হিন্দু মালাউন মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণও করেছে । সূত্রটি আরো জানিয়েছে ওই মুসলিম দম্পতি হরিয়ানার বাসিন্দা। বাস ধরার জন্য আলওয়ার বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মোটরসাইকেলে চড়ে দু'জন লম্পট হিন্দু মালাউন হাজির হয় বাসস্ট্যান্ডে। ওই মুসলিম দম্পতিকে উত্যক্ত করতে শুরু করে তারা। ওই দম্পতি জানিয়েছে ওই দু'জনের মধ্যে এক ব্যক্তি মহিলার সামনে নিজের যৌনাঙ্গ দেখিয়েছে। আশেপাশের কয়েকজন এই ঘটনা

দেখেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, ওই দু’জনের মধ্যে একজনের নাম বংশ ভরদ্বাজ (২৩)। অন্যজন সুরেন্দ্র মোহন ভাটিয়া (৩২)।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরে বাংলা হল থেকে আবরার ফাহাদ (২১) নামে একজন ছাত্রকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ভারতপন্থী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। আবরার ফাহাদ ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরে দেশবিরোধী কিছু চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে ফেসবুকে যৌক্তিক পোস্ট দেওয়ার ফলেই আবরারকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ গণমানুষের।

রবিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে, সাধারণ ছাত্র ও কর্তৃপক্ষ ফাহাদের মরদেহ সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ফাহাদের মৃত্যুর বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহরাব হোসেন।

ফাহাদের সাথে একই বর্ষে অধ্যয়নরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সন্ধ্যা সাতটার দিকে একই বর্ষের কয়েকজন ছাত্র আবরারকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর আনুমানিক রাত ২টার দিকে সিঁড়িতে আবরারকে পড়ে থাকতে দেখেন তারা। সে সময় তার শরীরে বেশকিছু আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ঢাকা ট্রিবিউন নামক বার্তাসংস্থা পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরাই আবরারকে ডেকে নিয়ে পরে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের অভিযোগ, আবরার ছাত্রশিবিরের লোক। তাই, তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ।

এ প্রসঙ্গে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক আশিকুল ইসলাম বিটু বলে, “নিহত ফাহাদের ফেসবুক একাউন্ট ও ইনবক্স ঘেঁটে তার সঙ্গে ছাত্র শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়।” এমনকি শিবির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফেসবুক পেজ ‘বাঁশের কেল্লা’তে তার লাইক দেওয়া আছে বলেও সে জানায়।

সহপাঠীদের মতে, আবরার ফাহাদ ধার্মিক প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। মেধাবী এই মুসলিম শিক্ষার্থী কঠোর পরিশ্রম করে বুয়েটে চান্স পান এবং ২০১৮ সাল থেকে বুয়েটে পড়াশোনা শুরু করেন। গতকাল রবিবার রাতে ছাত্রলীগের কিছু ভারতপন্থী হিন্দু সন্ত্রাসী শিক্ষার্থীদের মদদে মেধাবী মুসলিম শিক্ষার্থী আবরারকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়।

বার্তাসংস্থা ঢাকা ট্রিবিউনের বরাতে জানা যায়, আবরারকে হত্যার জড়িতরা হলো- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী অনিক সরকার, সে শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। অপর অভিযুক্ত ব্যক্তি অমিত সাহা, সে আইন বিষয়ক উপ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পাকিস্তানের ভেবে নিজেদের হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছিল ভারতীয় বিমান বাহিনী। এ ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছে দেশটির সন্ত্রাসী বিমান বাহিনীর প্রধান। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এ ঘটনা ঘটে। এতে তাদের ৬ সন্ত্রাসী সদস্য এবং এক সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছিলো।

গত শুক্রবার(০৪ অক্টোবার) ভারতীয় সন্ত্রাসী মালাউন বিমানবাহিনীর প্রধান রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া বলেছে, এটি একটি বড় ভুল ছিল। আমরা এটিকে মেনে নিয়েছি।

সংবাদ মাধ্যম পার্সটুডের সূত্রে জানা যায়, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে যে ভারতীয় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছিল তা ভারতের সন্ত্রাসী মালাউন সেনাদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভূপাতিত হয়।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, পুলওয়ামাতে স্বাধীনতাকামীদের হামলায় ভারতের ৪০ জন সন্ত্রাসী মালাউন সেনা নিহত হয়েছিল। হামলায় ভারতীয় মালাউন বাহিনীর ভেতরে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং এ কারণেই ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনারা নিজেদের হেলিকপ্টারকে পাকিস্তানি হেলিকপ্টার ভেবে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এমআই-১৭ হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। এই ঘটনাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বহীনতার চরম বহিঃপ্রকাশ বলে কোনো কোনো বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন।

ভারতের কোনো কোনো গণমাধ্যম বলেছে, সে সময় দেশে জাতীয় নির্বাচনের কারণে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ তখন চেপে রাখা হয়।

বেনাপোল পোর্ট থানার কাগজ পুকুর গ্রামের এক প্রতিবন্ধী স্কুল ছাত্রীকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ করেছে মেহেদী হাসান সংগ্রাম নামে এক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্মী।

নয়া দিগন্ত সূত্রে জানা গেছে, ধর্ষক মেহেদী হাসান সংগ্রাম বেনাপোল পোর্ট থানার ভবেরবেড় গ্রামের শামীম হোসেনের পুত্র। প্রতিবন্ধী স্কুল ছাত্রীর পিতা বেনাপোল কাগজ পুকুর গ্রামের গোলাম হোসেন জানায় তার প্রতিবন্ধী মেয়েকে বেনাপোল ভবারবেড় এলাকার মেহেদী হাসান সংগ্রাম বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মাঝে মাঝে তার বোনের বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে আসছে। ঘটনাটি জানাজানি হলে প্রতিবন্ধী স্কুল ছাত্রী মেহেদী হাসান সংগ্রামকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।

এ অভিযোগে শনিবার রাতে ঘটনার সাথে জড়িত ৪ জনকে আসামী করে বেনাপোল পোর্ট থানার মামলা দায়ের করেন প্রতিবন্ধী স্কুল ছাত্রীর পিতা বেনাপোল কাগজ পুকুর গ্রামের গোলাম হোসেন। প্রতিবন্ধী স্কুল ছাত্রীর মাতা বলেন মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এলাকাবাসী জানায় পরিবারটি খুবই অসহায়। প্রতিবন্ধী স্কুল ছাত্রীর পিতা গোলাম হোসেন বেনাপোল বাজারের রাতের প্রহরি। খুবই কষ্টে জীবন চলে তাদের।

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় প্রবাসীর শিশু সন্তানকে অপহরণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূকে কুপিয়ে জখম করেছে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতাসহ ১৪ জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাঁদা না পেয়ে শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ভোলাকোট ইউনিয়নের ভোলাকোট গ্রামের প্রবাসী আলা উদ্দিনের শিশু সন্তানকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। ওই ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও একাধিক মামলার আসামি জাহিদুল ইসলাম জুয়েল তার সহযোগীদের নিয়ে এ ঘটনা ঘটায়।

কিন্তু অপহরণে ব্যর্থ হয়ে প্রবাসী আলা উদ্দিনের স্ত্রী ফাতেমা বেগমকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে যুবলীগ নেতা ও তার সহযোগী সন্ত্রাসীরা। একপর্যায়ে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আহত অবস্থায় ফাতেমাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর সূত্রে জানা যায়, ভোলাকোট গ্রামের মোতাহের ও আলা উদ্দিন দুই ভাই আবুধাবিতে একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। ২০১৭ সালে মোতাহের দেশে আসলে যুবলীগ নেতা জুয়েল পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা না দিলে মোতাহেরের পরিবারের লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়। ভয়ে তখন দুই লাখ টাকা দেয়া হয়।

পরবর্তীতে দাবিকৃত বাকি তিন লাখ টাকা না দেয়ায় ফের হুমকি দেয়া হলে মোতাহের পরিবার নিয়ে ঢাকায় চলে যান। সম্প্রতি মোতাহের ও আলা উদ্দিন ভোলাকোট গ্রামে বাড়ি নির্মাণ করেন। এ কারণে তারা বাড়িতে আসলে জুয়েল ফের চাঁদার জন্য হুমকি দেয়। কিন্তু টাকা না দেয়ায় জুয়েল তার সহযোগীদের নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় আলা উদ্দিনের শিশু সন্তান মনিকাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এতে বাধা দিলে মা ফাতেমা বেগমকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে পালিয়ে যায়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত ৬ অক্টোবর আফগানিস্তান জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় কুন্দুজ প্রদেশের কেল্লা-জাল জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। যাতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৩ সেনা নিহত এবং ৭ সেনা আহত হয়।

এমনিভাবে জাওজান প্রদেশের খানকাহ্ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের অপর একটি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩ ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় ৯ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

এদিকে কাপিসা প্রদেশের "নাজরাব" জেলাতেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল অভিযান চালিয়ে ৩টি চেকপোস্ট বিজয় করেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয় ১৩ আফগান মুরতাদ সেনা।

একইভাবে জেলমান্দ প্রদেশের লশকারগাহ জেলাতে অভিযান চালিয়েও ১টি চেকপোস্ট বিজয় করেন মুজাহিদগণ। এখানেও মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ৮ আফগান মুরতাদ সেনা।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে ৬ অক্টোবর ১১ জন তালেবান কমান্ডারকে মুক্ত করেছেন। বিপরীতে মুরতাদ ও মুশরিকদের ৩ সদস্যকে মুক্তি দিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

জানা যায় যে, গত কয়েক বছর আগে "মাজার-ই শরীফ" হতে তালেবান মুজাহিদগণ ভারতীয় ৭ মুশরিক ইঞ্জিনিয়ারসহ অনেক আফগান মুরতাদ সেনাকে বন্দী করেছিলেন। পরে তালেবান মুজাহিদদের কারাগারে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী বিমান হামলা চালালে উক্ত কারাগারটির অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে ২ ভারতীয় মুশরিক ইঞ্জিনিয়ার তখন পালাতে সক্ষম হলেও বাকিদেরকে পুনরায় বন্দী করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

এদিকে চলতি বছর ৬ অক্টোবর তালেবান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দোহায় দ্বিতীয় বারের মত একটি বন্দী বিনিময় চুক্তি হয়, যাতে শত্রু বাহিনীর ৩ সদস্যের বদলে তালেবানদের ১১ জন কমান্ডারকে মুক্তি দিতে সম্মত হয় মার্কিন বাহিনী। শত্রু বাহিনীর ৩ সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ২ মালাউন মুশরিক ইঞ্জিনিয়ার ও এক আফগান মুরতাদ কমান্ডার। বিপরীতে তালেবান মুজাহিদদের কুনার প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর কমান্ডার শাইখ আব্দুর রহমান ও নিমরোজ প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নরসহ মোট ১১ জন তালেবান কমান্ডারকে মুক্তি দেয় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী।

০৬ই অক্টোবর, ২০১৯

শাম এক বরকতময়ী যুদ্ধ ও বর্তমানে ফেতনার এক ভূমি। উত্তপ্ত এই ময়দানে অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন একদল আল্লাহ্ ভীরু, রাসূল প্রেমিক ও উম্মাহর ব্যাথায় ব্যথিত মুজাহিদীন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ অক্টোবর সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "আল-মাশারীয়" এলাকায় মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে তীব্র মর্টার হামলা চালান। এতে, কয়েক নুসাইরী মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

পরে উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন সোমালিয়ায় ক্রুসেডার সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে সোমালিয়ার শাবলী সু্ফলা প্রদেশের "কারয়ুলী" শহরে আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদদের একটি সফল অভিযানের শিকার হয় সন্ত্রাসী কুফফার বাহিনী । এতে ২ উগান্ডান ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ৪ ক্রুসেডার আহত হয়।

এর আগে রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে সামরিক ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সহ অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "দার্কিনলী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি হামলার শিকার হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিট। যাতে ঘটনাস্থলেই এক সোমালিয় মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চলমান ভারত সফরে তিস্তা নদীর জল ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনও অগ্রগতি নেই। তিস্তা নদীর জল রয়ে গেছে অধরাই। তবুও বাংলাদেশের ফেনী নদী থেকে ভারতকে পানি দিতে রাজি হয়েছে ভারতীয় দালাল শেখ হাসিনা।

গত শনিবার দুপুরে নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৈঠকে বসে শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী। ইউএনবির সূত্রে, *দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার খবরে* বলা হয়, স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশের ফেনী নদী থেকে ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করে ত্রিপুরায় নিতে পারবে ভারত।

এই পানি তারা ত্রিপুরা সাব্রুম শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পে ব্যবহার করবে। ফেনী নদী,অভিন্ন নয়-শুধুই বাংলাদেশের সম্পদ। এর উৎপত্তি, প্রবাহ এবং ভৌগলিক অবস্থান নিশ্চিত করে ফেনী নদী কোনভাবেই আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহের সীমা রেখায় প্রবাহিত নয়। দেশি-বিদেশি যারাই ফেনী নদীকে অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদী প্রমাণের চেষ্টা করছেন বহু বছর ধরে,তারা কখনই মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে এর পক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেননি। লেখালেখি বা বক্তব্য-বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ তাদের অপচেষ্টা। সেখানেও তারা কোনভাবেই দু'দেশের অমিমাংসিত ভূমি নিয়ে কথা বলেন না। খাগড়াছড়ির ১৭শ একর অমিমাংসিত বাংলাদেশের যে ভূমির উপর দিয়ে এ নদী প্রবাহিত,তা ভারতের বলেই চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেন অনেকে। শুধু তাই নয়,পার্শ্ববর্তী কথিত বন্ধু দেশ ভারতও নিজেদের উত্তর-পূর্ব অংশের বেশ কটি রাজ্যের পানির অভাব মেটাতে দীর্ঘ বছর ধরে নানা কৌশলে ফেনী নদীকে আন্তর্জাতিক নদী প্রমাণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। উৎপত্তি এবং পথচলা: এক পাশে পার্বত্য

রামগড় ও চট্টগ্রামের মিরসরাই, আরেক পাশে ফেনীর ছাগলনাইয়া। মাঝে কল কল ধ্বনিতে ধেয়ে চলছে ছাগলনাইয়ার গর্বের সন্তান, ফেনী নদী। খাগড়াছড়ি'র পার্বত্য মাটিরাঙ্গা ও পানছড়ির মধ্যবর্তী "ভগবান" টিলা থেকে ছড়া নেমে আসে ভাটির দিকে। আর আসালং-তাইন্দং দ্বীপ থেকে রূপ নেয় ফেনী নদী নামে। ভগবানটিলার পর আসালং তাইন্দং এসে প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহিত ছড়াকে কেটে ভারতের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়েছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আমলীঘাট সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের লুসাই পাহাড় থেকে ছড়া নেমে এসে, ইজেরা গ্রামের সীমান্ত ছুঁয়ে বা ঘেঁষে ফেনী নদী নামে ভাটির দিকে ধেয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে এই তথ্যটি সর্ম্পূণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ ইজেরা গ্রামের সাথে আসালং-তাইন্দং এ বাংলাদেশের প্রায় ১৭শ একর জায়গার সম্পর্ক রয়েছে। যা ভারত গায়ের জোরে দখল করে রেখেছে। আসালং তাইন্দং থেকে নেমে আসা ছড়া আমলীঘাটের এখানটাতেই ছাগলনাইয়া ছুয়ে ফেনী নদী নামে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলেছে। ফেনী নদী নিয়ে বিতর্কের শুরু : দেশ বিভাগের আগে ১৯৩৪ সালে ভারত, ফেনী নদীর পানি নেয়ার দাবি ওঠায় বলে কেউ কেউ মন্তব্য করলেও মূলত: ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পযর্ন্ত নানা কৌশলে "নো ম্যানস ল্যান্ড" ও "ট্রান্সবাউন্ডারির" অজুহাতে আর্ন্তজাতিক নদী প্রবাহের অংশ দেখানোর চেষ্টা করে তারা। ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহারে ক্ষয়ক্ষতি: এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পানি প্রত্যাহার করে নেয়া হলে শুষ্ক মৌসুমে নদী তীরবর্তী চট্টগ্রামের মিরসরাই,খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা, ফেনীর ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী, মুহুরী সেচ প্রকল্প, ফুলগাজী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণাংশ এবং নোয়াখালী-লক্ষীপুরের কিছু অংশের বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে পানির জোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এতে করে লাখ লাখ হেক্টর জমি চাষাবাদের অনাবাদি হয়ে পড়বে। অকার্যকর হয়ে পড়বে ১৯৮৪ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের হাত ধরে তৎকালীন ১৫৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প "মুহুরী"। যার আওতায় এ অঞ্চলের প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি উপজেলার ৮/৯ লাখ হেক্টর জমিতে লোনামুক্ত পানির সরবরাহ করা হয়। যার মাধ্যমে শুধুমাত্র ফেনীর ৬টি উপজেলায় বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৮৬ হাজার মেট্রিকটন ফসল উৎপাদন হয়। এ প্রকল্পের আওতায় যেখানে ফেনী, মুহুরী ও কালিদাস পাহালিয়া- এ তিনটি নদীর পানি দিয়ে ৮/৯ লাখ হেক্টর জমির সেচকাজ করার কথা, সেখানে এখনই শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে ২৩ হাজার হেক্টর জমিতেও সেচ দেয়া সম্ভব হয় না। মুহুরী সেচ প্রকল্পের প্রায় ৮০ ভাগ পানির মূল উৎস "ফেনী নদী"। ফেনী থেকে ২৫ কিলোমিটার ও চট্টগ্রাম থেকে ৭০ কিলোমিটার এবং সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম-ফেনী জেলার সীমানায় মুহুরী সেচ প্রকল্পটির অবস্থান। এখানে গড়ে ওঠা দিগন্ত বিস্তৃত চিংড়ি ঘেরগুলো ধংস হবে। মুহুরী, সিলোনিয়া, পিলাকসহ প্রায় শতাধিক ছোট-বড় নদী, খাল ও ছরায় পানি শূন্যতা দেখা দেবে। এক দশক আগ থেকেই ছাগলনাইয়া উপজেলার যশপুর খাল, ছাগলনাইয়া ছড়া, ফুলছড়ি খাল, হিছাছড়া,মন্দিয়া খাল,জংগলমিয়া খাল,পান্নাঘাট খালসহ অসংখ্য খালের তলা শুকনো মওসুমে পানির অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এছাড়া মুহুরী প্রকল্পের নয়নাভিরাম পর্যটন সম্ভাবনা হারিয়ে যাবে নিমিষেই। হুমিকর মুখে পড়বে কয়েক লক্ষ হেক্টর জমির গাছপালা। ফেনী নদী, মুহুরী ও কালিদাশ পাহাড়িয়া নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মৎস্য খামার বন্ধ হয়ে যাবে। যা থেকে উৎপাদিত মাছ দিয়ে পুরো চট্টগ্রামের ৭০ ভাগ মৎস্য চাহিদা পুরন করা যায়। বছরে প্রায় আড়াইশ কোটি টাকার মৎস্য উৎপাদন হয় এ প্রকল্পের পানি দিয়ে। নদীর তীরবর্তী ২০-২২ হাজার জেলে পরিবারের জীবন-জীবিকা অন্ধকারের মুখে পড়বে। বিলিন হয়ে যাবে বিরল প্রজাতির মাছ ও পশু-পাখি। সামুদ্রিক লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ধংস হবে, সবুজ বনায়ন। দেখা দেবে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্যহীনতা। বেকার হয়ে যাবে লক্ষাধিক কর্মজীবী মানুষ। সব কিছু হারিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে

নিয়ে পথে বসবে প্রায় ২০ লাখ পরিবার। সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ অঞ্চলের প্রায় অর্ধকোটিরও বেশী মানুষ। ফেনী নদীর বালু মহাল ইজারার মাধ্যমে প্রতি বছর সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। ভারতের সঙ্গে চুক্তি হওয়ায় এ নদীতে পানি সঙ্কটের কারণে বালি উত্তোলন প্রক্রিয়াও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। হুমকির মুখে পড়বে ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার হাজার হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ। ফেনীর মানুষের অনুভূতি :

দলমত নির্বিশেষে ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও সোনাগজীসহ ফেনীর মানুষ ফুঁসে উঠছে। ফেনী নদীর পানি বন্টন চুক্তি নিয়ে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও ফেনীর ছাগলনাইয়ার মানুষের মধ্যে বেড়েছে উৎকণ্ঠা। পানি আগ্রাসনে ফেনী নদী শুকিয়ে যাওয়ার এবং মুহুরী সেচ প্রকল্প অকার্যকর হওয়ার আতঙ্কে রয়েছে নদীর তীরবর্তী ছাগলনাইয়ার জনগণ। ফেনী নদীর পানি রক্ষা আন্দোলনে সর্বশেষ ২০১২ সালের ৫ মার্চ লংমার্চ করে সাবেক রাষ্ট্রপতি, মরহুম হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তাতেও বরফ গলেনি ভারতের তাই ছাগলনাইয়াসহ ফেনীর মানুষের বক্তব্য একটাই, জীবন দিয়ালামু, হেনী নদীর হানি ভারতেরে দিতাম ন’।

বাংলাদেশ এই প্রথমবারের মতো তাদের প্রাকৃতিক গ্যাস ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রপ্তানি করবে বলে গত শনিবার দিল্লিতে দুই দেশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

হিন্দু ঘেষা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরের তৃতীয় দিনে শনিবার আরও জানানো হয়েছে, ফেনী নদীর পানি নিয়ে ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে পানীয় জলও সরবরাহ করা হবে।

তবে যে ইস্যুগুলোতে বাংলাদেশে অনেকেরই নজর ছিল - যেমন তিস্তা নদীর জল ভাগাভাগি কিংবা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রশ্নে ভারতের অধিকতর সমর্থন আদায়, সেগুলোতে বিশেষ অগ্রগতির লক্ষণ চোখে পড়েনি।

দু'দেশের যৌথ বিবৃতিতে ভারতের বিতর্কিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি-র প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়নি।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই শীর্ষ পর্যায়ে যে কোনও ভারত-বাংলাদেশ বৈঠকে কৌতূহলের কেন্দ্রে থাকছে তিস্তা চুক্তি বা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মতো বিষয়।

শনিবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রধানমন্ত্রী হাসিনার বৈঠকে সে সব ইস্যুতে কোনও নাটকীয় মোড় আসেনি - তবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশ ভারতে তাদের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করতে সম্মত হয়েছে।

এলপিজি রপ্তানি জন্য একটি প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেছে দুই প্রধানমন্ত্রী।

এই প্রকল্পে বাংলাদেশ থেকে বুলেট ট্রাকে চাপিয়ে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে আসা হবে ত্রিপুরার বিশালগড় বটলিং প্ল্যান্টে, তারপর তা সরবরাহ করা হবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে

তাতে এলপিজি সিলিন্ডার অনেক কম পরিবহন-খরচে আর কম সময়ে পৌঁছে দেয়া যাবে ঐ সব দুর্গম এলাকায়।

ভারতে গ্যাস রপ্তানি কতটা সমীচিন হবে, তা নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক দীর্ঘদিনের - কিন্তু শনিবার দেখা গেল হিন্দু ঘেষা শেখ হাসিনা সরকার তা নির্দিধায় অনুমতি দিয়ে দিল।

জলের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতেও বাংলাদেশের দালাল শাসক একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে - ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে পানীয় জল জোগাতে ফেনী নদী থেকে ১.৮২ কিউসেক জল সরবরাহ করাতে রাজি হয়েছে।

অথচ এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পানি প্রত্যাহার করে নেয়া হলে শুষ্ক মৌসুমে নদী তীরবর্তী চট্টগ্রামের মিরসরাই,খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা, ফেনীর ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী, মুহুরী সেচ প্রকল্প, ফুলগাজী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণাংশ এবং নোয়াখালী-লক্ষীপুরের কিছু অংশের বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে পানির জোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এতে করে লাখ লাখ হেক্টর জমি চাষাবাদের অনাবাদি হয়ে পড়বে।

ফেনী-সহ সাতটি অভিন্ন নদীর পানি ভাগাভাগির জন্য একটি কাঠামো প্রস্তুত করতেও যৌথ নদী কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে দুই নেতা - যদিও এই সাতটির মধ্যে তিস্তা সেই।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছে, "শেখ হাসিনার সঙ্গে আজকের এই এলপিজি-আমদানিসহ এই নিয়ে গত এক বছরে আমি অন্তত ডজনখানেক প্রকল্পের উদ্বোধন করলাম।"

"যার সবগুলোরই লক্ষ্য এক - আমাদের নাগরিকদের জীবনের মানে উন্নতি ঘটানো। আর এটাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মূলমন্ত্র।"

যে সাতটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি দিল্লিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটিই ছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা পদ্ধতি ঠিক কী হবে, তা নিয়ে।

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারিত হলেও বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য ভারতের কোনও বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।

যৌথ বিবৃতিতে ছিল না ভারতের বিতর্কিত এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর প্রসঙ্গও।

এনআরসি-কে ভারত একদিকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বর্ণনা করে আসছে, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপি নেতারা অনেকেই হুমকি দিচ্ছে এনআরসি-বাতিলদের বাংলাদেশে ডিপোর্ট করা হবে।

এই পটভূমিতে বাংলাদেশ চেয়েছিল এনআরসি নিয়ে তাদের উদ্বেগের কিছু নেই, এই আশ্বাসটা ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আসুক।

কিন্তু দু'দেশের যৌথ বিবৃতিতে অন্তত তার কোনও প্রতিফলন ঘটেনি।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

ভারত ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেয়ায় নড়াইলের মধুমতি-নবগঙ্গা নদীতে মাত্রাতিরিক্ত পানি বেড়ে গেছে। নিচু এলাকা যেমন প্লাবিত হচ্ছে, তেমনি মধুমতি-নবগঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ভাঙনের কবলে পড়ে কয়েক বছরে পুরোনো মধুমতি নদীর ঘাঘা, মল্লিকপুর, শিয়েরবর, মাকড়াইল নবগঙ্গা নদীর করগাতি, ছোট কালিয়া, শুক্তগ্রামসহ ১৫টি পয়েন্টে হাজারও বসতঘর জমিসহ নানা স্থাপনা নদীগর্ভে চলে গেছে। ফারাক্কার প্রভাবে নবগঙ্গা নদীর শুক্তগ্রাম-হাচলা আর মধুমতি নদীর তেতুলিয়া এলাকাসহ কয়েকটি এলাকা নতুন করে ভাঙতে শুরু করেছে।

গত ৪-৫ দিনে শুক্রগ্রাম ও বাজার এলাকায় নবগঙ্গা নদীর পানি লোকালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। সেই সাথে হঠাৎ ভাঙনে শতাধিক বাড়িঘর ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙন অব্যাহত থাকলেও ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ‘উদাসীনতায়’ গৃহহীন হয়েছে কালিয়া উপজেলার কয়েকশ বাসিন্দা। এখনও ভাঙন আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ।

সূত্র জানায়, গত বছরে নবগঙ্গার তীব্র ভাঙনে বিলীন হয়েছে শুক্রগ্রাম এলাকার পালপাড়া, আশ্রয়ন প্রকল্পসহ কয়েক হাজার একর জমি। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে প্রায় শতাধিক বাড়ি-ঘর গাছপালাসহ ফসলি জমি। ভাঙন আতঙ্কে আশপাশের এলাকার মানুষ ঘরবাড়ি, গাছ-পালা সরাতে শুরু করেছে।

শুক্রগ্রামের প্রবীণ ইলিয়াস আলী বলেন, ‘গত ৩৫ বছরে নবগঙ্গা নদীতে এমন পানি দেখিনি। আমাদের বাড়িটি এক রাতেই নদীর মধ্যে চলে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড এখন যে বালির বস্তা ফেলছে তা নদীতে যাচ্ছে, ভাঙনে কোনো কাজে আসছে না।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, চলতি বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই নবগঙ্গার বিভিন্ন অংশে ভাঙনের আশঙ্কা থাকলেও স্থানীয়দের কোনো আবেদনে সাড়া দেয়নি জনপ্রতিনিধি কিম্বা পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ভাঙনের মধ্যে নদী থেকে বালি তুলে তা ভরে জিও ব্যাগ ফেলায় ব্যস্ত থাকলেও তা পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। ভাঙনের কবলে পড়ে বাস্তুহারা মানুষের শেষ সম্বল বাড়ি সরানোর কাজে ব্যস্ত থাকলেও প্রশাসনের লোকেরা তাদের খবরও নিচ্ছেন না, ঠিকমতো খাবারও জুটছে না। নবগঙ্গার ভাঙনে গ্রামটির বহু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। ভাঙনের শিকার অসহায় পরিবারগুলো বাজারে, নদীর পাড়ে আকাশের নিচে, রাস্তার পাশে ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ভাঙা বাড়ির চাল, আসবাবপত্র নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। মাটির ভিটার ওপরেই আশ্রয় নিয়েছে কয়েকটি পরিবার।

ক্ষতিগ্রস্ত জুলমত শেখ বলেন, ‘গত ৫ দিন ধরে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছি, গ্রামের লোকেরা কিছু খাবার দিলে তাই খাচ্ছি, আমাদের আর যাবার কোনো জায়গা নেই। কোথায় যাব, কী খাব বুঝে উঠতে পারছি না।’

চরপাড়ার ষাটোর্ধ্ব তোবারেক শেখ বলেন, তিনবার নদী ভাঙনে বাড়ি-ঘরসহ ৩৫ একর ফসলি জমি নদীতে গেছে। সর্বশেষ ২ একর ৫৬ শতক জমি ছিল বসতবাড়ি। ভাঙতে ভাঙতে এখন মাত্র ১৫ শতক জমি আছে, এখন আমরা নিঃস্ব।

গত বর্ষা মৌসুম থেকে তীব্র ভাঙনে নবগঙ্গা নদী গ্রাস করেছে শুক্রগ্রামের প্রায় দেড় শ বসতবাড়ি। এবার মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে প্রায় তিনশ বছরের পুরনো শুক্রগ্রাম বাজার। যেকোনো মুহূর্তে নদীপাড়ের পাকারাস্তাটি ভেঙে গেলে সরকারি স্থাপনাসহ মসজিদ, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আর বর্ষা মৌসুমের শুরুতে কাজ না করে ভাঙনের মধ্যে ফেলা জিও ব্যাগ কোনো কাজে আসছে না। স্থানীয় ঠিকাদাররা কাজ করতে আগ্রহী না হওয়ায় সময়মতো কাজ শুরু হয়নি বলে জানায় পাউবো কমকর্তারা ।

তবে ঠিকাদারদের অভিযোগ, জরুরি (ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক) কাজের ক্ষেত্রে ও পাউবো কমকর্তারা ১০ ভাগ পিসি (ঘুস) নেয় বলেই ঠিকাদাররা কাজ করতে চান না।

সূত্র: ইউএনবি

সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ইসকনের দ্বন্দ্বে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর শ্রীশ্রী রশিক রায় জিউ মন্দির এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এ আদেশ দেয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শীলা ব্রত কর্মকার।

পুলিশ জানায়, সম্প্রতি দুর্গোৎসব উদযাপনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ইসকন **হিন্দু সন্ত্রাসী দু'গ্রুপের** দ্বন্দ্বে একজন নিহত হয়।

প্রতি বছর দুর্গোৎসবের সময় দু'পক্ষ থেকেই সেখানে পূজা উদযাপন করতে আগ্রহী। এছাড়া শ্রীশ্রী রশিক রায় জিউ মন্দিরের জমির দখল নিয়ে হিন্দুধর্মের সনাতন ও ইসকন অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ চলছে। ২০০৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রশিক রায় জিউ মন্দিরে দুর্গাপূজা নিয়ে অনুসারীদের সাথে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ফুলবাবু নামে একজন সনাতন ধর্ম অনুসারী নিহত হয়।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শীলা ব্রত কর্মকার জানায়, ওই মন্দিরের জমি নিয়ে স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ইসকন ভক্তদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে।

জানা গেছে, প্রতি বছরই মুশরিকদের দুর্গোৎসবসহ অন্যান্য উৎসব উদযাপনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ইসকন **হিন্দু সন্ত্রাসী দু'গ্রুপের** দ্বন্দ্ব হয়। যার দোষ পরবর্তীতে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা চলে।

০৫ই অক্টোবর, ২০১৯

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৪ অক্টোবর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের ১৭টি প্রদেশে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টায় ৩৯টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার উক্ত লড়াইয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদদের হামলায় ৩ কমান্ডারসহ ১১৬ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ২৮ মুরতাদ সেনা।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেন ইমারতে ইসলামিয়ার ৫ জন আল্লাহ্ ভীরু মুজাহিদ, আহত হন আরো ৩ জন জানবায মুজাহিদ।

এসময় মুজাহিদগণ ১৩টি পোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি মুরতাদ বাহিনীর ১২টি ট্যাংক ও হ্যাম্বি ধ্বংস করেন। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন বিভিন্ন ধরণের ৫১টি যুদ্ধাস্ত্র।

বেকারত্ব, দুর্নীতি নির্মূল, সরকারি চাকরি নিশ্চিত করা এবং ইরানের গোলামী পরিত্যাগের দাবিতে উত্তাল দজলা ফুরাতের ভূমি ইরাক। টানা আজ ৫ দিন ধরে চলছে বিক্ষোভ। রাজধানী বাগদাদ হয়ে এই আন্দোলন ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বসরা, আল-মাসানী, ওয়াসেত, বাবেল, দিয়ালী এবং কিরকুকেও। দেশটির অন্যান্ন অঞ্চলগুলোও ধীরে ধীরে আন্দোলনের মোড় নিচ্ছে।
সময়ের সাথে সাথে এই আন্দোলনের তীব্রতা ও জনসাধারণের উপস্থিতি বেড়েই চলছে।

এদিকে বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে মারণাস্ত্রও ব্যবহার করছে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনী। ইরাকী মুরতাদ বাহিনীর হামলায় এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ১০০ এরও অধিক বিক্ষোভকারী, যাদের মধ্যে অনেককে স্নাইপার হামলা চালিয়েও হত্যা করার তথ্য প্রকাশ করছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। আহত হয়েছেন আরো ৪০০০ (চার হাজার) এরও অধিক বিক্ষোভকারী। বন্দী করা হয়েছে ৫৬৭ এরও অধিক বিক্ষোভকারীদের। এদিকে আহত বিক্ষোভকারীদেরকে চিকিৎসারত অবস্থায় হাসপাতাল হতে বন্দী করছে দেশটির সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনী। তারপরেও থামছেনা ইরাকীদের সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভ।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইরাক সরকার যদি সাধারণ জনগণের দাবি মেনে না নেয় এবং বিক্ষোভকারীদের উপর অমানবিক হামলা চালাতে থাকে তাহলে এটা হবে ইরাককে আবারো নতুন করে উত্তপ্ত এক যুদ্ধের ভূমিতে পরিণত করার নামান্তর। যার শেষ কোথায় গিয়ে থামবে তা বলা খুবই দুষ্কর, অনিশ্চিত। তবে এই যুদ্ধ পূর্বের যে কোন যুদ্ধের তুলনায় অনেকটাই ভয়াবহতার যে রুপ নিবে তা নিশ্চিত।

ক্রুসেডার ও সন্ত্রাসী আমেরিকার বর্বরোচিত আগ্রাসনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের ক্ষমতায় বসে ত্বাগুত "বারহাম সালিহ"। এই ত্বাগুত সরকার ইরাকের মুসলিমদের রক্তচুষে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় আছে।

ইরাকের সংগ্রামী মুসলিমরা তাই সন্ত্রাসী এই সরকারের বিরুদ্ধে গত ৫দিন যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছেন। বেকারত্ব, দুর্নীতি নির্মূল সরকারি চাকরি নিশ্চিত করণ এবং ইরানের গোলামী পরিত্যাগের দাবিতে গত বুধবার রাজধানী বাগদাদের রাস্তায় নেমে আসেন হাজার হাজার মানুষ। যা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে ইরাকের অন্য রাজ্যগুলোতেও। এ সময় বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগানে প্রকম্পিত করে তুলেন ইরাক। অনেকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট বারহাম সালিহের পদত্যাগের দাবিও তোলেন। এসময় তারা ইরাক ও ইরানের জাতীয়তাবাদী পতাকাকে পায়ে পিষে ফেলেন এবং আগুনেও পুড়িয়ে ফেলেন।

আন্দোলনে তাগুত সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী বর্বরোচিত হামলা চালালে এখন পর্যন্ত ১০০জন নিহত, ৪ হাজার বিক্ষোভকারী আহত এবং ৫৬৭ এরও অধিক বিক্ষোভকারীদের কে বন্দী করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আরব ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো।

গত ৪ অক্টোবর সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর এক সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

পরে উক্ত হামলার দায় স্বীকার করে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম।

আন্ত:সীমান্ত নদীগুলোর পানি প্রত্যাহার এবং ব্যারাজগুলোর গেট আটকানো ও খুলে দেয়ায় ভারতের ‘একগুয়ে আচরণ’ যত প্রবল হচ্ছে ততই যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে বাংলাদেশের ‘পানি কূটনীতি’। জোরদার যেটা হচ্ছে সেটা আন্তদেশীয় কানেকটিভিটি, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ প্রস্তাব। সেটাও ভারতের ‘ট্রানজিট প্লান’ এবং ‘বিনিয়োগ প্লানে’র বাস্তবায়ন হিসেবে দেখছেন আন্তআঞ্চলিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁদের কেউ এটাকে দেখছেন সরকারের ‘কূটনৈতিক আত্মসমর্পণ’ হিসেবে।

বিষয়টি খুব বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ভারত সফরকে ঘিরে। চার দিনের সফরে ৩ অক্টোবর সে নয়াদিল্লি পৌঁছেছে।

পানির প্রাপ্যতা এবং তিস্তা চুক্তির ইস্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ‘হাসিনা-মোদির বৈঠকে তিস্তার সঙ্গে সব আন্তসীমান্ত নদী নিয়ে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের (কাঠামো চুক্তি) বিষয়ে আলোচনা হবে।’

এমনিতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদীর মধ্যে শুধু গঙ্গা ছাড়া বাকি সবগুলো নদীর পানি প্রাপ্যতার ইস্যুটি এখনও অমিমাংসিত এবং অনিশ্চিত। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি হয়। তবে অভিযোগ রয়েছে চুক্তি অনুযায়ী কখনোই পানির ন্যায্য হিস্যা পায়নি বাংলাদেশ। সেখানে ভারতে কূট চাল আর প্রচার-প্রপাগান্ডায় ৫৪টি অভিন্ন নদীর মধ্যে থেকে শুধু

তিস্তা চুক্তির ইস্যুটি ‘বার্নিং ইস্যুতে’ রূপ পেয়েছে। একই কৌশলে বাংলাদেশের পানি কূটনীতিকেও শুধু তিস্তার মধ্যে গন্ডিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এবারের এজেন্ডা থেকে উধাও হয়ে গেল সেই তিস্তা চুক্তির ইস্যুটিও।

যাকে ‘কূটনৈতিক আত্মসমর্পণ’ বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক নদী আইন বিশেষজ্ঞ ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, ২০১১ সালে তিস্তা চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে এসেছিল। সবকিছু ঠিক থাকার পরও তাঁদের নিজস্ব কারণে ওই সময়ে চুক্তিটি হয়নি। এরপর ২০১৫ সালের জুনে বাংলাদেশ সফর করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখনও চুক্তিটি হয়নি। ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে গেলেও চুক্তি হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ওই মেয়াদকালেই চুক্তি সইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু টানা প্রায় দশ বছর পরে এসে এবার আমরা দেখছি আলোচনা থেকেই বাদ হয়ে গেল ইস্যুটি। সুতরাং এখন যেটা ঘটছে সেটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। কূটনৈতিক আত্মসমর্পণ ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।

এদিকে এবারের সফরে অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনায় উভয় দেশের সম্মতিতে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করার কথা বলা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, এর মাধ্যমে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে ফেনী নদী থেকে পানি চাচ্ছে ভারত!

গত আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দেশের পানি সচিব পর্যায়ের বৈঠকেও বিষয়টি উত্থাপন করে ভারত। দীর্ঘ ৮ বছর পর অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের ওই বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে বাংলাদেশে গঙ্গা-পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণে ভারতীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা; আন্তসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা সসম্প্রসারণসহ ছয়টি প্রস্তাব করে বাংলাদেশ। অন্যদিকে, ভারত মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা বা জলঢাকা এবং দুধকুমার বা তরসা নদীর পানি বণ্টন এবং ফেনী নদী থেকে দৈনিক ৪৪,৫২,৭৬৮ লিটার (১.৮২ কিউসেক) পানি উত্তোলনের মাধ্যমে ত্রিপুরার সাবরুমে ‘ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম’ বাস্তবায়নসহ চারটি প্রস্তাব করে।

বৈঠকে গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্পের ভালো-মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি যৌথ কমিটি এ বছরের মধ্যে গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া মনু, ফেনী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা, দুধকুমার ও মুহুরি নদীর পানি প্রবাহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পানি বণ্টনের চুক্তির খসড়া তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবারে হাসিনা-মোদি বৈঠকে ফেনী নদী থেকে পানি উত্তোলনের বিষয়টি তোলা হবে কিনা জানা যায়নি। তবে ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করার কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই নিশ্চিত করেছে।

ফেনী নদী থেকে পানি চাওয়া প্রসঙ্গে আসিফ নজরুলের বক্তব্য, গত প্রায় চার দশক ধরে আলোচনার পরও আমরা তিস্তা নদীর পানি পাচ্ছিনা। অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানির ওপরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না। এসব আমাদের ন্যায্য দাবি। সেখানে ফেনী নদীর পানি দেয়ার বিষয়ে আমরা কীভাবে বিবেচনা করি, তা আমার বোধগম্য নয়।

তিনি আরও বলেন, এখানেতো ভারতের অধিকার নেই। সীমান্তে তাদের সামান্য অংশ থাকতে পারে। সেখানে কীভাবে তারা ফেনী নদীর পানি চাওয়ার চিন্তা করে।

আর পুরো ঘটনাটিকে ‘ডিপ্লোমেটিক শিফট’ বলছেন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক আলতাফ পারভেজ। তিনি বলেন, পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির ইস্যুতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আকাঙ্খায় কোথাও ঘাটতি ঘটেনি। কিন্তু সরকারের আলোচনায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বরং সরকারের কূটনৈতিক আলোচনার তালিকায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে কানেকটিভিটি, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদি।

তিনি আরও বলেন, কানেকটিভিটিতে যে আঞ্চলিক রূপ দেয়া যাচ্ছে তাও নয়। ভুটানকে সংযুক্ত করা যাচ্ছে না, নেপালকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা ভারতের জন্যই। বাংলাদেশগামী ভুটানের পণ্যবাহী ট্রাক ভারতে আটকানোর খবর আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি। ফলে কানেকটিভিটিতে যেটুকু অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে সেটা ভারতের সঙ্গে এবং ভারতের জন্যে।

অনুসন্ধানেও দেখা যাচ্ছে, নৌ প্রটোকল চুক্তি, এশিয়ান হাইওয়ে, ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক, সাউথ এশিয়ান সাব রিজিওনাল ইকোনোমিক কোঅপারেশন রোড কানেকটিভিটি, রামগড় স্থল বন্দর, শেওলা স্থল বন্দর নির্মাণসহ এ জাতীয় যতগুলো প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়ন করছে সবগুলোই ভারতের ট্রানজিট প্লান বাস্তবায়নেরই অংশ।

এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগগুলোকেও ভারতের ‘বিনিয়োগ প্লানে’র বাস্তবায়ন হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ভারত সফরের মূল উদ্দেশ্যও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ‘ইন্ডিয়া ইকনোমিক সামিটে’ যোগদান। বলা হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম আয়োজিত এ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কাহিনী শুনাতেই শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

কথিত বন্ধুত্বের ছলে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ শুধু ভারতকে দিয়েই যাচ্ছে । বিনিময়ে কি পেয়েছে তা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন। ‘তিস্তা চুক্তি’ মুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শুকনো ট্রানজিট কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। বাংলাদেশের ট্রানজিটসহ অনেক কিছুই ভারত পেয়েছে। ১০ বছর দিল্লি যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন দিল্লি সফরে।

এই সময় গতকাল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি বাংলা ‘বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে শিলিগুঁড়ি যাবে ভারতের ট্রেন’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর ঢুকে খানিকটা পথ অতিক্রম করার পরে আবার ভারতে প্রবেশ করতো। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৫৫ বছর পরে সেই পথ আবার চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারত। সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যেকার চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ব্রডগেজ রেলপথের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক খোন্দকার শহিদুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছে, গত ২১ সেপ্টেম্বর ওই রেলপথের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে। চিলাহাটি থেকে সীমান্ত পর্যন্ত সাত কিলোমিটার রেলপথ আগামী জুন মাসের মধ্যে নির্মাণ শেষ করা হবে। পরে ট্রেন ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকে আবার ভারতে চলে যাবে।

২১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনের সময় ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস বলেছিল, একসময় দার্জিলিং মেইল শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে আসা রেল, রানাঘাট, ভেড়ামারা, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, সান্তাহার, হিলি, পার্বতীপুর, নীলফামারী, চিলাহাটি, ভারতের হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে চলাচল করতো। সেটার আদলেই এই পথে আবারও দুই দেশের মধ্যে রেল চালু হবে। এর ফলে কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা একটি রেল বাংলাদেশের ভূখ- প্রবেশ করে খানিকটা পথ পাড়ি দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করে গন্তব্যে পৌঁছাবে। এভাবে যাতায়াতের ফলে ভারতের রেলে যাত্রাপথ অন্তত ২০০ কিলোমিটার কমে যাবে। বর্তমানে শিয়ালদহ থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব ৫৩৭ কিলোমিটার। চিলাহাটি থেকে সীমান্ত পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করা হলে ভারত ও বাংলাদেশের মূল রেলপথের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হবে। ২০২০ সালের জুলাই মাস নাগাদ এই পথে রেল যোগাযোগ চালু করতে চায় দুই দেশের সরকার।

রেল পথ নির্মাণের খরচ: নীলফামারীর জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, চিলাহাটি রেলস্টেশন থেকে সীমান্ত পর্যন্ত ৬ দশমিক ৭২৪ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৮০ কোটি ১৬ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। তবে বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলছে, এই ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা।

পাকিস্তানের বাজুর ইজেন্সীর "মটক-সারী" এলাকায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ ৪ অক্টোবর দুপুরবেলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালানো শুরু করেন।

সর্বপ্রথম এক সেনাকে স্নাইপার এর মাধ্যমে টার্গেট করে হত্যা করেন মুজাহিদগণ । এরপর নাপাক মুরতাদ বাহিনীর উপর ব্যাপক অভিযান চালানো শুরু করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে আরো ৩ নাপাক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

ভোলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে ১০ বছর ধরে গ্যাস উত্তোলন করে আসছে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্স। ভোলাতেই গত বছর আরেকটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে রাষ্ট্রীয় এই কোম্পানি। এরপরও দেশের দক্ষিণের দ্বীপজেলা ভোলায় গ্যাসের সম্ভাব্য মজুত মূল্যায়নের নামে বাপেক্সের সঙ্গে রাশিয়ার তেল–গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান গাজপ্রমকে (আন্তর্জাতিক) যুক্ত করতে চাচ্ছে অবৈধ এই সরকার। এ লক্ষ্যে বাপেক্সের সঙ্গে গাজপ্রমের যৌথ সমীক্ষার সমঝোতা স্মারকও (এমওইউ) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অন্য কারও সহায়তা ছাড়াই বাপেক্স ভোলা থেকে সফলভাবে গ্যাস উত্তোলন করার পরও সরকার কেন এই এমওইউ করতে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তেল-গ্যাস খাতের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছে, এর

মাধ্যমে একদিকে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্সের কর্তৃত্ব খর্ব করা হবে, অন্যদিকে গাজপ্রমকে গ্যাস উত্তোলনের কাজে যুক্ত করলে দেশ আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ছাড়া গাজপ্রমকে ২০১২ সালে দেশের যে ১০টি গ্যাসকূপ খননের দায়িত্ব (ঠিকাদারি) দেওয়া হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো ছিল না।

রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গাজপ্রমের প্রথম দফায় খনন করা গ্যাসকূপগুলোর পাঁচটিই (তিতাস-২০, তিতাস-২১, সেমুতাং-৬, বেগমগঞ্জ-৩ ও শাহবাজপুর-৪) বালু ও পানি উঠে বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলো পরে বাপেক্সকেই মেরামত করে গ্যাস উত্তোলনের উপযোগী করার দায়িত্ব নিতে হয়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরূল ইমাম প্রথম আলোকে বলেন, যৌথ মূল্যায়ন মূলত একটি অজুহাত। ভোলায় গ্যাসের ভালো মজুত আছে বুঝতে পেরে গাজপ্রম কয়েক বছর ধরেই গ্যাস উত্তোলনে বাপেক্সের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতা চুক্তির প্রস্তাব দিচ্ছে। যৌথ মূল্যায়নের পথ ধরে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানটি আসলে সেখান থেকে গ্যাস উত্তোলনের পথে যেতে চায়। যৌথ উত্তোলন চুক্তি করতে পারলে সংস্থাটি ঠিকাদারির চেয়েও বেশি লাভ করতে পারবে।

গাজপ্রমকে কূপপ্রতি চুক্তি মূল্য বাবদ গড়ে ১৫৫ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। যদিও বাপেক্সের তথ্য অনুযায়ী তারা নিজেরা এসব কূপ (প্রতিটি) খুঁড়লে গড়ে খরচ পড়ত সর্বোচ্চ ৮০ কোটি টাকা। এ ছাড়া বাপেক্সের কাছ থেকে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস সরকার নেয় ৮৫ টাকায়। বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে সমপরিমাণের গ্যাসের জন্য সরকারের খরচ পড়ে প্রায় ২৫০ টাকা।

ওই ১০ কূপ খননে খারাপ অভিজ্ঞতার পরও গাজপ্রমকে আরও সাতটি কূপ খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর প্রতিটিতে খরচ পড়ে ১৩২ থেকে ১৫৪ কোটি টাকা।

গাজপ্রম বরাবরই অবৈধ এই সরকারকে যৌথ সহযোগিতায় কূপ খননের প্রস্তাব দিয়ে আসছে। সর্বশেষটি ছিল গত ১৮ এপ্রিল ভোলায় ১২টি কূপ খনন ও গ্যাস সঞ্চালনের পাইপলাইন বসানোর জন্য। এসব বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগের সচিব, গাজপ্রমের এবং পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বহুবার চিঠি–চালাচালি হয়েছে।

এই বিষয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ জ্বালানি সহকারীর দায়িত্ব পালন করা ড. ম. তামিম প্রথম আলোকে বলেছে, ভোলার গ্যাসক্ষেত্র নিয়ে নতুন করে মূল্যায়নের কিছু নেই। গাজপ্রম আসলে ভোলার গ্যাস উত্তোলনের ভাগ চায়।

বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম. তামিম মনে করে, নিজের আবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলনের সক্ষমতা বাপেক্সের রয়েছে। এরপরও একা না পারলে প্রয়োজনে বাপেক্স ঠিকাদার দিয়ে কূপ খনন করাবে অথবা প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বাপেক্স সবচেয়ে উপযোগী কোম্পানির সঙ্গে উৎপাদন অংশীদারত্ব (পিএসসি) চুক্তিতে যাবে। বিনা দরপত্রে যৌথ সহযোগিতায় যাওয়া কোনোভাবেই দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে না।

দেশের স্বার্থঃ

এ বিষয়ে বাপেক্সের সাবেক এমডি মোর্তজা আহমেদ প্রথম আলোকে বলে, ভোলার গ্যাসক্ষেত্র দুটি বাপেক্সই আবিষ্কার করেছে। এখন দরকার ভোলাতেই বাপেক্সকে আরও বেশি কূপ খননের অনুমতি দেওয়া, যাতে তারা কম খরচে গ্যাস তুলতে পারে। এটি না করে গ্যাসক্ষেত্র দুটি মূল্যায়নের নামে গাজপ্রমকে সেখানে যুক্ত করার কোনো প্রয়োজনই নেই।

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ ৪ অক্টোবর আফহানিস্তান জুড়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

যার মধ্য হতে পাকতিয়া প্রদেশের "জানী-খাইল" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদগণ। যাতে ১৮ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা হতাহত হয় এবং একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়। যান।

এদিকে কুন্দুজের "কাল্তিবাহ্" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের অপর একটি অভিযান নিহত হয় ১৮ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২টি চেকপোস্টও বজয় করেনেন।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশের "আওবাহ" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় ৩ সেনা নিহত এবং ৬ সেনা গুরতর আহত হয়।

গত ৩ অক্টোবর আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশের "শাজাওয়ী" জেলায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় অভিযান চালানোর ব্যার্থ চেষ্টা চালায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনী।

যার বিপরিতে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ পুতুল সেনাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ও পাল্টা জাবাবি হামলা চালান। যাতে বাধ্য হয়ে ময়দান ছেড়ে পালায়ন করে আফগান মুরতাদ বাহিনী। তবে পালায়নের আগ মহুর্ত পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩১ এরও অধিক সেনা নিহত এবং ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়।

কক্সবাজারের একটি রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে একজন রোহিঙ্গা কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

রোহিঙ্গাদের পরিচালিত একটি ওয়েবসাইট 'রোহিঙ্গা ভিশন ডট কম'-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ধর্ষণের এই অভিযোগ সম্পর্কে জানা যায়।

প্রতিবেদনটিতে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটার সময় উল্লেখ করা হয়েছে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা।

এতে বলা হয়, দুইজন কিশোরী তাদের ঘরের মধ্যে খেলা করছিল । সেই সময় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর দুইজন সদস্য এদের একজনকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

ধর্ষক সেনাসদস্যরা স্থান ত্যাগ করার পরে প্রতিবেশীরা কিশোরীটিকে নিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যায়।

পরে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।
এক কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছে, "অতি সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিদেশি অনলাইন পোর্টালে আমরা দেখতে পেলাম ১২ বছরের একটা রোহিঙ্গা মেয়ে সেনাসদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে"।

ঐ সময় যৌথবাহিনীর যে নিয়মিত টহল হয় সেই টহল ঐখানে দিচ্ছিল।

টেকনাফের নয়াপাড়া ক্যাম্পের একাধিক রোহিঙ্গা নেতার সঙ্গে বিবিসির কথা হয়। তারা জানান, তারাও ২৯শে সেপ্টেম্বরের এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত আছেন। সেনাসদস্যদের জড়িত থাকার কথাও তারা উল্লেখ করেন।

একজন রোহিঙ্গা নেতা বলছিলেন, ঐ ঘটনার পর 'ভিকটিমের পরিবার' এখন আর কোন কথা বলতে চাচ্ছে না।

কক্সবাজারের একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ৩০ শে সেপ্টেম্বর সদর হাসপাতালে একজন 'রেপ ভিকটিমকে' চিকিৎসা দেয়া হয়। তিনি দুইদিন ঐ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

তবে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মহিউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি।

০৪ই অক্টোবর, ২০১৯

কাশ্মীর ইস্যুতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ভারত . পাকিস্তানের মধ্যে। আর এই উত্তেজনার মধ্যেই শত্রুদের ট্যাংক মোকাবিলায় এবার নয়া অস্ত্র হাতে পেল ভারতীয় মালাউন সেনাবাহিনী।

এই মুহূর্তের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আপাতত সীমিত সংখ্যক ইসরায়েলি স্পাইক অ্যান্টি-ট্যাংক গাইডেড মিসাইল (ATGMs) অধিগ্রহণ করল ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী। DRDO-র তৈরি দেশীয় প্রযুক্তির মানবচালিত পোর্টেবল ট্যাংক কিলার তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত এই অস্ত্রকেই কাজে লাগানো হবে বলে জানা গেছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম ধাপে ২১০ স্পাইক মিসাইল ও এক ডজন লঞ্চার ১০ দিন আগে ভারতে এসেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলা চাপা উত্তেজনার মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে এই অস্ত্র ভারতীয় সেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোটে জইশ শিবিরের উপর ভারতীয় মিরাজ ২০০০ ফাইটার জেট অভিযানের পর প্রায় ২৮০ কোটি টাকা দিয়ে এই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট স্পাইক ATGMs কেনে ভারত। এগুলো ৪ কিমি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।

ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্র জানিয়েছে, 'আগামী বছরের মধ্যে DRDO-র তৈরি করা মানব-পোর্টেবল ATGM তৈরি না-হলে ফের ইজরায়েলি এই অস্ত্রের অর্ডার করা হবে। আমরা কোনও অবস্থাতেই পিছিয়ে থাকতে চাই না।'

যদিও ২০২০ সালেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মানব-পোর্টেবল ATGM উপহার দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ডিআরডিও। গত মাসেই কুর্নুলে এই অস্ত্রের তিনটি সফল ট্রায়াল করেছে তারা।

সূত্র: এই সময়/ *বিডি প্রতিদিন*

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে ২৭০০ গণকবরের খোঁজ পেয়েছে বলে দাবি করেছে ইন্টারন্যাশনাল পিপলস ট্রাইব্যুনাল অন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড জাস্টিস নামের একটি মানবাধিকার সংস্থা।

শ্রীনগরের একটি সংবাদ সম্মেলনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। এতে গণকবরে কমপক্ষে ২৯০০ লাশ রয়েছে দাবি করে এর স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

গত বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবার) ভারতের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু এ খবর প্রকাশ করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দুই হাজার ৭০০ অজ্ঞাত, অশনাক্ত গণকবরে দুই হাজার ৯০০ মরদেহ রয়েছে।

উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা, বারামুল্লা ও খোপওয়ারা জেলার ৫৫টি গ্রামে এসব কবর রয়েছে।

সংস্থাটির দাবি, ৮৭ দশমিক ৯ শতাংশ মরদেহ নামহীন। তারা এ ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু

ভারত গত রোববার রপ্তানি বন্ধের পর পেঁয়াজের দাম লাফিয়ে বেড়েছিল। পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম আর কমেনি। গতকাল বৃহস্পতিবার আগের দিনের দামেই পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে পুরান ঢাকার পাইকারি ব্যবসাকেন্দ্র শ্যামবাজারে। খুচরা বাজারেও দাম আগের মতোই আছে।
মঙ্গল ও বুধবার শ্যামবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যটির দাম কেজিপ্রতি ২৫-৩০ টাকা কমে দেশি পেঁয়াজ ৭০-৭৫ টাকা, ভারতীয় পেঁয়াজ ৬৫-৭০ টাকা ও মিয়ানমারের পেঁয়াজ ৬০ টাকায় বিক্রি হয়। গতকালও একই দর গেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।
ঢাকার কয়েকটি খুচরা বাজারে, দেশি পেঁয়াজ প্রতি কেজি ১০০ টাকা ও ভারতীয় পেঁয়াজ ৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে চীনা আদা প্রতি কেজি ১৪০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। সেটা এখন ১১০-১১২ টাকায় নেমেছে। অন্যদিকে চীনা রসুন উঠেছিল ১৬০ টাকায়, যা এখন বিক্রি হচ্ছে ১১০ টাকার মধ্যে।

খুচরা বাজারে চীনা রসুন প্রতি কেজি ১৪০ টাকা ও আদা ১৪০-১৫০ টাকায় বিক্রি করছেন বিক্রেতারা।

এদিকে বাজারে ডিমের দামও চড়া। সাধারণত প্রতি ডজন ডিমের দাম ৯০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে থাকে। কিন্তু ফার্মের মুরগির ডিম এখন প্রতি ডজন ১১৫ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি করছেন বিক্রেতারা।

বেড়েছে ফার্মের সোনালিকা জাতের মুরগির (পাকিস্তানি নামে পরিচিত) দামও। গত সপ্তাহে এ মুরগির দাম প্রতি কেজি ২৩০-২৪০ টাকার মধ্যে ছিল। গতকাল কারওয়ান বাজারেই তা ২৮০ টাকা চাইতে দেখা যায় বিক্রেতাদের। অন্যদিকে ব্রয়লার মুরগির দাম ১০ টাকার মতো বেড়ে প্রতি কেজি ১৪০-১৪৫ টাকায় উঠেছে।

সূত্র: প্রথম আলো

২০১২ সালের ১ আগস্ট থেকে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ রফতানি নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ সরকার। ওই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর ইলিশ ছাড়া অন্য সব মাছ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

ইলিশ রফতানি বন্ধ ঘোষণার তিন বছর পর, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফরে আসেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় সে ভারতে ইলিশের অপ্রাপ্তির কথা তুলে ধরে। এ কথার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিস্তা চুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, ‘পানি আসলে মাছও যাবে।’

প্রায় সাত বছর বন্ধ থাকার পর শারদীয় শুভেচ্ছা হিসেবে এ বছর ভারতে পাঁচশ টন ইলিশ রফতানি করছে বাংলাদেশ। কিন্তু তিস্তার পানি আসেনি। বহুল আলোচিত তিস্তা চুক্তিটিরও কোনো খবর নেই।

চার দিনের সফরে ভারতে রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সফরকালে তিনটি ইস্যু বাংলাদেশে নানাভাবে আলোচনায় আছে। এগুলো হলো- ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করায় বাংলাদেশের খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম একশর বেশি হয়েছে, বিশেষ আদেশে ভারতে ইলিশ রফতানি হচ্ছে এবং ফারাক্কার সবগুলো গেট খুলে দেয়ায় আকস্মিক বন্যার কবলে বাংলাদেশ।

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের বেশিরভাগ কাঁচা বাজারগুলোতে এখন ইলিশ আর পেঁয়াজ নিয়ে আলোচনা। ঢাকার মাছ-বাজারে বিক্রেতা যেমন বলছেন, বাংলাদেশ ইলিশ রফতানি না করলে দেশে দাম হয়তো আরেকটু কমতো। অপরদিকে ভারত রফতানি বন্ধ করেছে বলেই বাংলাদেশে পেঁয়াজের দর লাগামহীনভাবে বেড়েছে।

ভারতের কিছু পণ্য ছাড়া বাংলাদেশে চলে না, সেটা যেমন অনেকে বোঝে আবার দর কষাকষিতে ভারতকে ছাড় দেয়া হচ্ছে এ রকম ভাবনাও আছে সাধারণেরভ।

এক ক্রেতা পেঁয়াজ-বাজারে ক্ষোভ জানিয়ে বলছিলেন, ‘ইন্ডিয়ায় পূজা হচ্ছে, এখানে পূজা হচ্ছে না? ৫শ টন ইলিশ পাঠিয়ে দিয়েছে, পেঁয়াজ বন্ধ করে দিয়েছে। ওদিকে তিস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, ফারাক্কা বৃষ্টির দিনে খুলে দিবে, যখন দরকার তখন বন্ধ করে দেবে এটাই তো হচ্ছে নেগোসিয়েশন!’

বাংলাদেশে কোন দল ক্ষমতায় রয়েছে, তার ওপরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মাত্রায় ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলাদেশের পর পর দুটি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনে জেতার পর, ভারত আওয়ামী লীগ সরকারকে তুলনাবিহীন কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে গেছে বলে ধারণা অনেকের।

অনেকেই বলছেন, দুটি নির্বাচনের পর আন্তর্জাতিক যেকোনো চাপ সৃষ্টির বিপরীতে ভারতের অবস্থান ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে। এর ফলে আওয়ামী লীগ দল হিসেবে উপকৃত হয়েছে, টানা ক্ষমতায় টিকে আছে কিন্তু দেশের স্বার্থে দর কষাকষিতে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আলোচনায় দেনা-পাওনার হিসেব কষেন অনেকেই। দুই দেশের মধ্যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের রফতানি আয় তুলনামূলক বহুগুণ বেশি। তবে ২০১৯ সালেই প্রথমবার ভারত থেকে বাংলাদেশের রফতানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আগের বছরের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪৩ শতাংশ। যদিও ভারত থেকে আমদানি হয় এর থেকে প্রায় আটগুণ বেশি।

বাংলাদেশের প্রাপ্তির তালিকায় ভারতে পণ্য রফতানিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায় বাংলাদেশ, কিন্তু সেখানেও নানা বাধা রয়েছে।

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনার অর্ধেকের মতো কাজে লাগানো যাচ্ছে। শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা, লাইন অব ক্রেডিট এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অনেকটা এগিয়েছে বাংলাদেশ, কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে প্রতিশ্রুতি আর তার বাস্তবায়নের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে। সেদিক থেকে আমাদেরও প্রচেষ্টা এবং সক্ষমতাটা বাড়াতে হবে। নেগোসিয়েশনের জন্য যতটা সক্ষমতা প্রয়োজন সেখানে আমাদের একটা ঘাটতি আছে বলে আমি মনে করি।'

এদিকে প্রাপ্তির খাতায় বাংলাদেশ ভারত স্থল-সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন, বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা জটিলতা অনেকটা নিরসন হয়েছে এবং বেড়েছে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ। সড়ক, রেল, নৌ এবং আকাশপথে এখন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দু'দেশের মধ্যে এখনও বেশকিছু ইস্যু অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আর এই অমীমাংসিত ইস্যুগুলোতেই বাংলাদেশের অপ্রাপ্তি।

এসব অপ্রাপ্তির মধ্যে প্রথমেই আসে বহুল আলোচিত তিস্তা চুক্তির বিষয়টি। তিস্তা নিয়ে এখনও কোনো সুরাহা হয়নি। এছাড়া প্রতিশ্রুতির পরেও সীমান্তে হত্যা বন্ধ হয়নি। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়া ছাড়াও আছে অভিন্ন নদনদী থেকেও পানির সুষম বণ্টনের প্রশ্ন।

আমেনা মহসীন বলেন, 'ভারত মোটামুটি আমাদের কাছ থেকে যা চেয়েছিল বাংলাদেশ সবগুলোই পূর্ণ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের চাওয়াগুলো বাংলাদেশ পাচ্ছে না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারত নিজস্ব স্বার্থ দেখেই চলছে এবং তাদের জাতীয় স্বার্থে তারা যেটা মনে করছে তারা তাই করছে। তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও তারা সেভাবে কার্ড প্লে করছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তারা সেভাবেই আছে।'

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি), রোহিঙ্গা সংকট আর পানি বণ্টনের মতো ইস্যুকে সামনে রেখে নতুন মেয়াদে শেখ হাসিনা এবং মোদি সরকারের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে দিল্লিতে। এই পটভূমিতে আসন্ন বৈঠক থেকে প্রাপ্তি কী হয়, তার দিকেই বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়ে আছে।

সূত্র : বিবিসি বাংলা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত ৩ অক্টোবর আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় অফগানিস্তান জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে বহু সংখ্যাক আফগান মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৩ অক্টোবর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ "বাহলান"এ আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে ১ সেনা নিহত হওয়াসহ আরো ১৩ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে গাজনী প্রদেশের "জাগতু" জেলাও আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় ১৬ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

এদিকে হেলমান্দের প্রাদেশিক রাজধানী "লাশকারগাহ"তেও একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যাতে একটি চেকপোস্ট বিজয়সহ ৯ আফগান সেনাকে হত্যা করেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদগণ।

অপরদিকে হেরাতের "ফার্সী" জেলায়ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ। যাতে ৫ এরও অধিক আফগান পুতুল সেনা নিহত এবং কমান্ডাসহ আরো ৬ সেনা আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক কেনিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবব" আল-মুজাহিদীন গত ৩ অক্টোবর কেনিয়ার জারিসা অঞ্চলে কেনিয়ান ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেন।

পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম "ওয়াকালাতুশ শাহাদাহ্" থেকে জানতে পারা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কেনিয়ান ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং এসময় সামরিকযানে থাকে সেনারা হতাহতের শিকার হয়।

এদিকে আল-কায়েদার হামলায় গত ৩ অক্টোবর সোমালি বিশেষ বাহিনীর তৃতীয় ইউনিটের কমান্ডার ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট "মোহাম্মদ ইয়েরো"এর নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সোমালি সরকার।

০৩রা অক্টোবর, ২০১৯

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তে ফেনসিডিলসহ আরিফ রহমান নামে এক পুলিশ সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি।।

আরিফ রহমান কুড়িগ্রাম সদরের ভোকেশনাল মোড়ের আবুল কাশেমের ছেলে।

আরিফ কন্সটেবল পদে লালমনিরহাট পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিল। তার পরিচিতি বাংলাদেশ পুলিশ আইডি নং-বিপি ৯০১১১৩৪৫২৮।

লালমনিরহাট ১৫ ব্যাটেলিয়ন বিজিবি শিমুলবাড়ী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আব্দুস সামাদ জানায়, নিয়মিত টহলরত বিজিবি সদস্য আর্ন্তজাতিক সীমানা পিলার ৯৩৭/৫ এর কাছে আরিফকে দেখে সন্দেহ হয়। তাকে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছে চার বোতল ফেনসিডিল পাওয়া যায়।

হঠাৎ করে ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেয়া এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টানা বর্ষণের কারণে পদ্মা-ধলেশ্বরীসহ বেশ কয়েকটি নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে রাজবাড়ী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, পাবনাসহ পদ্মা-ধলেশ্বরীর তীরবর্তী বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। নদীভাঙনে ইতোমধ্যেই কয়েকশ বাড়িঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নদীতে চলে গেছে আবাদী জমিও। এছাড়া বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে বিভিন্ন ফসলের খেত। এদিকে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি রক্ষা বাঁধের প্রায় ৩০ মিটার নদীগর্ভে চলে গেছে।

নয়া দিগন্তের রাজবাড়ী সংবাদদাতা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজবাড়ীর পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বুধবার বিকেলে দৌলতদিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ১৫ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। হঠাৎ করে অস্বাভাবিকভাবে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পদ্মায় শুরু হয়েছে তীব্র ঘূর্ণায়মান স্রোত ও নদী ভাঙন। এর ফলে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটের দৌলতদিয়া প্রান্তের ১ ও ২ নং ফেরিঘাটের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।
দৌলতদিয়া ঘাটের বিআইডব্লিউটিসির ব্যবস্থাপক বাণিজ্য আবু আবদুল্লাহ জানায়, দৌলতদিয়ায় ৬টি ফেরিঘাটের মধ্যে ১ ও ২ নং ফেরিঘাটে স্রোতের তীব্রতা বেশি। সেখানে ঘূর্ণি স্রোতের কারণে ফেরি ভেড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই এ দুটি ফেরিঘাটের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বাকি ৪টি ঘাট সচল আছে।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় এরই মধ্যে নতুন করে রাজবাড়ী জেলার সাতটি ইউনিয়নের অন্তত ২৫টি গ্রাম পানিতে প্লাবিত হয়েছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ভাঙন। এর মধ্যে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ও দেবোগ্রাম ইউনিয়নে পদ্মার তাণ্ডব সবচেয়ে বেশি। এতে ভাঙনের হুমকিতে পড়েছে দৌলতদিয়া লঞ্চ ও ফেরিঘাটসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। দফায় দফায় পদ্মার পানি বাড়ায় ভাঙনের মুখে বিলীন হচ্ছে নদী পাড়ের ঘরবাড়ি ও ফসলী জমি। আতঙ্কিত এলাকাবাসী শত শত ঘরবাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। পানিতে প্লাবিত ইউনিয়নগগুলো হলো গোয়ালন্দ উপজেলার দেবোগ্রাম, দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী সদর উপজেলার মিজানুপুর, চন্দনী, খানগঞ্জ, বরাট ও কালুখালী উপজেলার রতনদিয়া।

ভাঙ্গনের শিকার স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা জানায়, গত ৫দিনে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের কয়েকশ বিঘা ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। এ ছাড়া ভাঙনের শিকার হয়ে প্রায় ৩০০ পরিবারের ভিটেমাটি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ওই এলাকার আরো প্রায় ৫০০ পরিবার ভাঙন আতঙ্কে রয়েছে।

ভাঙন এলাকা পরিদর্শন শেষে রাজবাড়ীর প্রতিনিধি বলেন, এভাবে ভাঙতে থাকলে দৌলতদিয়া ফেরি ও লঞ্চ ঘাট রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়বে।

ফরিদপুরে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বন্যা দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫টি গ্রামের দুই হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বলে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। চরভদ্রাসন উপজেলায় ভাঙনের হুমকির মুখে পড়েছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে বুধবার বিকেল তিনটায় বিপদসীমার ১৩ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

ফরিদপুরের সদর উপজেলার নর্থ চ্যানেল ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোস্তাকুজ্জামান বলেছে, বন্যার পানি বৃদ্ধির ফলে তার এলাকায় ৭৭ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে গেছে। ১৫টি গ্রামের দুই হাজার লোক এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন।

ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ বলেন, নতুন করে পদ্মা নদীর পানি আবার বাড়তে শুরু করেছে। মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ১৩ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, উজানে ভারত অংশে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হওয়ায় ওই পানি বাংলাদেশে পদ্মা অববাহিকা দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। ৫ অক্টোবর পর্যন্ত পানি বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

বেকারত্ব, দুর্নীতি নির্মূল এবং সরকারি চাকরির দাবিতে উত্তাল ইরাক। টানা তিনদিন ধরে চলা এ বিক্ষোভে নিহত হয়েছেন অন্তত ২৪ জন। এর মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার এক সন্ত্রাসী পুলিশসহ নিহত হয়েছেন মোট ১২ জন।

বৃহস্পতিবার ইরাকের নাসিরিয়া শহরে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে এক সন্ত্রাসী পুলিশসদস্য ও ৭জন বিক্ষোভকারী নিহত হন। একইদিনে দেশটির আরেক শহর আমারাতে বিক্ষোভকালে কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন আরও ৪ জন বেসামরিক নাগরিক।

এর আগে গতকাল রাজধানী বাগদাদে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ২ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৬ জন। বেকারত্ব, দুর্নীতি নির্মূল এবং সরকারি চাকরির দাবিতে বুধবার রাজধানী বাগদাদের রাস্তায় নেমে আসেন হাজার হাজার মানুষ। রাজধানীতে মিছিল করে তারা তাহরির

স্কয়ারে জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান তোলেন। অনেকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট বারহাম সালিহের পদত্যাগের দাবিও তোলেন। এসময় তারা ইরাকের জাতীয়তাবাদী পতাকাকে পায়ে পিষে ফেলেন এবং আগুনেও পুড়িয়ে ফেলেন।

সন্ত্রাসী আমেরিকার বর্বরোচিত আগ্রাসনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে বর্তমান তাগুত সরকারের আগমন ঘটে। সন্ত্রাসী এই সরকার ইরাকের মুসলিমদের রক্তচুষে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় আছে। ইরাকের সংগ্রামী মুসলিমরা তাই সন্ত্রাসী এই সরকারের বিরুদ্ধে গত ৩দিন যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছেন। আন্দোলনে তাগুত সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী বর্বরোচিত হামলা চালালে এখন পর্যন্ত ২৪জন নিহত এবং পাঁচ শতাধিক আহত হয়েছেন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

https://alfirdaws.org/2019/10/03/27550/

ফারাক্কার গেইট খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে প্লাবিত করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আল্লামা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন, ভারত সরকার ফারাক্কা বাঁধের ১১৯টি গেইট খুলে দিয়ে প্রতি বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশকে বন্যা কবলিত করার শুকনো মৌসুমে ফারাক্কা গেইট বন্ধ রেখে বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবৎ ভারত এই চক্রান্ত করে বাংলাদেশের পদ্মা নদীসহ অনেক নদীকে মরা গঙ্গায় পরিণত করেছে। ফারাক্কার প্রভাবে প্রতি বছর বন্যায় কবলিত হয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে একদিন সবুজ শ্যামল বাংলা মরুভুমিতে পরিণত হবে। ফারাক্কার বাঁধ এখন বাংলাদেশের জন্য মরণ ফাঁদ হয়ে দাড়িঁয়েছে। এর প্রভাবে নদীর নাব্যতা নষ্ট হওয়ায় কৃষি, মৎসসহ ৩২০ কিঃমিঃ এলাকা জুড়ে নৌ চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে সার্বিকভাবে প্রতি বছর বাংলাদেশের ক্ষতি হচ্ছে ৩০০ কোটি মর্কিন ডলার।

তিনি বলেন, প্রতিবেশী কথিত বন্ধু রাষ্ট্র ভারত শক্তির দাপটে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় শোষন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা , রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে

ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একের পর এক আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

তিনি আরো বলেন, নদী ও পানি সম্পদ কোন দেশের ব্যাক্তিগত সম্পদ নয়। বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর ৫৪টির উৎসই হলো ভারতের পর্বতময় অঞ্চল থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটি অঞ্চলে হওয়ায় উজানের যেকোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রনের প্রভাব বাংলাদেশের উপর পরে। ভারত সেদিকে কর্ণপাত না করে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করায় বিপন্ন হচ্ছে বাংলাদেশ। এতে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুকরণ হচ্ছে, পানির লবনাক্ততা বেড়ে সুন্দরবন নষ্ট হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জীব বৈচিত্র। পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক বৃদ্ধিসহ মৎস সম্পদ নির্মুল হচ্ছে। শুকনো মৌসুমে খরা ও বর্ষা মৌসুমে বন্যার ফলে কৃষি সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। নদী বন্দরসমূহের অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং নদী ভাঙনের কারনে গৃহহীন হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। তিনি অবিলম্বে ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দেয়াসহ টিপাই বাঁধ ও ভারতের রিভার লিংকিং প্রজেক্ট (আন্তঃনদী প্রকল্প) বন্ধ করার দাবী জানান এবং বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গাচুক্তি সময়োপযোগী করার জন্য দুই দেশের সরকারের প্রতি আহবান জানান।

গত বুধবার বিকালে কামরাঙ্গীর চর মাদ্রাসায় মতবিনিময় কালে তিনি এসব কথা বলেন।

সূত্র: ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম

মেয়েকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার হাতে খুন হয়েছেন আবদুর রউফ আবু সাঈদ (৪৫) নামে এক ব্যক্তি। সন্ত্রাসী আমিনুল ইসলাম পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

গত বুধবার দুপুরে সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহতের মেয়ে সিরাজগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় কাজিপুর পৌর সন্তাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা সদরের আলমপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম মেয়েটির গৃহশিক্ষক ছিল।

অনার্সে ভর্তির হওয়ার পর আমিনুল প্রায়ই মেয়েটিকে কলেজে যাওয়ার পথে উত্যক্ত করত। বিষয়টি নিয়ে তাকে বেশ কয়েকবার সতর্ক করে মেয়েটির স্বজনরা। গত বুধবার দুপুরে মেয়েটি কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসী আমিনুল ও তার কয়েকজন সঙ্গী তার পথ আটকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করে।

খবর পেয়ে মেয়েটির বাবা আবু সাঈদ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। এ সময় আমিনুল ও তার সঙ্গীরা তাকে বেধড়ক পেটান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলে সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।

সূত্র: আওয়ার ইসলাম

ভারত যে হিন্দু রাষ্ট্র এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলে মন্তব্য করেছে সন্ত্রাসী আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এবার সে দাবি তুলল, অবিলম্বে ঘোষণা হোক ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র। সুনীল আম্বেদকরের লেখা একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবত এই দাবিতে সরব হয়। সে বলেছে ভারত যে হিন্দু রাষ্ট্র, সেই দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংঘের নীতিতে ভারত হিন্দু রাষ্ট্র আরএসএসকে নিয়ে বই লিখেছে সুনীল আম্বেদকর। সেই বইপ্রকাশ করে মোহন ভাগবত বলেছে, আরএসএস শুধু একটাই নীতি। আর সেটা হল ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র। অনেকে মনে করে সঙ্ঘের আদর্শ হল প্রভু হনুমান, ছত্রপতি শিবাজি এবং হেডগেয়ার। তা কিন্তু নয়। কোনও নির্দিষ্ট নীতিকে সংঘের নীতি বলে মনে করা ভুল।

সংঘের দাবি, হিন্দুস্তানবাসী হলেই হিন্দু সে বলেছে, কোনও একটা বই লিখে সঙ্ঘের নীতিকে বেঁধে ফেলা যায় না। এমনকী গোলওয়ালকারের বই থেকেই সঙ্ঘকে বর্ণনা করা যায় না। শুধু এটুকু নির্দিষ্ট করে বলা যায়। আরএসএস হিন্দু রাষ্ট্রের তত্ত্বে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রী স্বয়ংসেবক সংঘ মনে করে, হিন্দুস্তানে যারা বাস করে, তারা সকলেই হিন্দু ছিল।

সংঘের বিশ্বাসেই ধর্মান্তকরণ আরএসএসের সংঘের বিশ্বাস, পরবর্তী সময়ে হয় সেইসব হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়, নতুবা তাঁরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়। সে এটাও দাবি করেছে যে, ভারতে বসবাসকারী মুসলিমরাও একসময় হিন্দু ছিল। সেই কারণেই অন্য ধর্মের মানুষকে হিন্দুত্বে পরিণত করতে কোনও আপত্তি করে না সন্ত্রাসী আরএসএস।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, বলে সংবিধান অবশ্য সংঘের এই মতকে ভারতীয় সংবিধান মান্যতা দেয় না। সংবিধান বলে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসী আরএসএস হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অনড়। তাদের মূল

লক্ষ্যই হল ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র পরিণত করা। এদিন বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে তা ফের বুঝিয়ে দিল সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একদল জানবায আল্লাহ ভীরু তালেবান মুজাহিদ গত ১লা অক্টোবর নানগাহার প্রদেশের "খোগিয়ান" জেলায় আইএস সন্ত্রাসীদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তালেবান মুজাহিদগণ ইতিপূর্বেও আইএস সন্ত্রাসীদের এই ঘাঁটিতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু ক্রুসেডার আমেরিকার বিমান হামলার কারণে তা সফল হয়নি।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদগণ ফের দ্বিতীয় বার আইএস সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতে অভিযান শুরু করেন। সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান রাত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার সাহয্য ও অনুগ্রহে তালেবান মুজাহিদগণ তীব্র লড়ায়ের পর ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হন।

তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ৮০ এরও অধিক আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক, বাকি সদস্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পালায়ন করে।

আইএস সদস্যরা তালেবান মুজাহিদদের থেকে এই ঘাঁটিটি রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, এজন্য তারা ঘাঁটির চতুর্পাশে ১০০টিরও অধিক মাইন পুতে রাখে। এছাড়াও ২০টি বড় বড় খন্দকও খনন করে আইএস সদস্যরা। উক্ত এলাকাতে প্রায় ৩০ এরও অধিক চেকপোস্ট তৈরী করেছিল তারা। এত কিছুর পরেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর বান্দাদের নিকট তাদের রক্ষা হল না।

০২রা অক্টোবর, ২০১৯

আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন বুধবার 2 অক্টোবর সোমালিয়ার মারাকা শহরের "আইল-সালিনী" এলাকায় দেশটির মুরতাদ সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে তীব্র সফল অভিযান চালান।

"আইল-সালিনী" এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ১২ সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদগণ 02 অক্টোবর বুধবার পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

যার মধ্যে প্রথম অভিযানটি চালানো সকাল ১০:০০ সময় পাকিস্তানের বাজুর ইজেন্সীর "নাওয়াহ পাস" এলাকায়। এই হামলায় শিকারে পরিণত হয় এক সেনা।

একই দিন ৩:০০ সময় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় স্নাইপার হামলাটি চালান বাজুর ইজেন্সীর "মিটা কান্ডু" এলাকাতে। এখানেও মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার শিকার হয় আরো এক নাপাক সেনা।

পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক আল-কায়েদার শক্তিশালি সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদীন ০২ অক্টোবর বুধবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও আফজাওয়ী শহরের মধ্যবর্তি একটি সড়কে দেশটির মুরতাদ সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বড়ধরণের একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৪ কমান্ডারসহ ১৬ সেনা সদস্য নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ১৫ মুরতাদ সেনা।

এছাড়াও মুজাহিদদের উক্ত অভিযানে সফল বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর দুটি সামরিক যানবাহন ধ্বংস হয়ে যায়।

পাবনার চাটমোহর থানা এক পুলিশ প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে আপত্তিকর অবস্থায় জনতার হাতে আটক হয়েছে।
গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর সদরের দোলং মহল্লা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে।
এলাকাবাসী ও থানা সূত্রে জানা গেছে, পৌর সদরের দোলং মহল্লার সিঙ্গাপুর প্রবাসী নাসির উদ্দিনের স্ত্রী ১ সন্তানের জননী (৪০) এর সঙ্গে চাটমোহর থানার পুলিশ সদস্য (কনস্টেবল) ফিরোজ আলির দীর্ঘদিন ধরে পরকীয়া সম্পর্ক চলে আসছিল। আর এই সম্পর্কের জেরে সোমবার রাতে দুজন ফোনে কণ্ট্রাক্ট করে পুলিশ সদস্য ওই প্রবাসীর ঘরে গোপনে ঢুকে পরে।
বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় জনসাধারণ বুঝতে পেরে তাদের ঘরে ঢুকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে থানায় খবর দেয়। পরে থানার অন্যান্য সন্ত্রাসী পুলিশ সেখানে হাজির হয়ে পুলিশ কনস্টেবল ফিরোজকে নিরাপদে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

ভারতের উত্তর প্রদেশের ধর্ম জাগরণ সমিতির প্রধান রাজেশ্বর সিং দাবি করেছে, ‘২০২১-র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে সব মুসলিম ও খ্রিস্টানরা সম্পূর্ণ মুছে যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইসলাম এবং খ্রিস্টান ভারত থেকে ২০২১-এর মধ্যে মুছে দেব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা আমাদের এই নীতি আমার সহকর্মীরা করেছে।’

রাজেশ্বর সিং আরো দাবি করেছে, তাঁর দলের সরকার ভারত থেকে ২০০ মিলিয়ন মুসলিম এবং ২৮ মিলিয়ন খ্রিস্টান বিদায় করে দেবে। এর আগেও রাজেশ্বর দাবি করেছিল, ‘আমাদের লক্ষ্য ভারতকে ২০২১-র মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করা। মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের কারো এই দেশে থাকার অধিকার নেই। তাই হয় তাদের ধর্মান্তরিত হতে হবে নয়তো এই দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।’

লাভ জেহাদ বা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আগেও উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য পরিচিত রাজেশ্বর ২০১৮-তে আরএসএস-এর ‘ঘর ওয়াপসি’ নীতির জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে জোর করে মুসলিম এবং খ্রিস্টাননদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম হতে ১লা অক্টোবর সিরিয়ার আলেপ্পো সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সেনাদেরকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে এক নুসাইরী মুরতাদ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এর আগে জাবালুত-তুর্কমেন অঞ্চলেও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ভারী রকেট হামলা চালান। যার ফলে অনেক নুসাইরী মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদীন ১লা অক্টোবর সোমালিয়ার মারাকা শহরের "আইল-সালিনী" এলাকায় দেশটির মুরতাদ সামিরক বাহিনীর ঘাঁটিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৭ সদস্য নিহত এবং আরো ৫ সদস্য আহত হয়। এসময় হারাকাতুশ শাবাব এর তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ১লা অক্টোবর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাহিনীর ব্যানারে ইতালীয় (ইংরেজ) সেনাদের একটি সামরিক কনভয়কে টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান। যাতে অনেক ইতালীয় ক্রুসেডার নিহত ও আহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি সামরিকযান।

এদিকে সোমালিয়ার মাহদায়ী শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর ২ সদস্য আহত হয় আরো দুই সদস্য।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের হামলায় ১ সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর জানবায মুজাহিদগণ ১লা অক্টোবর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মাঝে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের "কেল্লাহ সাইফুল্লাহ মুসলিম বাগ" এলাকায় তেহরিকে তালেবানের HTF ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ "রফিউল্লাহ" নামক এক পাকিস্তানী মুরতাদ সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান। যার ফলে উক্ত মুরতাদ সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

একই দিন সকাল বেলায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের বিশেষ ফোর্সের মুজাহিদগণ বাজুর ইজেন্সীতে অবস্থিত নাপাক মুরতাদ বাহিনীর মোর্চাগুলোকে মর্টার হামলার নিশানা বানান। যার ফলে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ বলখ প্রদেশের "শোরতাপাহ" জেলার জেলা মারকাজ, পুলিশ হেডকোয়াটার ও নিরাপত্তা চৌকিতে ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ মুরতাদ আফগান বাহিনী হতে জেলা মারকাজ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও কয়েকটি চেকপোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় মুরতাদ বাহিনীর ৩০ সদস্য, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় আরো ১২ সদস্য। ধ্বংস হয় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ও একটি রেঞ্জার গাড়ি।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২টি রেঞ্জার গাড়ি এবং ২২টি ক্লাশিনকোভসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র।

মারামারি, মাদকাসক্তি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দুর্নীতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান অপকর্মের তালিকা অনেক বড়। শিক্ষার্থীদের থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক এমনকি উপাচার্যরা পর্যন্ত জড়িত নানা অপরাধে। তবে, এসকল অপরাধগুলোর মধ্যে একটি কমন অপরাধ হলো 'অবাধ যৌনতা'। আমি এই যৌনতাকে 'অপরাধ' বললেও, যারা এ যৌনতায় লিপ্ত তাদের কাছে এটি অপরাধ মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। অপরাধবোধ না থাকার কারণেই জাবি শিক্ষক সানোয়ার তার এক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে। একই কারণে তো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'র‍্যাগ ডে' এর নামে চলেছে উদ্যাম যৌনতা! খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে 'র‍্যাগ ডে' উৎযাপনের নামে ছাত্রছাত্রীদের নাচ-গান আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির দৃশ্যময় ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে যা হয়েছে সেগুলোও যিনার অন্তর্ভুক্ত। 'অবৈধ যৌনতা'র মানে কেবল ধর্ষণ নয়। বেগানা নারীর দিকে তাকানো, হাতে হাত রাখা, পর্দাহীন চলাফেরা ইত্যাদি সবগুলোই এ যৌনতার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু-চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধ যৌনতার প্রতি) দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যিনা হল শ্রবণ করা, রসনার যিনা হল কথোপকথন করা, হাতের যিনা হল স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হল হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা হচ্ছে আকাংখা ও কামনা করা। আর যৌনাঙ্গ অবশেষে তা বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। [বুখারী-৬২৪৩, মুসলিম-২৬৫৭]

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থাকে এসকল অপকর্মের সমাহার। ঢাবি, জাবি, রাবি, জবি, চবি, কুবি, খুবি তথা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এ অপরাধমুক্ত নয়।

আর, এ অপরাধগুলো নতুনও নয়। খুবিতে 'র‍্যাগ ডে' এর নামে যে যৌনতা আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেটাও বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এসবগুলোর উৎস সেই সহশিক্ষা, বেপর্দা আর 'কাছে আসার গল্পের'ই শিক্ষা। ছাত্রীকে শিক্ষকের কুপ্রস্তাব কিংবা বিবাহ করার যে সংবাদ আমরা পাই, সেগুলোর পেছনেও রয়েছে কোন এক নজরের প্রভাব, বাতাসে উড়ানো চুলের দৃশ্য।

তবে, এ অপরাধকর্ম অধিকাংশ সময়ই সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয়। তাই, সেগুলোর সংবাদ আমাদের কাছে আসে না। অল্পকিছু যাই হয় প্রতারণা আর জোরপূর্বক, সেগুলোর সংবাদই আমাদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অবাধ যৌনতা'র ভয়ানক চিত্র তুলে ধরে।

এক্ষেত্রে কঠোরতাই কাম্য। ছাড় দিতে দিতে আজ এসকল বিশ্ববিদ্যালয় অবাধ যৌনতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত পুরুষ ও নারী যারা, তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত প্রদান কর; তাদের বিষয়ে করুণা যেন তোমাদেরকে দুর্বল না করে, এমন একটি বিষয়ে যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং মহাপ্রলয় দিবসের উপর বিশ্বাস রাখো। আর বিশ্বাসীদের একদলকে তাদের শাস্তির সাক্ষী করে রাখো।"[সূরা ২৪ (আন-নুর), আয়াত ২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বলেছেন, "তোমরা জিনার ধারে কাছেও যেয়ো না, কারণ এটি একটি লজ্জাজনক ও নিকৃষ্ট কর্ম, যা অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্মের পথ খুলে দেয়।" [সূরা ১৭ (আল-ইসরা/বনি ইস্রাঈল), আয়াত ৩২]

শেষ কথা হলো- বেপর্দা, সহশিক্ষা, সেক্স এডুকেশন, 'ট্যাবু' ভাঙ্গার নামে অশ্লীলতার প্রচারণা, ধর্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলো একটি অপরটির সাথে জড়িত। এগুলোর মূলে রয়েছে পশ্চিমাদের আদলে গড়ে ওঠা এ সমাজব্যবস্থা। এ সমাজব্যবস্থার ভেতরে থেকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে হয়তো সাময়িক কিছু ক্ষতি এড়ানো যাবে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য এ সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের বিকল্প নেই।

ভারতের ১৯তম সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গ সফর করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি অমিত । কলকাতায় এনআরসি জাগরণ অভিযান নামের সভায় অমিত বলেছে, পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের যেকোনও স্থানে নাগরিকত্ব ইস্যুতে হিন্দু, শিখ ও জৈন শরণার্থীদের জোর করে তাড়ানো হবে না। বিজেপি সরকার একজনও অমুসলিম শরণার্থীকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করবে না। শুধু মুসলিম হলে জোর করে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হবে বলে মন্তব্য করেছে উগ্রবাদী বিজেপি নেতা অমিত।

হিন্দুত্ববাদী নেতাদের উগ্র মন্তব্যে, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি আতঙ্কে এরই মধ্যে ১৩ জন মানুষ মারা গেছেন।

এদিকে, কয়েক দফায় খসড়া তালিকা প্রকাশের পর গত ৩১ আগস্ট (শনিবার) স্থানীয় প্রকাশিত হয় ভারতের আসাম রাজ্যের নাগরিক তালিকা। এই তালিকা থেকে বাদ পড়েন রাজ্যের প্রায় ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন মানুষ। এ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি'র স্থানীয় নেতাদের মধ্যেও। এরইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় হিন্দুত্ববাদী সরকার।

ভারতের অসমের পর এবার উত্তরপ্রদেশেও এনআরসির হবে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা যোগী আদিত্যনাথ সরকারের একটি নির্দেশের পর এমনই আতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশের বৃহত্তম রাজ্যে। যোগী প্রশাসনের তরফে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে বসবাসকারী সমস্ত বাংলাদেশি এবং বিদেশিদের শনাক্ত করতে হবে এবং তাদের বিতাড়িত করতে হবে।

ফলে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে 'বাংলাদেশি' এবং অন্য 'বিদেশি'দের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই 'বাংলাদেশি' এবং অন্য 'বিদেশি'দের শনাক্ত করে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সকল জেলা পুলিশ প্রধানকে চিঠি দিয়ে বলেছে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'।

সে বলেছে, এই প্রক্রিয়া 'নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে'।

যোগী রাজত্বে এই নয়া নির্দেশ মনে করিয়ে দিচ্ছে আরেক বিজেপি-শাসিত রাজ্য আসামকে। আসাম রাজ্যে সংশোধিত নাগরিক তালিকা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশে এই পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

উত্তর প্রদেশের পুলিশকে যেভাবে 'বাংলাদেশি' এবং 'অন্যান্য বিদেশি' চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে তাতে অনেকেই এর মধ্যে আসম এনআরসির ছায়া দেখছেন।

আসামে এনআরসি'র কারণে সে রাজ্যের নাগরিক তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ১৯ লাখ মানুষের নাম। তাঁরা নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে না পারলে তাঁদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হবে।

জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে সমস্ত জেলার উপকণ্ঠে 'ট্রান্সপোর্ট হাব' এবং বস্তি অঞ্চলগুলোতে কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহজনক মনে হলেই তাঁর সমস্ত নথি যাচাই করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে এমন সরকারি কর্মচারীদেরও সন্ধান করতে বলা হয়েছে যারা 'বিদেশিদের' জন্য জাল দলিল প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছে। 'বাংলাদেশি' বা 'বিদেশি' হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের আঙুলের ছাপও নেওয়া হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত নির্মাণ সংস্থাগুলোকে জানানো হয়েছে যে, সকল শ্রমিকের পরিচয়ের প্রমাণপত্র রাখা তাদের দায়িত্ব।

প্রসঙ্গত, গত মাসে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আসাম এনআরসির প্রশংসা করেছে। সে সময় সে জানিয়েছে, প্রয়োজনে সে তাঁর রাজ্যেও একই রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, অসমে এনআরসির পর একাধিকবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেশজুড়ে এনআরসি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বিজেপি নেতারাও বারবার এনআরসির দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনীর মাধ্যমে শরণার্থী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সেক্ষেত্রে মূল সমস্যায় পড়বে ভারতের মুসলমানেরা। উত্তরপ্রদেশ সরকারের নয়া সিদ্ধান্তের ফলে গোটা রাজ্যের মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নথিপত্র জোগাড়ের হয়রানির জন্যও আতঙ্কিত অনেকে। ভিটেমাটি হারিয়ে ছিন্নমূল হওয়ার ভয়ে ত্রস্ত উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘুদের সমাজ।

সূত্র : এনডিটিভি

০১লা অক্টোবর, ২০১৯

ভারতের আসাম রাজ্যে নতুন আইনের কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছে বোল্ডার ও পাথরবাহী বাংলাদেশগামী ভুটানের ট্রাকগুলো। ২৩ সেপ্টেম্বর জারি করা এক নির্দেশনার পর ট্রাকগুলোকে বেশ মোটা অংকের জরিমানা করা হচ্ছে।

ভুটানের রফতানিকারকরা অভিযোগ করেন যে গত বৃহস্পতিবার আসামের বনগাইগাও জেলায় ৪০টির মতো ভুটানিজ ট্রাক আটক করা হয় ওভারলোডিংয়ের কারণে।

তারা বলেন, সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সাফটা)- এর আওতায় সার্ক দেশগুলোর মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে তাতে বলা হয়েছে দুটি সদস্য দেশের মধ্যে ট্রানজিটের ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশ কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।

সার্কের সদস্য হলো বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা।

ইন্দো-ভুটান মৈত্রি সমিতির সাবেক সভাপাতি উগিয়েন রাফতেন বলেন, কোন সমস্যা ছাড়াই ভুটানের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে পাথর ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন করে আসছে। তিনি স্বীকার করেন যে অনেক ট্রাক মানসম্মত ১৮ টনের চেয়ে বেশি ভার বহন করে। কিন্তু সাফটা আইন অনুযায়ী কোন ট্রানজিট দেশ (ভারত) কোন রফতানিকারক দেশকে (ভুটান) আমদানিকারক দেশে (বাংলাদেশ) পণ্য পাঠাতে বাধা দিতে পারবে না।

তিনি বলেন, ভুটানের গেলেফু থেকে নিয়মিত দালু (মেঘালয়-বাংলাদেশ সীমান্ত) হয়ে বাংলাদেশে পাথর পরিবহন করা হয়। আসামে প্রবেশের আগে পণ্য ও ডকুমেন্ট সিল করে দেয়া হয়। সাফটা চুক্তি অনুযায়ী আসাম ও মেঘালয়ের মধ্য দিয়ে ৩২১ কিলোমিটার পথ পারি দিয়ে গন্তব্যে পৌছার পর এগুলো খোলা হবে। কিন্তু আসামে আটক ও জরিমানা করা আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে।

রাফতেন জানান, মেঘালয়ের তিকরিকিল্লায় একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বহু ট্রাক আটকা পড়ে আছে।

সূত্র: দি হিন্দু

সীমান্তের ওপারে ভারতে অতিবৃষ্টি ও প্রবল বন্যার কারণে বাংলাদেশের গঙ্গা-পদ্মা নদীঅঞ্চল আর এক দফা বন্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের অন্তবর্তী পূর্বাভাসে এ আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে।

ভারতের বিহার, পাটনা ও মালদা এলাকায় বন্যার কারণে ফারাক্কা বাঁধের ১০৯টি গেট খুলে দিয়েছে ভারত। সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকালে নেওয়া দেশটির এ সিদ্ধান্তে এপারে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার পদ্মা নদীতে হুট করে পানি প্রবাহ বেড়ে গেছে। এর ফলে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে।

আবহাওয়ার সর্বশেষ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি চলবে আগামী কয়েকদিন। চলতি মাসের শেষ এবং আগামী মাসের শুরুর পুরো সপ্তাহ জুড়েই থেমে থেমে বৃষ্টি হবে। কোথাও ভারী আবার কোথাও হালকা পরিমাণে বৃষ্টি হবে।

ওদিকে, গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদী অববাহিকায় উজানে ভারতে অতিবৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। উজান থেকে অবিরাম ঢলের পানি নেমে আসছে বাংলাদশে। এ কারণে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর ও এর আশপাশ অঞ্চল বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পদ্মার ভাটিতে মধ্যাঞ্চলেও রয়েছে বন্যায় প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা। তবে এ বন্যা হতে পারে স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি।

ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তরাখন্ড ও সংলগ্ন কয়েকটি প্রদেশে এবং নেপালে গত দুই সপ্তাহ ধরে মাঝারি থেকে ভারী ও অতিভারী বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় গতকাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে ও বিহারে মারা গেছে ৯০ জনের বেশী মানুষ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আরো জানা যায়, বর্তমানে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া অতিভারী বর্ষণে তলিয়ে গেছে বিহার রাজ্যও। গতকাল ২৪ ঘণ্টায় বিহারের রাজধানী পাটনায় ১৫২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বের্ডের তথ্য অনুযায়ী, গঙ্গার উৎস বা উজানের অববাহিকায় বিশেষত উত্তর প্রদেশ, বিহার ও নেপালে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ঢল-বানের পানিতে গঙ্গা নদী ফুলে-ফুঁসে উঠেছে। আর সেই ঢল গড়িয়ে আসছে গঙ্গা-পদ্মায় বাংলাদেশের ভাটির দিকে। এ অবস্থায় অক্টোবরের শুরুতেই গঙ্গা-পদ্মা পাড়ে বন্যার আশঙ্কা এ মুহূর্তে বেড়ে গেছে। তাছাড়া ভারত উজানে বানের পানির চাপ সামাল দিতে গিয়ে নিজের স্বার্থেই যদি গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধের গেইট-স্পিলওয়েগুলো খুলে দিয়েছে,এরফলে চলতি সপ্তাহে গঙ্গা নদী সংলগ্ন দেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী ও মাগুরা জেলার কতিপয় স্থানে মাঝারি মাত্রার স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

গঙ্গা নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পদ্মা নদী গোয়ালন্দ ও ভাগ্যকুল পয়েন্টে এবং পদ্মা সংলগ্ন যমুনার আরিচা পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। এরফলে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পদ্মা নদী সংলগ্ন দেশের মধ্যাঞ্চলের মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও শরীয়তপুর জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সূত্র: পার্সটুডে

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী শাখা "হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন" এর আল্লাহভীরু জানবায মুজাহিদগণ গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু থেকে 100 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে একটি বড় ধরণের সফল বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় পূর্ব আফ্রিকায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর সর্ববৃহৎ ঘাঁটিটিতে অবস্থান করছিল শত শত মার্কিন সামরিক বাহিনীর কর্মী, জাতিসংঘের কর্মকর্তা, বেসরকারী সামরিক ঠিকাদার এবং মার্কিন বিমানের বহর, ছিল অভিশপ্ত

ইসরাঈলী ইহুদী সেনা। এই সামরিক ঘাঁটিটি সোমালিয়ায় মার্কিন ড্রোন অভিযানের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে।

গতকাল ৩০ সেপ্টেম্বর ভোর বেলায় মুজাহিদগণ সর্ব প্রথম একটি শহিদী হামলার মধ্য দিয়ে তাদের এই বরকতময়ী সফল অভিযানটি শুরু করেন, পরে ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে আল-কায়েদার ইনগিমাসী মুজাহিদগণ ভোর হতে শুরু হওয়া এই অভিযানের মাধ্যমে ১২১ আমেরিকান ক্রুসেডারদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হন, এদের মাঝে ১২ এরও অধিক অভিশপ্ত ইসরাঈলী সন্ত্রাসী ইহুদী সেনাও ছিল। এছাড়াও উক্ত হামলায় নিহত হয় ৪০ বেসরকারী সামরিক ঠিকাদার, যারা উক্ত ঘাঁটিতে ক্রুসেডারদের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও ভবন নির্মাণের কাজ করতো।

এমনিভাবে উক্ত হামলায় সামরিক ঘাঁটি ও অনেক সামরিকযান ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ৫টি যুদ্ধ বিমানও ধ্বংস হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালানোর সময় গোলাম রব্বানী (২৬) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। রব্বানী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-যবিপ্রবির ছাত্র এবং সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ শহীদ মসিয়ূর রহমান হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক।

গত শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১০টার দিকে যশোর কসবা শহরের রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

শুক্রবার রাতে যশোর সদরের রঘুরামপুর এলাকার আমির হোসেনের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন ইমন নামে এক যুবক রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন গোলাম রব্বানী ও তার আরেক সহযোগী ইমনের একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়।

সংবাদ সূত্রে আরো জানা যায়, রব্বানী সম্প্রতি যবিপ্রবি ক্যাম্পাসে মারামারি ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার ৫ নম্বর আসামি। আটক রব্বানী যশোর যবিপ্রবি'র পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের ছাত্র।

সূত্র: সময় নিউজ টিভি

বাসা থেকে সন্ত্রাসী পুলিশের গ্রেফতার করে নিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফারুক মিয়া নামের এক আসামির মৃত্যুর ঘটনায় হবিগঞ্জ শহরে তোলপাড় চলছে।

নিহতের পরিবারের দাবি, মধ্য রাতে গ্রেফতারকালেই সন্ত্রাসী পুলিশ ফারুক মিয়াকে নির্যাতন শুরু করে। থানায় নিয়ে আসার পরও তাকে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনেই ফারুক মিয়া মারা যান। আর ডাক্তার বলেছেন, নিহত ফারুক মিয়াকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে ঠিক কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে ময়না তদন্ত রিপোর্ট ছাড়া বলা যাবে না।

নিহত ফারুক মিয়ার পরিবার সূত্রে জানা যায়, মাত্র ১৫ হাজার টাকার একটি চেক ডিজওনার মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি ছিলেন হবিগঞ্জ শহরের মোহনপুর আবাসিক এলাকার বাসিন্দা সঞ্জব আলীর পুত্র ফারুক মিয়া (৪৫)। পুলিশ গত রোববার রাত ২টার দিকে আসামি ফারুক মিয়াকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে।

নিহতের পুত্র কলেজছাত্র সাইদুল ইসলাম ও মাসুক মিয়া জানান, গ্রেফতারকালেই পুলিশ তাদের বাবাকে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন করতে করতে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সকাল বেলায় তার বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়লে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। থানা হাজতে ফারুক মিয়ার সাথে তার পরিবারের কাউকে দেখাও করতে দেয়া হয়নি।

বিয়ের প্রলোভন ও চাকরি দেওয়ার কথা বলে এক নারীকে 'ধর্ষণ' এর অভিযোগে পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত লাইসেন্সধারী সন্ত্রাসী (ওসি) মাহমুদুল হককে শুধুই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পেটুয়া বাহিনীর মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) আজ সোমবার সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে এ কথা জানায়।

ডিসি আনোয়ার প্রথম আলোকে বলে, ঘটনা সঠিক। তদন্তে ওসির বিরুদ্ধে ধর্ষণের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাই তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ওই নারীর বাড়ি নওগাঁ জেলায়। খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে ওই নারীকে ওসি মাহমুদুল হক ধর্ষণ করে। চেতনা ফিরলে ঘটনা বুঝতে পেরে মহিলাটি মাহমুদুল হককে প্রশ্ন করে। তখন ওসি ওই নারীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর পর তাকে একাধিক বার ‘ধর্ষণ’ করে ওসি মাহমুদুল হক। এর ফলে ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ওসি মাহমুদুল হক তাকে গর্ভপাতে বাধ্য করে। পরে বিয়ের জন্য চাপ দিলে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে তাঁর সঙ্গে ওসি আর যোগাযোগ করেনি। এরপর অফিসে গেলে ওই নারীকে আবারও বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেয় ওসি।

একপর্যায়ে ধর্ষক সন্ত্রাসী ওসি মাহমুদুল হকের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ওই নারী। প্রথমে মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি দেখায় ধর্ষকের বাবা। তবে পরবর্তীতে ওসির বাবাও নানাভাবে হুমকি দিতে শুরু করে। কোনো উপায় না দেখে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই নারী। এ সব ঘটনা জানিয়ে গত আগস্ট মাসে পুলিশ সদর দপ্তরে অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় মতিঝিল বিভাগের কথিত অতিরিক্ত উপ কমিশনার (এডিসি) মোনালিসা বেগমকে। এই তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় বলে জানায় পুলিশের মতিঝিল বিভাগের ডিসি আনোয়ার হোসেন।

প্রচলিত কথিত আইনে ধর্ষকের অন্য শাস্তি থাকা সত্ত্বেও, ধর্ষক ওসিকে কেবলই বরখাস্ত করা হল। এমনকি কারাগারেও পাঠানো হলো না এই নরাধমকে। আইন কেবল সাধারণ মানুষের জন্য, অন্যেরা সব অস্পৃষ্য। এমন অন্যায় ও দ্বিমুখী আচরণ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এমনই মনে করেন সাধারণ মানুষ।

বরকতময়ী জিহাদের ভূমি শামে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে শারীরিক ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন আল-কায়েদা সমর্থিত শামের জিহাদী তানজিম "আনসার আল-ইসলাম"এর মুজাহিদগণ।

বর্তমানে শামের এই জিহাদী তানযিমটি আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর সাথে মিলেই জোটবদ্ধ কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছেন।

https://alfirdaws.org/2019/10/01/27413/

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী জামাআত "তেহরিকে তালেবান" ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে বেলুচিস্তানের "লুরালাইয়ী" জেলায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর একজন জানবায মুজাহিদ পাকিস্তানী মুরতাদ "THG" বিশেষ ফোর্সের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে শহিদী হামলা পরিচালনা করেন।

প্রাথমিকভাবে সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে জানা যায় যে, তেহরিকে তালেবানের উক্ত মুজাহিদের শহিদী হামলার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ এরও অধিক সেনা নিহত এবং বহু নাপাক সেনা আহত হয়েছে।

এমনিভাবে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "কানীগ্রাম" এলাকায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। যার ফলে ১ সেনা নিহত এবং আরো এক সেনা আহত হয়।

হামলা দুটির অফিসিয়াল দায় স্বীকার করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ৩০ সেপ্টেম্বর সোমালিয়ায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্য সোমালিয়ার মারাকা শহরের "আইল-সালিনী" এলাকায় অবস্থিত সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি টার্গেট করে ৪০ এরও অধিক মার্টার হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

যার ফলে সামরিক ঘাঁটির অধিকাংশ স্থানে আগুন লেগে যায়, এছাড়াও সামরিক ঘাঁটির অনেক স্থাপনা ও সামরিকযানও এই হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়।

এদিকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে অভিযান পরিচালনা করা ছাড়াও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো ৩টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। যাতে ২টি গাড়ি ধ্বংস এবং ৩ এরও অধিক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তান এর জানবায তালেবান মুজাহিদীন।

এর মধ্যে গত রবিবার রাত ৪টার সময় হেলমান্দ প্রদেশের "লাগবাগ" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটি ও বেশ কিছু চেকপোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৩৭ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। মুজাহিদগণ একটি ট্যাংক ধ্বংস এবং একটি চেকপোস্ট বিজয়সহ প্রচুর গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে একইদিন রাতে লাগবাগ জেলার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তালেবান মুজাহিদগণ অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে ১৫+ সেনা হতাহতের শিকার হয়।